Year 4 | Issue 36
13 - 19 October 2017
বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ৩৬
২৮ আশ্বিন ১৪২৪
২২ মহররম ১৪৩৯ হিজরী

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

‘রেসিয়াল ডিজপেয়ারিটি অডিট’ রিপোর্ট

বৃটেনে বাংলাদেশীরা চরম বৈষম্যের শিকার

- সোশ্যাল হাউজিংয়ের ওপর নির্ভরশীলতা
- কর্মসংস্থানের হার মাত্র ৩৫ শতাংশ
- ৫৯ শতাংশ অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল
- নারীদের কর্মসংস্থান ন্যূনতম পর্যায়ে
- শিক্ষায় ভালো করছে নতুন প্রজন্ম

দেশ ডেস্ক: ব্যাপক জাতিগত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এর ফলে কর্মসংস্থান ও গৃহনির্মাণে সারা দেশের তুলনায় তারা পিছিয়ে রয়েছেন। যুক্তরাজ্যের ‘রেসিয়াল ডিজপেয়ারিটি অডিট’-এ উঠে এসেছে এমন তথ্য। সরকারি চাকরি বা পরিষেবায় জাতিগত বৈষম্য রোধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এই সমীক্ষার উদ্যোগ নেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকাংশের বাস দেশটির অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত এলাকাগুলোতে। হাউজিং বা আবাসনের ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের সস্তা সোশ্যাল হাউজিং-এর ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল। বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন লেবার পার্টি থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী। তিনি বলেন, ‘এই জাতিগত সমীক্ষা প্রতিবেদনে বৈষম্যের অসহনীয় মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একইসঙ্গে সরকারকে অবশ্যই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই ঘটনা বারবার

পৃষ্ঠা ৩১

সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতির দাবী

প্রধান বিচারপতি অন্তরীণ

ঢাকা, ১১ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন বলেন, প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে অন্তরীণ। তাকে জোর করে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে এবং এখন বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা জানতে পেরেছি প্রধান বিচারপতির সব ধরনের যোগাযোগের মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে।

জয়নুল আবেদীন বলেন, প্রধান বিচারপতিকে জনসম্মুখে না আনা পর্যন্ত আইনজীবীদের আন্দোলন চলবে। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট বার ভবনের সভাপতির কক্ষের সামনে সুপ্রিম কোর্ট বার আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচিতে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সুপ্রিম কোর্ট বারের কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র আইনজীবী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন, নিতাই রায় চৌধুরী, সমিতির সাবেক

পৃষ্ঠা ৩১

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা

যুক্তরাজ্য বিএনপির নিন্দা ও প্রতিবাদ

দেশ ডেস্ক : কুমিল্লার আদালতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জগমোহনপুর এলাকায় একটি নৈশকোচে পেট্রোল বোমা হামলায় ৮ যাত্রী নিহতের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গত ৯ অক্টোবর সোমবার দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ বেগম জেসমিন আরা বেগম এ আদেশ দেন।

গ্রেফতারী পরোয়ারা জারির কারণে

পৃষ্ঠা ৩১

কিশোর ছাত্রের সাথে যৌন সম্পর্ক

পূর্ব লন্ডনে শিক্ষিকার ১২ বছর জেলদণ্ড

দেশ ডেস্ক: ইস্ট লন্ডনের এক স্কুল শিক্ষিকাকে ১৫ বছর বয়সী ছাত্রের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করায় তাকে ১৬ মাসের জেলদন্ড দিয়েছে আদালত। এলিস ম্যাকবার্টি ২৩ নামক ওই শিক্ষিকা স্কুলের ১৫ বছর বয়স্ক ছাত্রের সাথে ৪ মাস যাবত যৌন সম্পর্ক রাখায় ইতোমধ্যে স্কুল থেকে অব্যাহতি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

পৃষ্ঠা ৩১

৩৮টি ডাকাতির অপরাধ

টাওয়ার হ্যামলেটসে সংঘবদ্ধ ডাকাতচক্রের জেলদণ্ড

দেশ ডেস্ক: টাওয়ার হ্যামলেটসে ৩৮টি ডাকাতি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একটি সংঘবদ্ধ চক্রকে জেলদণ্ড দিয়েছেন আদালত। স্থায়ীন ‘ইস্ট লন্ডন এডভার্টাইজার’ জানায় এই চক্র পেট্রোল

পৃষ্ঠা ৩১

LMC Business Wing, Suite 2
Floor 2, 46 Whitechapel Road, E1 1JX
T: 020 7096 1188
M: 07539 316 742
E: info@eastendtraining.co.uk
W: www.eastendtraining.co.uk

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!
Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.
To book your ESOL exam please call 02070961188
EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning
Training Venue: Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ABDUL HAQUE CHOWDHURY

simplecall®

simplecall is...
honest

- Genuine minutes
- No hidden charges
- No connection fees

simplecall.com

020 343 50181

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

সরকারী পরিসংখ্যান রিপোর্ট

বৃটেনে প্রতিদিন ২শ পুরুষ যৌন নির্যাতনের শিকার

দেশ রিপোর্ট: বর্তমান বিশ্বে নারীদের মতো পুরুষেরাও কিন্তু খুব নিরাপদ নন। প্রতিদিনই বিশ্বের শত শত পুরুষ নির্যাতিত হচ্ছেন। অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে, পুরুষ নির্যাতনের দিকে থেকে ব্রিটেনের পুরুষেরা সবার উপরে। কারণ ব্রিটিশ সরকারের এই সংক্রান্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যে প্রতিদিন গড়ে ২শ' পুরুষ ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার হন।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ব্রিটেনে এই পুরুষ নির্যাতনের হার দিন দিন বাড়ছেই। থেরেসা মে সরকারের পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায়, ব্রিটেনে প্রতিবছর ৭২ হাজার ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। যার ১০টির মধ্যে একটি ঘটে পুরুষের ক্ষেত্রে। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, পুলিশের সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী ২ হাজার ১৬৪ জন ১৩ বছর বয়সী কিশোর ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

ব্রিটেনের এমন খারাপ পরিস্থিতি বিশ্বের গণমাধ্যমে উঠে এলে ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মত নির্যাতিত পুরুষদের আর্থিক সহযোগিতার কথা ঘোষণা করে।

এছাড়া নির্যাতিত কিশোরদের উপদেশ ও পরামর্শ দিতে বিশেষ

পৃষ্ঠা ৩৮

লন্ডনে ফুটপাতে গাড়ি, আহত ১১

দেশ ডেস্ক: লন্ডনে ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়ামের বাইরে ফুটপাতের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দিয়েছে এক চালক। এতে কমপক্ষে ১১ জন আহত হয়েছেন। তাদের বেশির ভাগেরই মাথায় ও পায়ে আঘাত লেগেছে। তবে কেউই আশঙ্কাজনক নন। ওই গাড়ির চালককে জনগণের সহায়তায় আটক করেছে পুলিশ। তাকেও ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। তবে এটা কোনো সন্ত্রাসী হামলা কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা মেলেনি। এ খবর দিয়েছে অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

এতে বলা হয়, শনিবার লন্ডনের ব্যস্ত

পৃষ্ঠা ৩৮

কঠিন সময় পার করছেন তেরেসা

নিজ দলের ৩০ এমপি উৎখাত ষড়যন্ত্রে জড়িত

দেশ ডেস্ক: বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে'কে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে তার নিজ দলের ৩০ এমপিও রয়েছেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে ব্রেক্সিট ইস্যু নিয়ে বৃটেনের আলোচনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে। আর এমন সময় নিজ দলের সদস্যদের বিরোধিতার মুখে পড়েছেন মে। বিরোধিতাকারী এমপিদের ভাষ্যমতে, ৪ অক্টোবর বুধবার দলীয় সম্মেলনে দেয়া ভাষণে চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় দলের ওপর তার কর্তৃত্ব কমে গেছে। উল্লেখ্য, বুধবার কনজার্ভেটিভ পার্টির কনফারেন্সে ভাষণ দেন মে। তবে সেই ভাষণ সুষ্ঠুভাবে দিতে পারেননি তিনি। তার ভাষণ বারবার বাধাগ্রস্থ হয়- অসুস্থ থাকায় কিছুক্ষণ পরপর কাশতে থাকেন তিনি। পাশাপাশি একজন তার সঙ্গে রসিকতা করেও ভাষণে বিঘ্ন ঘটায়। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের

এক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে।

তার দলের সাবেক চেয়ারম্যান গ্র্যান্ট শ্যাপস বলেন, কনজার্ভেটিভ পার্টিকে পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হতে না দেখতে চাইলে

পৃষ্ঠা ৩৮

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের ডিনার পার্টি

৪১ লক্ষ টাকার অনুদান ঘোষণা

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের বিশেষ আলোচনা সভা ও ডিনার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের দ্যা অ্যার্টিয়াম হলে ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা মাহমুদুর রশীদের সভাপতিত্বে এবং ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের সেক্রেটারি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল ও কণ্ঠশিল্পী রওশন আরা মনির যৌথ সঞ্চালনায় এ ডিনার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'সারে মোলভেলী ডিষ্ট্রিক'র ভাইস চেয়ারম্যান কাউন্সিলার জাহাঙ্গীর হক। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এসিসটেন্ট ট্রেজারার আবদুল মতলিব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার সাবিনা আক্তার। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের

পৃষ্ঠা ৩৮

মেসি ম্যাজিকে আর্জেন্টিনা সরাসরি বিশ্বকাপে

ঢাকা, ১১ অক্টোবর : আর কোনো প্লে-অফ নয়। বিশ্বকাপে মেসির আর্জেন্টিনা খেলবে সরাসরি। আজ ইকুয়েডরকে ৩-১ গোলে হারানোর পর আর্জেন্টিনা ল্যাতিন আমেরিকার

পৃষ্ঠা ১৬

বাকিংহ্যাম প্যালেসের গেটে উঠায় মহিলা গ্রেফতার

দেশ ডেস্ক: লন্ডনে ব্রিটিশ রাণীর বাকিংহাম প্রাসাদের সামনের গেইটে উঠেপড়ায় এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে মেট্রোপলিটন পুলিশ। ৩০বছর বয়সী এই মহিলাকে গত শনিবার বিকাল ৫টা ৪০মিনিটে আটক করা হয়। তবে রাজপ্রাসাদের গেইটে উঠে পড়লেও তিনি ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। এর আগেই পুলিশ তাকে আটক করে। বিবিসির খবরে বলা হয়, ৩০ বছর বয়সী এই মহিলাকে সন্দেহমূলক আটক করে তাকে সেন্ট্রাল লন্ডন পুলিশ স্টেশনে রাখা হয়েছে।

পৃষ্ঠা ৩৮

সৌদিতে ২২ বাংলাদেশির মানবেতর জীবন

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : কাজ করেও বেতন পাননি ৫ মাস। ঠিকমতো দেয়া হয়নি খাবার। কথায় কথায় তাদের ওপর আসে নির্যাতন। গত সপ্তাহে বেতন চাওয়ায় ক্যাম্প থেকেও বের করে দেয়া হয়েছে। এরপর দুই দিন দুই রাত কেটেছে রাস্তাতেই। পথচারীদের কাছে হাত পেতে যা পেয়েছেন, তা দিয়েই কোনরকম খাবার কিনেছেন। সকলে মিলে

পৃষ্ঠা ৩৮

বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন'র বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৮ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় সেন্টারের মেইন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেন্টারের চেয়ারম্যান ও লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার নাজমুল কাওনাইনরে সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ দেলোয়ার

পৃষ্ঠা ৩৮

৫ম মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায় বক্তারা

'ওয়ান এলেভেন'র অপশক্তির বিরুদ্ধে তালাত আজিজ ছিলেন বজ্রকণ্ঠ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল সিলেট জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মরহুম তালাত আজিজের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মরহুম তালাত আজিজ স্মৃতি সংসদ ইউকে'র উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর সোমবার যুক্তরাজ্য বিএনপির অফিসে সংগঠনের সভাপতি যুক্তরাজ্য বিএনপি

পৃষ্ঠা ৩৮

বগুড়ায় শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করে মাথা ন্যাড়া করার ঘটনা

তুফানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল

ঢাকা, ১১ অক্টোবর : বগুড়ায় কলেজে ভর্তির আশ্বাস দিয়ে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ ও পরে তাকেসহ তার মাকে নির্যাতন করে মাথা ন্যাড়া করার বহুল আলোচিত ঘটনায় দায়ের হওয়া দুটি মামলার তদন্ত শেষে বগুড়ার শহর শ্রমিক লীগের বহিষ্কৃত আহ্বায়ক তুফান সরকারসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করেছে পুলিশ। মামলা দু'টির তদন্ত কর্মকর্তা বগুড়া সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) আবুল কালাম আজাদ মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় জেলার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তুফান সরকারসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলারই চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিল করেন। অভিযোগপত্রে ধর্ষণ ও মা-মেয়ে নির্যাতনের ঘটনায় ১২ জনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেছেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে তারা হচ্ছেন বহিষ্কৃত শহর শ্রমিক লীগ নেতা তুফান সরকার, তার স্ত্রী আশা খাতুন, স্ত্রীর বড় বোন বগুড়া পৌরসভার সংরক্ষিত ৪, ৫, ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মার্জিয়া হাসান রুমকি, শাশুড়ি রুমি খাতুন, শ্বশুর জামিলুর রহমান রুনু, তুফান বাহিনীর সদস্য আতিক, মুন্না, আলী আজম দিপু, রূপম, শিমুল, জিতু ও নরসুন্দর জীবন রবিদাস। এদের মধ্যে শিমুল পলাতক রয়েছে। বাকি সব আসামিকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নরসুন্দর জীবন ও তুফানের শ্বশুর রুনু এজাহারভুক্ত আসামি ছিলেন না। তদন্তে তারা জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে তুফান বগুড়া জেলে মাদক সেবন করায় তাকে কাশিমপুর কারাগারের হাইসিকিউরিটি সেলে পাঠানো হয়েছে। তার শ্বশুর রুনু একটি মামলায় জামিন পেলেও অপরটিতে জামিন পাননি।

অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রধান আসামি তুফানের সহযোগী আতিক, দিপু এবং নরসুন্দর জীবন আদালতে মা ও মেয়েকে ন্যাড়া এবং নির্যাতনের কথা স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। এছাড়াও তদন্তকারী কর্মকর্তা তুফান, আশা, রুমকি ও রুমি বেগমসহ অন্যদের কয়েক দফা রিমান্ডে নিয়েও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেননি। তবে ভিকটিম ছাত্রীও আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। এছাড়াও বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টে ছাত্রীকে ধর্ষণের প্রমাণ ছাড়াও ঘটনার শিকার শিক্ষার্থীকে নাবালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। মামলার অভিযোগপত্রে মোট ১৬ জন সাক্ষী রাখা হয়েছে। এছাড়াও আলামত হিসেবে তুফানের প্রাইভেট কার, দুটি ক্ষুর, দুটি কাঁচি, ভিকটিমদের স্বাক্ষর নেয়া কাউন্সিলর রুমকির পৌরসভার প্যাডের পাতা, নির্যাতনের এসএস পাইপ, মা ও মেয়ের কেটে ফেলা চুল। তদন্তকারী কর্মকর্তা বগুড়া সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) আবুল কালাম আজাদ চার্জশিট দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুটি মামলায় তুফানসহ ১২ জনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাদের সকলের বিরুদ্ধেই আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। পলাতক আসামি শিমুলকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, এসএসসি পাস এক শিক্ষার্থীকে বগুড়া সরকারি আযীজুল হক কলেজে ভর্তি করে দেয়ার কথা বলে গত ১৭ই জুলাই তাকে কৌশলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে শ্রমিক লীগের বহিষ্কৃত নেতা তুফান সরকারের বিরুদ্ধে। এদিকে, ঘটনা জানতে পেরে তুফানের স্ত্রী আশা স্বামীকে দায়ী না করে ঘটনার জন্য ভিকটিমকেই দায়ী করে। এরপর আশা ও তার বোন সংরক্ষিত আসনের স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর মার্জিয়া হাসান রুমকির মাধ্যমে ২৮শে জুলাই ভিকটিম ও তার মাকে কাউন্সিলরের বাসায় ডেকে নেয়। সেখানে তাদের মারধরের পর মাথার চুল ন্যাড়া করে দেয়। তারা যাতে আদালতের আশ্রয় নিতে না পারে সে জন্য তাদের কাছ থেকে পৌরসভার প্যাডে স্বাক্ষর নেয়া হয়। প্রতিবেশীর সহায়তায় তারা হাসপাতালে ভর্তি হলে ঘটনা প্রকাশ পায়। পুলিশ ঘটনার রাতেই তুফানসহ তার তিন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে। ২৯শে জুলাই তুফানসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনায় পৃথক ২টি মামলা করেন নির্যাতনের শিকার ওই শিক্ষার্থীর মা। বর্তমানে নির্যাতিত মা-মেয়ে আদালতের নির্দেশে রাজশাহীর সেফহোম এবং ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে আছেন।

বাংলাদেশি জুয়েল, রোহিঙ্গা যুবতীর সাথে প্রেম বিয়ে, অতঃপর পলায়ন

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রোহিঙ্গা যুবতীকে বিয়ে করা বাংলাদেশি সোয়াইব হোসেন জুয়েল (২৫)কে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ। মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা যুবতী রাফিজার (১৮) প্রেমে পড়েন জুয়েল। এরপর তার পিতামাতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এরপরই তাদের বিয়ে হয় গত মাসে। কিন্তু এমন বিয়েতে সরকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে। ফলে বিয়ের পর থেকে ওই নবদম্পতি পালিয়ে আছে। এরই মধ্যে জুয়েলের গ্রামের বাড়ি সিঙ্গাইরে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি। ওদিকে এ বিয়ের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন জুয়েলের পিতা বাবুল হোসেন। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। এতে বলা হয়, মিয়ানমারের রাখাইনে সেনাবাহিনীর নৃশংসতা থেকে বাঁচতে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে কমপক্ষে ৫ লাখ রোহিঙ্গা। রাফিজা তাদেরই একজন। সিঙ্গাইরের পুলিশ প্রধান খন্দকার ইমাম হোসেন বলেছেন, আমরা শুনেছি জুয়েল একজন রোহিঙ্গা যুবতীকে বিয়ে করেছে। আমরা তার সন্ধানে তার গ্রামের বাড়ি চারিগ্রামে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া যায় নি। তার পিতামাতা বলতে পারেন নি, তারা কোথায় আছে। এ ঘটনার তদন্ত চলছে। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নেয়ার জন্য এখানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে বলে রিপোর্ট বের হয় এর আগে। তারই প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে মিয়ানমারের কোনো রোহিঙ্গা মুসলিমের সঙ্গে বাংলাদেশির বিয়ে নিষিদ্ধ করে ঢাকা। ওদিকে জুয়েলের পিতা বাবুল হোসেন তার ছেলের পক্ষ নিয়ে বলেছেন, যদি কোনো বাংলাদেশি কোনো খ্রিস্টানকে বিয়ে করতে পারেন, অন্য ধর্মের লোককে বিয়ে করতে পারেন, তাহলে রোহিঙ্গাকে বিয়ে করে আমার ছেলে কী অপরাধ করেছে? সে তো একজন মুসলিম যুবতীকে বিয়ে করেছে, যে আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশে। স্থানীয় একটি পত্রিকার খবরে বলা হয়, জুয়েল স্থানীয় একটি মাদরাসার শিক্ষক। মিয়ানমার থেকে পালিয়ে সপরিবারে বাংলাদেশে এসে সিঙ্গাইরে এক ধর্মীয় নেতার বাড়িতে আশ্রয় নেন রাফিজা। এ সময়ে তার প্রেমে পড়ে জুয়েল। এরই মধ্যে পুলিশের অভিযানের কারণে ওই পরিবারটি কক্সবাজারের মূল শরণার্থী শিবিরে ফিরে যায়। সিঙ্গাইর থেকে প্রায় ২৬৫ মাইল দূরে এই শিবির।

ওদিকে প্রেমে মত্ত হয়ে জুয়েল খুঁজতে থাকে রাফিজাকে। ছুটে যায় শরণার্থী শিবিরে। সেখানে এই শিবির থেকে ওই শিবিরে সে খুঁজে ফেরে রাফিজাকে। এমনি খুঁজতে খুঁজতে সে পেয়ে যায় রাফিজাকে। তার পিতামাতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তাদের সম্মতিতে বিয়ে হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পালায় এই নবদম্পতি।

রোহিঙ্গা : পলিথিনের ছাউনিতে বিত্তশালীরাও

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : '১০০ একরের চিংড়িঘের আমার। আরও আছে ২০ একরের আবাদি জমি। বাড়িতে সৌরবিদ্যুতে ফ্রিজ-টিভি সবই চলে। ছেলেমেয়েরা ঘোরে দামি গাড়িতে। আর আমি এখানে ১০ ফুট বাই ১০ ফুটের পলিথিন ছাউনির বাসিন্দা, বেঁচে আছি রিলিফ খেয়ে। এটাও একটা জীবন।'

তুমব্রু সীমান্তে দাঁড়িয়ে এভাবেই শরণার্থী জীবনের কথা বলছিলেন আরিফুল ইসলাম। বললেন, 'প্রথম প্রথম কাঁদতাম, এখন আর কান্না আসে না। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে।'

অন্য সব রোহিঙ্গা থেকে আরিফুল একেবারেই আলাদা। তিনি শিক্ষিত, কথা বলেন শুদ্ধ বাংলায়। আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি ভালো বাংলা ও ইংরেজি জানেন। এ জন্য রোহিঙ্গারা তাঁকে বাড়তি শ্রদ্ধা করে। তাদের ভাষায়, আরিফুল 'এলেম' (জ্ঞানী) ব্যক্তি।

আরিফুল ইসলামের ত্রাণশিবিরটি একটি খালের পারে। পাথরকাটা নামের এই খালটি দুভাগ করেছে দুই দেশকে। এক দিকে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তুমব্রু সীমান্তের কোনারপাড়া আর অন্য দিকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের তুমব্রু রাইট গ্রাম। পাহাড় ঘেঁষা কাঁটাতারের বেড়া প্রতিদিন আরও শক্ত করছে মিয়ানমার। বেড়ার ঠিক নিচেই একচিলতে সমভূমি– এর নাম শূন্যরেখা (নো ম্যানস ল্যান্ড)। এটি আন্তর্জাতিক সীমানা, যা কোনো দেশেরই নয়। এই শূন্যরেখার ওপরই বাস করছে আরিফুলেরসহ ১ হাজার ৩৫০ পরিবারের ৬ হাজারের বেশি মানুষ।

শূন্যরেখায় শিবির হওয়ার কারণে বসতি স্থাপনকারীদের ত্রাণ ও চিকিৎসা নিতে এপারে আসতে হয় খালের হাঁটুজল পেরিয়ে। সেখানেই কথা হয় আরিফুলের সঙ্গে। বললেন, ১০ বছর ধরে তিনি বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকে মধ্যস্থতা করেছেন। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বহু কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম ছিল। কিন্তু বিপদের সময় কেউ এগিয়ে আসেনি। নিজের বাড়িতে জ্বলন্ত আগুনের কু–লী দেখতে দেখতে তিনি সীমান্ত পার হয়েছেন।

আরিফুলের সঙ্গে গত শনিবার দুপুরে কথা বলার সময় ওই সীমান্ত পরিদর্শনে আসেন কক্সবাজার ৩৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মনজুরুল হাসান খান। তিনি জানালেন, কোনারপাড়া ক্যাম্পের বেশির ভাগ বাসিন্দা সীমান্তের কাছাকাছি গ্রামে বাস করত। এদের অনেকেই বেশি সচ্ছল।

Kowaj Jewellers
020 7729 2277 22ct. Gold Specialist

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers

খোঁয়াজ জুয়েলার্স

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।

আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।

310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277

Capstone's Offer
50% DISCOUNT
* T&C apply
for CAB DRIVERS
* T&C apply
30% Discount for
Restaurant, Takeaway & Other Businesses
with an experienced, reliable & friendly service.

Our Services
- Statutory Accounts & Audit
- Sole Trader & Partnership Accounts
- Property Rental Accounts
- Business Plan & Projections
- Company Formation
- Self Assessment Tax Returns
- Capital Gain Tax
- Corporation Tax Returns
- VAT Returns & Payroll (RTI)

A K M Jalal Uddin ACCA
Chartered Certified Accountant

Call us today on
020 3490 6705, 07944 286 718

CAPSTONE
ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS

50e Greatorex Street, London E1 5NP
e: info@capstoneaccountants.co.uk | www.capstoneaccountants.co.uk
* Offers end 3 months after this advert published. For full terms and conditions please call us.

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE for nurses/ health & social care workers

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965
Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

আশ্রয়কেন্দ্রে মানবেতর দিনযাপন

নাগরিক অধিকার নিয়ে দেশে ফিরতে চান রোহিঙ্গারা

ঢাকা, ১১ অক্টোবর : বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া নিপীড়িত রোহিঙ্গারা দ্রুত ফিরতে চান নিজের দেশে। খেটে খাওয়া মানুষগুলো বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে নির্দিষ্ট এক জায়গায় বন্দি জীবন যাপনের আগেই তারা মিয়ানমারে গিয়ে স্বাধীন জীবনযাপন শুরু করতে চান। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নৃশংসতা থেকে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে, রাস্তার ধারে, নদীর পারে ও ত্রিপলের ছাউনীর নিচে গাদাগাদি করে দিনাতিপাত করছেন।

বুধবার সকালে উখিয়ার থাইংখালী অস্থায়ী ক্যাম্পের তাঁবুতে দেখা গেছে, বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে। পেটে ক্ষুধার পাশাপাশি সর্দিজ্বরে আক্রান্ত এসব শিশু। তাঁবুগুলোতে দেখা গেছে, নানা ধরনের সমস্যা আর দুর্ভোগ। ত্রাণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনো শৃঙ্খলা ফিরে আসেনি। চালু হয়নি রেশনিং পদ্ধতি। ডাল পেলে চাল নেই, আবার সবকিছু আছে কিন্তু লাকড়ি নেই। রোহিঙ্গারা জানালেন এভাবে তো থাকা যাচ্ছে না। তাই তারা তাদের দেশে দ্রুত ফিরতে চান। ঝড় বৃষ্টি ও রোদে তাঁবুতে অনেক কষ্টে দিন যাচ্ছে তাদের।

রোহিঙ্গারা বলছেন, নিজেরা কষ্ট করছি তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু বাচ্চারা যখন খাওয়ার অভাবে কান্নাকাটি করে, নানা অসুখে কাঁদে তখন কষ্ট আরো বেড়ে যায়।

তারা আরো জানান, 'বাঁচার অধিকার পেলে আমরা মিয়ানমারে ফিরে যেতে চাই। মুসলিম রোহিঙ্গা হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই। মিয়ানমারে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি করে দেয়ার জন্য বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান তারা।

সূত্র জানায়, ১৯৪৮ সালে মিয়ানমার স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বৌদ্ধ সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন করে আসছে। ২৫ বার বড় বড় অভিযান চালিয়ে মিয়ানমার সরকার ও বিভিন্ন বাহিনী মুসলিম এ জাতিগোষ্ঠীকে উৎখাত করার চেষ্টা করছে। গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজী, আটক বাণিজ্য, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম আদায়সহ উচ্ছেদের

মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের উপর অমানষিক নীপিড়ন চালিয়েছে হানাদার বাহিনী।

রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর গণহত্যা থেকে বাঁচতে রোহিঙ্গারা ১৯৭৮ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। পরে আবার ফিরেও গেছেন অনেকে। বিশেষ করে ১৯৯২ সালের পর হাজার হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরে গেছেন। কিন্তু চলতি বছরের ২৫ আগস্টের পর থেকে এমন রোহিঙ্গার ঢল কখনো চোখে পড়েনি। গত দেড় মাসে পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এখনো হাজার হাজার রোহিঙ্গা আসছেন।

মিয়ানমারের যাদের গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান, দীঘি ভর্তি মাছ ও বড় বড় কাঠের বাড়ি ছিল আজ তারা শূন্য হাতে বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ত্রাণই তাদের একমাত্র ভরসা। এরকম মানবেতর অবস্থায় তারা কেউ থাকতে চান না। ফিরে যেতে চান নিজের দেশে। তবে ফিরে যাওয়ার পূর্বশর্তও রয়েছে রোহিঙ্গাদের।

কতুপালং ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা মৌলভি জলিলুর রহমান বলেন, 'একজন নাগরিকের যেসব অধিকার পাওয়ার কথা, সেসব অধিকার আমাদেরকে দিলে আমরা ফিরে যাবো।'

মংডু কাইন্দাপাড়ার আবু তাহের বলেন, 'আমাদের নাগরিক অধিকার এবং নিরাপত্তা, পুড়িয়ে দেয়া ঘরবাড়ির ক্ষতিপূরণ ও জমি-জমা কাগজে কলমে লিখে ফিরিয়ে দিলে ফিরে যাবো।'

মংডুর ইয়াসমিনের পিতাকে খুন করেছে মিলিটারি। ইয়াসমিন বলেন, 'লেখাপড়া ও পড়ালেখা শেষ করে চাকরি করার অধিকার, জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে আমরা মিয়ানমারে ফিরে যেতে চাই।'

শীলখালীর আয়েশা জানান, তার কোনো শর্ত কিংবা দাবি নেই। শুধু স্বামী সংসার সন্তান নিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার খেয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

সহজ সরল রোহিঙ্গাদের কোনো উচ্চাভিলাষ ও অতিরিক্ত চাহিদা নেই। অন্য দেশের নাগরিকদের মতো তারাও সব নাগরিক অধিকার নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের আদি বাসিন্দা হলেও কৌশলে তাদের নাগরিক অধিকারসহ সব অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে মিয়ানমার সরকার। তাদেরকে এক প্রকার বন্দি জীবনে আবদ্ধ রাখে প্রশাসন।

নির্যাতন-নিপীড়ন ধর্ষণ, গণহত্যা ও বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়ার পর একেবারে নি:স্ব হয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়া এবং গণহত্যা বন্ধের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মিয়ানমার সরকারকে চাপ দিচ্ছে। সেই চাপ থেকে মুক্ত হতে মিয়ানমার সরকার বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার কথা বলেছে। কিন্তু তার পরও গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ বন্ধ করেনি মিয়ানমার প্রশাসন। গত মঙ্গলবারও প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা বুচিডং এলাকা থেকে বাংলাদেশে এসেছেন। এখনো নাফ নদীর পাড়ে ২৫ হাজার রোহিঙ্গা আশ্রয় সন্ধান করছেন।

এক রোহিঙ্গা জানান, ১৯৭৮ এবং ১৯৯২ সালে নির্যাতন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিয়েছিলো মিয়ানমার সরকার। কিন্তু নেয়ার পর নির্যাতনের মাত্রা দ্বিগুণ করেছে। এবারও ফিরিয়ে নিয়ে সাইলেন্ট কিলিং করে রোহিঙ্গা নির্মূল করবে বলে আশঙ্কা তাদের। এবার তারা নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করে নাগরিকত্ব প্রদান, মগদের সাথে সমঅধিকারে বাঁচার সুযোগ ও মিয়ানমারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চলাফেরার অধিকার চাইছেন।

কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা বিশ্ব সম্প্রদায় ও মিয়ানমার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্প্রতি ২১ দফা দাবি তুলে ধরেছে। এসব দাবি পিভিসি সাইনবোর্ডে বাংলা ও ইংরেজিতে উল্লেখ করে উখিয়া উপজেলার কুতুপালং, বালুখালী, জামতলী, থাইনখালী ও টেকনাফ উপজেলার লেদা শরনার্থী শিবিরের বিভিন্ন পয়েন্টে স্থাপন করেছে।

BENECO
financial services

Looking for the best Mortgage?

আমরা আমাদের Extensive Mortgage Lenders **প্যানেল থেকে সব ধরনের** Property Mortgage **করি**:

- First Time Buyer
- Shared Ownership
- Help to Buy London
- Right to Buy
- Specialist Buy to Let
- Commercial Mortgages
- Bridging
- Development Finance
- Second Charge Loan
- Business Loan

No Minimum Income for Buy to Let Mortgage

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
For Free Mortgage Assessment

Here at Beneco Finance we help you access specialist residential and buy to let mortgage products that are tailored for individuals -

- ✓ With complex income
- ✓ On visa
- ✓ Past credit problems
- ✓ Default
- ✓ Missed mortgage payments

To Book an Appointment, please call 02036332575

Beneco Financial Services, 5 Harbour Exchange, Canary Wharf, London E14 9GE.
Tel : 02036332575 Email : info@benecofinance.co.uk

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage

mrprinters
digital • design • print • promotional items

QUALITY PRINTING AT TRADE PRICES SINCE 1991

Our excellent customer service and high quality printing make us the most reliable printing partner for all the projects you need done.

SPECIAL OFFERS

Roller Banners
from £39
With Stand & Carry Case.
VAT & design extra.
Limited period only

50,000 A4 Menus
from £600
Printed full colour on 130gsm gloss.
Excludes design and delivery

5000 A5 Leaflets
from £65
Printed full colour, single side on 130gsm gloss.

creative flair...
- Concepts
- Corporate ID
- Illustration
- Print
- Display
- Web

print vibrant...
- Menus
- Stationary
- Flyers
- Leaflets
- Posters
- Folders
- Brochures
- Calendars
- NCR Bill Books
- Wedding Cards
- Magazines
- Books

displays big impact...
- Posters
- Vinyl Banners
- Pull-up Banners
- Pop-up Stands
- Prints on Canvas
- A Boards

020 8507 3000 | info@mrprinters.co.uk | www.mrprinters.co.uk
07958 766 448 | Unit 4, 24 Thames Road, Barking, Essex IG11 0HZ

প্রধান বিচারপতিকে দেশত্যাগ না করার আহ্বান আইনজীবী সমিতির

ঢাকা, ১০ অক্টোবর : প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে দেশ ত্যাগ না করার আহ্বান জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি জয়নুল আবেদীন। গতকাল সমিতির এক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে বলেন, আপনি দেশত্যাগ করবেন না। সারা দেশের মানুষ আপনার সঙ্গে আছে। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। ইনশাআল্লাহ আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে আপনাকে স্বপদে বহাল করবো। পাঁচ দিনের ঘোষিত কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন গতকাল দুপুর ১টা থেকে ২টায় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ শেষে এক বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় মঙ্গলবার সারা দেশে জেলা আইনজীবী সমিতির সামনে বেলা ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেন সমিতির সভাপতি। সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের আহ্বান জানিয়ে জয়নুল আবেদীন বলেন, আপনারা প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে বক্তব্য জানার চেষ্টা করুন। জাতি জানতে চায় প্রধান বিচারপতি স্বেচ্ছায় ছুটিতে গেছেন কিনা। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, রোববার দিনভর ওনার (প্রধান বিচারপতি) বাসভবনে জিও লেটারে সই দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সই করেননি। তিনি বিদেশে যেতে চান না। তার ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে। প্রধান বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি তাদের কাছে নতিস্বীকার করবেন না। তিনি বলেন, সরকার প্রধান বিচারপতিকে চাপ প্রয়োগ করে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে শেষ করে দিয়েছেন। কারণ তিনি (প্রধান বিচারপতি) ষোড়শ সংশোধনীর রায়ে দেশের চিত্র তুলে ধরেছেন।

দাঁতের চিকিৎসা: ছুটিতে থাকা প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা গতকাল দাঁতের চিকিৎসা করিয়েছেন। গতকাল দুপুরে বনানীতে একজন চিকিৎসকের কাছে যান তিনি। সেখানে চিকিৎসা শেষে বাসায় ফিরেন দুপুরের পর। দুপুরের পর ইউরোলজি বিভাগের চিকিৎসক ডা. হাবিবুর রহমান প্রধান বিচারপতির বাসায় যান। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ রিডার মাহবুব হোসেন ও অনিল হায়দারও গতকাল প্রধান বিচারপতির বাসায় যান।

এদিকে এক মাসের ছুটিতে থাকা প্রধান বিচারপতি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন- এমন আলোচনা থাকলেও কবে তিনি যাচ্ছেন বা আদৌ যাচ্ছেন কিনা- এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য মিলেনি। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ও তার স্ত্রীকে তিন বছরের ভিসা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া দূতাবাস। সেখানে তাদের বড় মেয়ে সূচনা সিনহা বসবাস করেন।

শিক্ষাবোর্ডই ফাঁস করল প্রশ্নপত্র!

ঢাকা, ১১ অক্টোবর : যশোর শিক্ষাবোর্ডের অনলাইনে চালু প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি প্রথম দিনেই ব্যর্থ হয়েছে। বোর্ডের ওয়েবসাইটের উন্মুক্ত নোটিশ বোর্ডে প্রশ্নপত্র আপলোড করা হয়েছে। গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করার নিয়ম থাকলেও তার ব্যত্যয় ঘটেছে। শিক্ষাবোর্ড নিজেই প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়েছে।

সূত্র জানায়, এবার এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রথমবারের মতো অনলাইনে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয় যশোর শিক্ষাবোর্ড। প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতির অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ। কথা ছিল সার্ভারে আপলোড করা প্রশ্নপত্র স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে ওপেন করে প্রিন্ট দেবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে এ পদ্ধতি চালু করা হয়। তবে সার্ভারের সমস্যার কারণে এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষার বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্র যশোর শিক্ষাবোর্ডের ওয়েবসাইটে 'ফাঁস' হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টা আগেই নোটিশ বোর্ডে (সব ভিজিটরই দেখতে পারেন) আপলোড করা হয় প্রশ্নপত্র। এরপর প্রতিষ্ঠান প্রধানেরা প্রশ্নপত্র প্রিন্ট দিয়ে পরীক্ষা নিয়েছে।

জানা গেছে একদিকে প্রশ্ন ফাঁস, অন্যদিকে দেরিতে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। বোর্ডের আওতাধীন ১০ জেলায় প্রায় আধাঘণ্টা দেরিতে পরীক্ষা শুরু হয়। নতুন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে সার্ভারে প্রশ্নপত্র আপলোডে ব্যর্থ হয়। প্রতিষ্ঠান প্রধানরা সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও প্রশ্নপত্র হাতে পাননি। এরপর তারা বোর্ডে যোগাযোগ করলে জানানো হয়, সার্ভার সমস্যার কারণে বোর্ডেও ওয়েবসাইটের উন্মুক্ত নোটিশ বোর্ডে প্রশ্নপত্র আপলোড করা হয়েছে। সেখান থেকে ডাউনলোড করে প্রিন্ট দিয়ে পরীক্ষা নিতে হবে।

একাধিক শিক্ষক ও অভিভাবক জানান, বোর্ডের চরম অব্যবস্থাপনার একটি দৃষ্টান্ত এটি। নতুন পদ্ধতি চালুর আগে বিষয়টি নিয়ে আরও সচেতন হওয়া জরুরি ছিল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক জানান, ঘোষণা অনুযায়ী সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে সার্ভারে প্রশ্নপত্র পাওয়ার কথা। সার্ভারে নক করলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মোবাইল নম্বরে একটি পাসওয়ার্ড আসবে। সেটি দিলে প্রশ্নপত্র ওপেন হবে। কিন্তু আজ সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত সার্ভারে প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়নি। তারা বলেন, বোর্ডে যোগাযোগ করলে জানানো হয় ওয়েবসাইটের নোটিশে আপলোড করা হয়েছে। সেখান থেকে আমরা প্রশ্নপত্র ডাউনলোড দিয়ে দিয়েছি। সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে পরীক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্নপত্র দিতে পেরেছি।

যশোর শিক্ষা বোর্ডেও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মধাব চন্দ্র রুদ্র বলেন, সার্ভারে সমস্যা থাকায় বাধ্য হয়ে ওপেন নোটিশ বোর্ডে প্রশ্নপত্র আপলোড করা হয়। পরীক্ষার অল্প সময় আগে প্রশ্নপত্র আপলোড করা হয় বলে জানান তিনি। পরবর্তীতে এ সমস্যা হবে না বলে জানান তিনি।

একদিন আপনাকেও ছুটিতে পাঠাবে - গয়েশ্বর

ঢাকা, ১১ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, প্রধান বিচারপতিকে অসুস্থ বলে যারা ছুটিতে পাঠাতে বাধ্য করেছে, তারা একদিন আপনাকেও ছুটিতে পাঠাবে। অস্বাভাবিক কাজ সবসময় অস্বাভাবিকতা তৈরি করে তাই স্বাভাবিক কাজ করুন। জাতীয় প্রেস ক্লাবে নাগরিক অধিকার আন্দোলন ফোরাম আয়োজিত 'সুশাসন ও নাগরিক অধিকার' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। গয়েশ্বর রায় বলেন, আমাদের মনে হচ্ছে- সবকিছু শেষের আগে অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। মনে হচ্ছে আমাদের দেশের জনগণের ভোগান্তির শেষ নেই। প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব কিছু লোকের মাধ্যমে আজ এই অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে। গয়েশ্বর রায় বলেন, তিনি (শেখ হাসিনা) নোবেল পাওয়ার যোগ্য ছিলেন কিন্তু নোবেল তো কপালে জুটল না। তিনি সাহিত্যে না পেতে পারেন, অর্থনীতিতে না হোক, চিকিৎসায় না পান, শান্তিতে না পান গুমের জন্য হলেও নোবেল দেয়া যেত। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের জন্য হলেও নোবেল দেয়া উচিত ছিল। গয়েশ্বর রায় বলেন, নোবেল কমিটি যদি জানতে পারত তাহলে তাকে একটা নোবেল তো দিতই। বহু দোকান আছে, অনেক নোবেল পাওয়া যায়।

বিএনপিকে বাদ দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তাব জাতীয় পার্টির

ঢাকা, ১০ অক্টোবর : সংসদ ভেঙে দিয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলের প্রতিনিধি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুপারিশ করেছে জাতীয় পার্টি। সংসদে প্রতিনিধিত্ব না থাকায় বিএনপি এই সরকারে অংশ নিতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন জাপার চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। সোমবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপে এরশাদ এ প্রস্তাব দেন। বৈঠক শেষে এরশাদ সাংবাদিকদের বলেন, এই সরকারই অন্তর্বর্তী সরকার করবে। গতবারও তাই করেছিলেন, আশা করি এবারও করবেন। এটা ইসি'র এখতিয়ারভুক্ত নয়। নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাবলিক পারসেপশন হলো সেনাবাহিনী যদি মোতায়েন করা হয়, নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। আমরা তাই বলেছি জনগণ চাচ্ছে তাই সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হোক। বিএনপি অন্তর্বর্তী সরকারে থাকতে পারবে কিনা এবং না থাকলে তাদের ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার গ্রহণযোগ্য হবে কিনা- জানতে চাইলে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার হবে যারা সংসদে রয়েছে তাদের নিয়ে। বিএনপি তো সংসদে নেই। আমরা প্রস্তাব দিয়েছি, সংবিধান অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে। তাই দুঃখজনক ঘটনা হলেও বিএনপি থাকতে পারবে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেএম নূরুল হুদার সভাপতিত্বে নির্বাচন কমিশনার ও ইসি'র ভারপ্রাপ্ত সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সংলাপে উপস্থিত ছিলেন। এরশাদের নেতৃত্বে ২৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন সংলাপে। তবে বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ প্রতিনিধি দলে ছিলেন না। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সংলাপে রকিব কমিশনের সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূতের দায়িত্বে থাকা এরশাদ। তিনি বলেন, গত ইউপি নির্বাচনে ১৪৫ জন খুন হয়েছে। আমরা চাই ইসি স্বাধীনভাবে কাজ করুক। আমরা চাই নির্বাচনে সেনা মোতায়েন হোক। সাধারণ মানুষ মনে করে সেনাবাহিনী থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়। তবে তা হতে হবে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে। এসময় সিইসি'র উদ্দেশ্যে এরশাদ বলেন, আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন চাই, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন চাই। প্রমাণ করুন ইসি স্বাধীন। এটাই আমাদের মূল কথা। আমরা খুনোখুনির নির্বাচন দেখেছি। ভোটাররা কেন্দ্রে যাবে কি যাবে না সেই ভীতি দূর করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেই মরতে চাই। লিখিত বক্তব্যে এরশাদ বলেন, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বিলোপের মাধ্যমে আমরা কলঙ্কমুক্ত হতে পেরেছি। আমরা বলে আসছি সাংবিধানিক পন্থা অনুসারেই সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। সে অনুসারে নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাই আসীন থাকবেন। স্বাধীনভাবে ইসিকে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি জানান, নির্বাচন অনুষ্ঠানে ইসি'র উপর অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ করা চলবে না। লিখিত প্রস্তাবে আরো বলা হয়, ভোটের সময় সারা দেশে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণার পর নির্দিষ্ট সময়ে সংসদ ভেঙে দিয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে হবে। দলীয় প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগ করতে হবে। জাপার অন্য প্রস্তাবগুলো হচ্ছে- নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার পর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসন কোনো বিতর্কিত কর্মকর্তাকে দায়িত্বে রাখা যাবে না, নির্বাচনী ব্যয় সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা নির্ধারণ করে- সব খরচ তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করতে হবে, প্রচার কাজের গাড়িবহর সীমিত রাখার বিধান রাখতে হবে, সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ প্রসঙ্গে বারবার সীমানা নির্ধারণ না করে ভোটের আনুপাতিক হারে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। নির্বাচনকালীন সময়ে প্রয়োজনে সংবিধানের ধারা-উপধারা সংশোধন করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসতে হবে। নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে একগুচ্ছ প্রস্তাবও দেয় জাপা।

বছরে গর্ভপাত প্রায় ১২ লাখ

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : দক্ষিণের জেলা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার আরামগঞ্জ গ্রামের জুলেখা বেগম আর সন্তান নিতে চাননি। চা-বিক্রেতা স্বামী আলাউদ্দিন মৃধাকে সঙ্গে নিয়ে উপজেলা সদরে এসেছিলেন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে। দালাল তাঁদের নিয়ে যায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে। গর্ভপাত করাতে গিয়ে মৃত্যু হয় জুলেখার।

আলাউদ্দিন মৃধার তিন ছেলেমেয়ে। তিনি বলেন, জুলেখার দুই মাসের বেশি মাসিক বন্ধ থাকায় স্বামী-স্ত্রী চিন্তিত হয়ে পড়েন। ১০ জুন কলাপাড়া সদরে আসেন। উপজেলা হাসপাতালের সামনে থেকে এক নারী তাঁদের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে যান। স্ত্রীকে ক্লিনিকে রেখে আলাউদ্দিন বাজারে গিয়েছিলেন। দুপুরের পর ফিরে এসে জানতে পারেন স্ত্রী মারা গেছেন। গর্ভপাত করাতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে জুলেখার মৃত্যু হয়। ভুল চিকিৎসার অভিযোগ এনে ওই দিনই স্থানীয় থানায় মামলা করেন আলাউদ্দিন।

গর্ভপাত করাতে গিয়ে কত নারীর মৃত্যু হয়, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে সর্বশেষ একটি জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দেশে প্রতিদিন গড়ে ৩ হাজার ২৭১টি স্বপ্রণোদিত গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাতৃ ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচির ব্যবস্থাপক ফাহমিদা সুলতানা বলেন, 'দেশে গর্ভপাত বেআইনি। যাঁরা গর্ভপাত করাতে চান, তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবার বাইরে কাজটি করেন। সাধারণত অদক্ষ, হাতুড়ে ডাক্তাররা এ কাজ করেন। এতে স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি।' এই সরকারি কর্মকর্তা বলেন, দেশে মাতৃমৃত্যুর একটি কারণ অনিরাপদ গর্ভপাত।

একাধিক গবেষণা বলছে, বিশ্বব্যাপী গর্ভপাত বাড়ছে, এর একটি বড় অংশ অনিরাপদ গর্ভপাত। বাংলাদেশও এই ধারার বাইরে নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, পর্যাপ্ত পরিবার পরিকল্পনা সেবা না থাকায় বাড়ছে গর্ভধারণ ও গর্ভপাত। দেশের আইনে গর্ভপাত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে দণ্ডবিধিতে (ধারা ৩১২-৩১৬) বলা আছে, শুধু মায়ের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে গর্ভপাত করানো যেতে পারে। অর্থাৎ, গর্ভধারণ অব্যাহত থাকলে যদি মায়ের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ে, তাহলে মায়ের জীবন রক্ষায় গর্ভপাত করানো যায়।

কত গর্ভপাত: মায়ের স্বাস্থ্য সমস্যা থাকার কারণে কিছু গর্ভপাত আপনা আপনি হয় আর কিছু গর্ভপাত মায়ের ইচ্ছায় করানো হয়। একে বলা হয় স্বপ্রণোদিত গর্ভপাত (ইনডিউসড অ্যাবোরশন)। সর্বশেষ জরিপ (২০১৪) বলছে, দেশে বছরে ১১ লাখ ৯৪ হাজার স্বপ্রণোদিত গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ, দৈনিক গড়ে এ ধরনের গর্ভপাতের সংখ্যা ৩ হাজার ২৭১টি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গুতম্যাকার ইনস্টিটিউট ২০১৪ সালে এই জরিপ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠান জনসংখ্যা, প্রজনন স্বাস্থ্যের মতো বিষয় নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলসহ বিশ্বের একাধিক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা করে থাকে। বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রিভেনশন অব সেপটিক অ্যাবোরশন, বাংলাদেশ (বাপসা) ২০১৪ সালের জরিপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সম্প্রতি জরিপের ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এই তথ্য এখন ব্যবহার করছে।

জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ১ হাজার নারীর মধ্যে ২৯ জন স্বপ্রণোদিত গর্ভপাত করান। এ ধরনের গর্ভপাতের হার সবচেয়ে বেশি খুলনা বিভাগে। এই বিভাগে ১ হাজার নারীর মধ্যে ৩৯ জন গর্ভপাত করান। সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বিভাগে। এই বিভাগে গর্ভপাতের হার ১৮।

স্বপ্রণোদিত গর্ভপাতের হার বাড়ছে বলে জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। একই বয়সী নারীদের মধ্যে ২০১০ সালে গর্ভপাতের হার ছিল ১৭। অর্থাৎ, ১ হাজার নারীর মধ্যে ১৭ জন গর্ভপাত করাতেন।

জরিপে দেখা গেছে, গর্ভপাত করার পর প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন নারী গর্ভপাতজনিত স্বাস্থ্য জটিলতার শিকার হন। ২০১৪ সালে তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লাখ ৬০ হাজার। এঁদের মধ্যে ২ লাখ ৫৭ হাজার ৪০০ জনকে জটিলতার জন্য চিকিৎসা নিতে হয়েছিল। অন্যরা চিকিৎসা নেননি।

হাতের কাছেই ব্যবস্থা

বরগুনা জেলা সদরে যেকোনো রিকশাচালককে বললেই ফার্মেসি পট্টিতে যাওয়া যান। অনেকগুলো ওষুধের দোকান পাশাপাশি। একাধিক সরকারি চিকিৎসক ও নারী সংগঠনের কর্মীরা বলেছেন, এখানকার একাধিক ওষুধের দোকানে গর্ভপাত করানো হয়। মূলত হাতুড়ে চিকিৎসকেরা এটা করে থাকেন।

এ রকম একজন চিকিৎসকের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়। ওই নারী চিকিৎসকের ভাষ্য, তিনি মাধ্যমিক পাস। তাঁর প্যারামেডিক কোর্স করা আছে। মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর) ও গর্ভপাত বিষয়ে তাঁর প্রশিক্ষণ আছে। গর্ভের সন্তানের আকার দেখে তিনি গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেন। মায়ের ঝুঁকি থাকলে তিনি কাজটি করেন না।

তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এটা যে শুধু বরগুনা শহরে হচ্ছে তা না; দেশের সব বড় ও মাঝারি শহর ও উপজেলা সদরে এ রকম ব্যবস্থা আছে। রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতালের কাছে বাবুবাজার এলাকার কিছু ক্লিনিকে গর্ভপাত করানো হয় বলে একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন। মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সেন্টারের আশপাশে দালালদের আনাগোনা দেখা যায়। গর্ভপাত করাতে চান এমন নারীদের জন্য এরা ওত পেতে থাকে। এরপর নিয়ে যায় আশপাশের ক্লিনিকে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, মাসিক নিয়মিতকরণের জন্য বাজারে এখন ওষুধ আছে। এই ওষুধ সহজে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না। অনেকেই গর্ভধারণ করছেন।

বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা বিধিমালা নিয়ে আপিল বিভাগের সাথে বসব : আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ১১ অক্টোবর : নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালার গেজেট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সব বিচারপতির সাথে বসবেন বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞার সাথে সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা বিধিমালা নিয়ে আপিল বিভাগের সাথে বসব।'

আজ দুপুর তিনটায় সুপ্রিমকোর্টে আসেন আইনমন্ত্রী। এরপর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির খাসকামরায় গিয়ে পৌনে একঘণ্টা বৈঠক করেন তিনি।

আপিল বিভাগে এ বিষয়ে শুনানির আগামী ৫ নভেম্বর ধার্যদিনের আগেই এ গেজেট হয়ে যাবে বলেও তিনি জানান।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞার সাথে সাক্ষাৎ শেষে নিম্ন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধি নিয়ে আলোচনার প্রক্রিয়াটা কি হবে জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, 'বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ওটা নিয়েও আমরা বসবো। এন্টায়ার অ্যাপিলেট ডিভিশনের যে বিচারপতিরা আছেন আর আমরা সবাই মিলে এটার বিষয়ে সুরাহা করব। আর ইনশাল্লাহ আমার মনে হয়, যেভাবে আলাপ হয়েছে আগামী তারিখ যেটা তার আগেই এব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারব।'

এর আগে গত ৫ অক্টোবর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা দায়িত্ব নেয়ার পর তাদের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই দিন বৈঠকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞাকে দায়িত্ব পালনে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে আইন মন্ত্রণালয় সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এর আগেও দু'জন প্রধান বিচারপতি দায়িত্বে ছিলেন, আমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এ কথাই বলেছিলাম।

গত ৮ অক্টোবর, রোববার নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালার গেজেট নিয়ে সরকারের সাথে বসার কথা বলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞা।

৭৩ আসনে জামায়াতের নির্বাচনের প্রস্তুতি

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : প্রকাশ্যে নড়চড় নেই জামায়াতে ইসলামীর। নেতাদেরও জনসমক্ষে দেখা যায় না। তবে দলীয় সূত্রগুলো বলছে, উচ্চ আদালতের রায়ে নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা হলেও গোপনে জামায়াতের সাংগঠনিক কাজ পুরোপুরি চালু আছে। এর মধ্যেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে ভেতরে-ভেতরে।

দলের উচ্চপর্যায়ের দুজন দায়িত্বশীল নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নির্বাচন সামনে রেখে সম্ভাব্য প্রার্থীদের এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম বাড়ানোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী দলের দায়িত্বশীল নেতারাও জেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক সফর করছেন। সাংগঠনিক বৈঠক চলাকালে গত মাসে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ আটজন, এর আগে দলীয় সাতজন চিকিৎসক নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর আপাতত কর্মসূচি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য দলের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে দলের ভেতর কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা নেতারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে। এই পক্ষের নেতাদের মধ্যে সেক্রেটারি জেনারেল শফিকুর রহমান, নির্বাহী পরিষদের সদস্য হামিদুর রহমান আজাদ, রফিকুল ইসলাম খান, মিয়া গোলাম পরোয়ার, শামসুল ইসলাম, আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের আছেন।

অন্য দিকে নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও বর্তমানে বিদেশে অবস্থানরত ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, তাসনীম আলম এবং দলের চিন্তাশীল ব্যক্তি শাহ আবদুল হান্নানসহ বুদ্ধিবৃত্তিক নেতারা আপাতত নির্বাচন থেকে বিরত থাকার পক্ষে। এ ছাড়া দলের যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপসহ বেশির ভাগ বৈদেশিক শাখার নেতারাও নির্বাচনে অংশগ্রহণ না নেওয়ার পক্ষে মত দিচ্ছেন। তাঁরা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক তৎপরতা কমিয়ে দাওয়াতি ও সাংগঠনিক কার্যক্রম বাড়াতে কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিপক্ষের নেতাদের যুক্তি হচ্ছে, সারা দেশে জামায়াত-শিবিরের প্রায় সব নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। মামলা মাথায় নিয়ে নির্বাচনে নামলে নেতা-কর্মীরা আবারও গ্রেপ্তার এবং নির্যাতনের শিকার হতে পারেন। পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে মাঠপর্যায়ে সংঘাত হবে। এককভাবে নির্বাচনে গেলে বিএনপির সঙ্গেও সংঘাত হবে। এতে দলের দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতি হবে। এ অংশের নেতাদের মূল্যায়ন হচ্ছে, শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝিনাইদহ, রংপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মী এবং সমর্থকেরাও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের দুজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এবার ২০-দলীয় জোটের মনোনয়ন পেতে জামায়াত বিএনপির কাছে ৫০টির মতো আসন চাইবে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন ৩০টি আসন পর্যন্ত মেনে নেবে তারা। এর কম হলে দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের একটি বড় অংশ এককভাবে নির্বাচন করার পক্ষে। এমন পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে সারা দেশে ৭৩টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে ইতিমধ্যে মাঠপর্যায়ে বার্তা পাঠানো হয়েছে।

এর পাশাপাশি জোটগত বা একক-যে কায়দায়ই নির্বাচনে যাক, কারও নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহার না করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে জামায়াত। দলের দায়িত্বশীল একাধিক নেতা জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন না থাকায় তাঁদের প্রার্থীরা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নেবেন। জামায়াত মনে করে, প্রার্থিতার ব্যাপারে তাদের অবস্থান ২০০৮ সালের নির্বাচনের চেয়ে ভালো।

অবশ্য ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতকে ৩৫টি আসন ছেড়েছিল বিএনপি। চারটি আসনে দুই দলই প্রার্থী দিয়েছিল। সব মিলিয়ে জামায়াতের প্রার্থীরা মাত্র দুটি আসনে জিততে পেরেছিলেন। ওই নির্বাচনে জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদসহ শীর্ষস্থানীয় নেতারা প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু এবারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ইতিমধ্যে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে নিজামী, মুজাহিদসহ দলের পাঁচ শীর্ষস্থানীয় নেতার ফাঁসি হয়েছে। একই অপরাধে দণ্ডিত অবস্থায় কারাগারে মারা গেছেন সাবেক আমির গোলাম আযম ও নায়েবে আমির আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ। আরও তিন নেতা দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আছেন। তাঁরা হলেন সাবেক নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আবদুস সুবহান ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলাম।

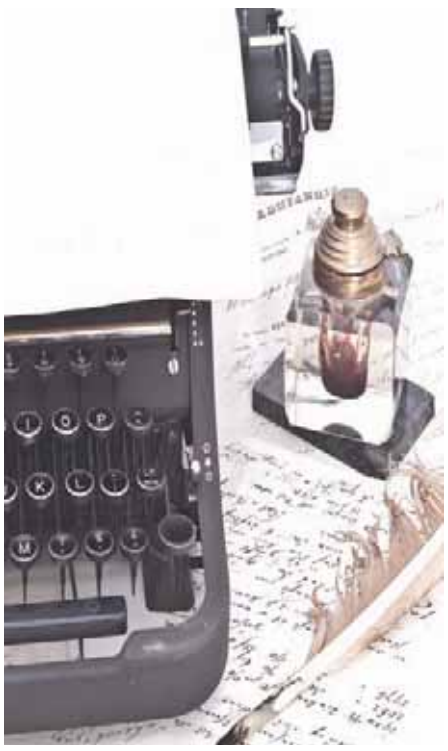

কাতালুনিয়াবাসীর স্বাধীনতা কতদূর?

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কাতালুনিয়া অঞ্চলে স্বাধীনতার উত্তাল আন্দোলন বনাম ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার দ্বন্দ্বে টালমাটাল হয়ে ওঠেছে ইউরোপের অন্যতম উন্নত রাষ্ট্র স্পেন। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে ঠেকেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ মাত্রায় বলপ্রয়োগের দ্বারা কাতালুনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের ঘোষণা প্রদান করেছে গণভোটের জোরে বলীয়ান কাতালুনিয়ার ক্ষমতাসীন প্রাদেশিক সরকার।

চলতি মাসের প্রথম দিনে কাতালুনিয়াতে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা ঘোষণা সংক্রান্ত গণভোট বানচালের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছিলো কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রেফতার, ব্যালট পেপার ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র অবরোধসহ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে বিপুলসংখ্যক কাতালুনীয়কে ভোট প্রদানে বিরত রাখতে সক্ষম হয় সরকার। এদিকে, কাতালুনিয়া সরকারের দাবি মতে প্রদত্ত ভোটের ৯০ শতাংশ স্বাধীনতার পক্ষে পড়েছে বিধায় স্বাধীনতার ঘোষণা তাদের জন্য একটি বাধ্যবাধকতায় পর্যবসিত হয়েছে। কাতালুনিয়া প্রাদেশিক আইনসভায় এই ঘোষণা আসার কথা রয়েছে। এদিকে, স্পেনের সর্বোচ্চ আদালত ও নির্বাচন কর্তৃপক্ষ কাতালুনিয়া সরকারের পদক্ষেপগুলিকে অসাংবিধানিক আখ্যা প্রদান করায় আইনি দিক হতে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অবশ্য জনমনে একবার স্বাধীনতার চেতনা প্রকট হয়ে উঠলে সংবিধান কিংবা আইনের বেড়াজাল ব্যবহারে যে খুব একটা কাজ হয় না তা স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল কাতালুনিয়াকে দেখে আরেকবার প্রমাণিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পথে হাঁটছে তাতেও স্বাধীনতাপন্থি কাতালুনীয়দের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য এই রোববার নাগাদ কাতালুনিয়ার রাজধানী বার্সেলোনা, কেন্দ্রীয় রাজধানী মাদ্রিদসহ সারা দেশজুড়ে কাতালুনিয়ার স্বাধীনতার বিরোধিতা ও স্পেনের অখণ্ডতার পক্ষে বড় ধরনের সমাবেশগুলি হতেও নিজেদের পক্ষে যুক্তি-রসদ সংগ্রহ করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

অখণ্ডতাপন্থিরা কেন্দ্রের সাথে কাতালুনিয়ার সমস্যার সমাধানে যেকোনোভাবেই হউক সংলাপ আয়োজনের পক্ষে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য তাদের ভাষায় অসাংবিধানিক আচরণকারী কাতালুনিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো ধরনের আলোচনায় না বসার কথা বলছে। তবে মুখে যাই বলা হউক না কেন, কাতালুনিয়ার স্বাধীনতার দাবিতে স্পেন যে টালমাটাল হয়ে পড়েছে তা সরকারের কথাবার্তাতেই স্পষ্ট হচ্ছে। উল্লেখ্য, স্পেন সরকার অভ্যন্তরীণ এই সমস্যাটিকে ইউরোপের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে আখ্যা দিয়াছে। বস্তুত স্পেনের বাকি অংশের সাথে ভাষাগতভাবে ভিন্ন কাতালুনিয়ার বিবাদ সহস্র বছরের অধিক প্রাচীন। নানাসময়ে নানাভাবে সুপ্ত আবার কখনো কখনো উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও, পরিস্থিতি এবারের মতো কখনোই এতটা সঙ্গীন হয়ে উঠেনি। স্পেন সরকার যদি শেষাবধি অদৃষ্টপূর্বভাবে সংবিধানের ১৫৫ নম্বর ধারাটি ব্যবহার করে কাতালুনিয়ার স্বায়ত্তশাসন হরণ করে বসে, তাহলেও সমস্যার সমাধান হবে না। বরং এই পদক্ষেপকে নজির হিসেবে ব্যবহার করে স্বাধীনতাপন্থিরা কাতালুনীয় জাতীয়তাবাদকে অধিকতর চাঙ্গা করে তুলতে সক্ষম হবে।

ট্রাম্প কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েই ছাড়বেন?

হাসান ফেরদৌস

গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে সামরিক অফিসার ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ছবি তোলার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মন্তব্য করেন, এখন যা দেখছেন তা হলো ঝড়ের আগে শান্ত অবস্থা। তিনি ঠিক কী বোঝাচ্ছেন, সে কথা অবশ্য খোলাসা করে বলেননি। এক দিন পর টুইটারে তিনি জানালেন, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে কোনো কাজ হবে না। 'কাজ হবে শুধু এক পথে।' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই হুমকি উপেক্ষা করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন জানিয়েছিলেন, উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে তাঁর দপ্তর উত্তর কোরিয়ার নেতাদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। নিজ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে ট্রাম্প টুইটারে বলেছিলেন, টিলারসন অকারণে তাঁর সময় নষ্ট করছেন। 'আলাপ-আলোচনায় তোমার কর্মশক্তি নষ্ট করো না, যা করার আমরা তাই করব।' এর আগে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জাতিসংঘে তাঁর প্রথম ভাষণে ট্রাম্প কোনো রাখঢাক ছাড়াই বলেছিলেন, উত্তর কোরিয়ার 'লিটল রকেটম্যান' ও তাঁর সরকারকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

সর্বশেষ মঙ্গলবার টিলারসনের সঙ্গে বিরোধটাকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসে ট্রাম্প তাঁকে বুদ্ধি বা বুদ্ধাঙ্কের (আইকিউ) পরীক্ষায় নামার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'পরীক্ষার ফল কী হবে, তা আমি বলে দিতে পারি।'

ট্রাম্প কি সত্যি সত্যি পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পাঁয়তারা করছেন? প্রশ্নটি অবান্তর নয়। ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বহুজাতিক পারমাণবিক চুক্তি বাতিলের কথাও ট্রাম্পের বিবেচনায় রয়েছে বলে জানা গেছে। ট্রাম্পের নিজের দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা বব কর্কার নিউইয়র্ক টাইমস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের প্রতি যেসব বেপরোয়া হুমকি দিচ্ছেন, তাতে যেকোনো সময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। 'তাঁর কথাবার্তায় আমি ভীত। আমি কেন, আমাদের দেশ নিয়ে ভাবে এমন যে কেউই এতে ভীত হবে।' বলেছেন কর্কার। হেঁজিপেঁজি লোক নন কর্কার। তিনি মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির সভাপতি। ট্রাম্পের মতো তিনিও ভবন নির্মাণ ব্যবসায় পয়সা কামিয়ে কোটিপতি হয়েছেন। একসময় ভাবা হয়েছিল, ট্রাম্প কর্কারকেই ভাইস প্রেসিডেন্টের পদটি দেবেন। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য এই দুজনের সম্পর্কে বড় ধরনের চিড় ধরেছে। আগস্ট মাসে ভার্জিনিয়ার শার্লটসভিলে কু ক্লাক্স ক্লান সমর্থকদের এক সহিংস সমাবেশের পর শ্বেত শ্রেষ্ঠত্ববাদীদের পক্ষে সাফাই গেয়ে ট্রাম্প যে মন্তব্য করেন, কর্কার তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সে সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে সফল হতে হলে যে স্থিরতা ও যোগ্যতা দেখাতে হয়, ট্রাম্প তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। কর্কারের সে কথায় ট্রাম্প খেপে আগুন হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। এই আগুনে নতুন করে ঘৃতাহুতি দিয়ে টাইমস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কর্কার মন্তব্য করেন, 'আমরা কেমন মানুষ নিয়ে কাজ করছি, আমাদের দলের অধিকাংশ সদস্যই সে কথা জানে।'

> এদিকে উত্তর কোরিয়া ও ইরান প্রশ্নে ট্রাম্পের কথাবার্তায় যুদ্ধের আভাস পাওয়ায় দেশের ভেতরেও তাঁর ব্যাপারে অসন্তোষ বাড়ছে। এবিসির নেওয়া সর্বশেষ জনমত জরিপ অনুসারে, ট্রাম্পকে সমর্থন করে এমন আমেরিকানের সংখ্যা মাত্র ৩২ শতাংশ। এমনকি রিপাবলিকানদের মধ্যেও ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন পড়তির মুখে। গত আট মাসে তাঁদের মধ্যে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ৮০ শতাংশ থেকে কমে ৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় রিপাবলিকান নেতারা, টিলারসনের ভাষায়, এমন একজন 'গর্দভ'কে আর কত দিন সহ্য করেন, সেটাই দেখার বিষয়।

গত সপ্তাহে কর্কার জানান, ২০১৮ সালের পর তিনি আর সিনেট প্রার্থী হবেন না। সে কথার সূত্র ধরে ট্রাম্প টুইটারে জানান, কর্কার ভীরু, সে জন্য তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। ট্রাম্প দাবি করেন, আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অনুমোদন চেয়ে কর্কার তাঁর হাতে-পায়ে ধরেছেন। কথাটা মোটেই সত্য নয় বলে জানিয়েছেন কর্কারের একজন মুখপাত্র। উলটো ট্রাম্প তাঁকে বার দুয়েক টেলিফোনে পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানান। এক পালটা টুইটার বার্তায় কর্কার নিজে মন্তব্য করেন, কী লজ্জার ব্যাপার, হোয়াইট হাউস এখন বয়স্কদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র "ডে কেয়ার সেন্টার" হয়ে উঠেছে। এ কথার অর্থ, চিফ অব স্টাফ জেনারেল কেলি 'বুড়োখোকা' ট্রাম্পকে দেখেশুনে রাখছেন। ভিন্ন এক মন্তব্যে এর আগে কর্কার বলেছিলেন, জেনারেল কেলি ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল ম্যাটিস না থাকলে এত দিনে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেত।

ট্রাম্পের মানসিক সুস্থতা নিয়ে শুধু কর্কার নন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী টিলারসনও মন্তব্য করেছেন। একাধিক সূত্রে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে টিলারসন পদত্যাগে প্রস্তুত হয়েছিলেন। জেনারেল কেলির হস্তক্ষেপে তিনি সে কাজে বিরত হন। এনবিসি টিভি এমন কথাও জানায়, টিলারসন প্রকাশ্যে ট্রাম্পকে 'গর্দভ' বলে গাল দেন। এ কথা চারদিকে চাউর হলে ট্রাম্প যথারীতি আগুন। পরে তাঁর চাপাচাপিতে এক সংবাদ সম্মেলন ডেকে টিলারসন বলতে বাধ্য হন, পদত্যাগের কথা তিনি মোটেই ভাবছেন না। তবে প্রেসিডেন্টকে তিনি 'গর্দভ' বলেছেন কি না, সে কথার সত্য-মিথ্যা নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। এক অসমর্থিত খবরে বলা হয়েছে, টিলারসন, কেলি ও রাজস্বমন্ত্রী মিনুশিন নিজেদের মধ্যে এমন এক চুক্তি করেছেন যে তাঁদের একজন যদি পদত্যাগে বাধ্য হন, তো বাকি দুজনও পদত্যাগ করবেন।

টিলারসন নিজে ইঙ্গিত করেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি বছরখানেক থাকতে চান। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, টিলারসন সম্ভবত এই মাস শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করবেন। ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হচ্ছে না, ট্রাম্প তাঁর কথায় কান দেন না। এ অবস্থায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বিদেশি নেতাদের কাছে তাঁর কথার গুরুত্ব খুব সামান্যই। শুধু কর্কার ও টিলারসন নন, ট্রাম্প তাঁর দলের আরও আধা ডজন জ্যেষ্ঠ সদস্যের ব্যাপারে অপমানসূচক মন্তব্য করেছেন। সিনেটে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করতে হলে তাঁর নিজ দলের প্রত্যেক সদস্যের সমর্থন দরকার। এ অবস্থায় দলের নেতাদের খেপিয়ে তুলে ট্রাম্প নিজের সংসদীয় অ্যাজেন্ডা বিপদগ্রস্ত করছেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত।

কর্কার নতুন আর কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না, সে কারণে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন বলে অনেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে কথার হয়তো সত্যতা রয়েছে, কিন্তু না শোধরালে দলের আরও অনেকেই নিজেদের ট্রাম্পের কাছ থেকে দূরত্ব রাখা শুরু করবেন, তাতেও কোনো ভুল নেই। এদিকে উত্তর কোরিয়া ও ইরান প্রশ্নে ট্রাম্পের কথাবার্তায় যুদ্ধের আভাস পাওয়ায় দেশের ভেতরেও তাঁর ব্যাপারে অসন্তোষ বাড়ছে। এবিসির নেওয়া সর্বশেষ জনমত জরিপ অনুসারে, ট্রাম্পকে সমর্থন করে এমন আমেরিকানের সংখ্যা মাত্র ৩২ শতাংশ। এমনকি রিপাবলিকানদের মধ্যেও ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন পড়তির মুখে। গত আট মাসে তাঁদের মধ্যে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ৮০ শতাংশ থেকে কমে ৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় রিপাবলিকান নেতারা, টিলারসনের ভাষায়, এমন একজন 'গর্দভ'কে আর কত দিন সহ্য করেন, সেটাই দেখার বিষয়।

পড়তি জনমতের কথা ট্রাম্পও জানেন। বিশেষ কৌঁসুলি ম্যুলার গত নির্বাচনে রাশিয়ার সঙ্গে ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারদলের আঁতাত নিয়ে তদন্তে যে হারে এগোচ্ছেন, ট্রাম্প সেদিকেও নজর দিচ্ছেন। শিগগিরই ট্রাম্পের প্রচারদলের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগনামা পেশ করবেন বলে জানা গেছে। এ অবস্থায় বিপদ এড়াতে ও গা বাঁচাতে তিনি যদি সত্যি সত্যি উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে কোনো রকম সামরিক বিবাদে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে বিশ্ব যে এক মহাবিপর্যয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিপদ এড়ানোর একমাত্র উপায়, ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার জেনিফার রুবেন লিখেছেন, ম্যুলারের তদন্ত দ্রুত শেষ করে আনা।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি প্রেরণ

বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের শরণার্থী বলা যাবে না

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : রোহিঙ্গারা শরণার্থী নয়, বাস্তুচ্যুত। নিজ দেশে হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এছাড়া মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও উগ্র মগরা তাদের সহায়-সম্পদ লুটে নিয়ে বাস্তুচ্যুত করেছে। এ অবস্থায় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নেয়নি। বাস্তুচ্যুত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। বাংলাদেশ সরকারও মানবিকতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্ব-ইচ্ছায় অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে। যারা শরণার্থী।

কিন্তু রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ উলটো। তাদের রাখাইন ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। রক্তগঙ্গা পেরিয়ে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশত্যাগ করতে

হয়েছে। অথচ তাদের জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা শরণার্থী হিসাবে উল্লেখ করছে। বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের নজরে আসায় জাতিসংঘসহ ওইসব আন্তর্জাতিক সংস্থাকে চিঠি দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। চিঠিতে রোহিঙ্গাদের 'বাস্তুচ্যুত' উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে কেন তারা শরণার্থী নয় তারও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গেল সপ্তাহে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে তারা আলাদাভাবে নোট ভারবাল (অনানুষ্ঠানিক পত্র) পাঠিয়েছে। ওই নোট ভারবালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে 'শরণার্থী' শব্দের বদলে 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক' বলার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে সব আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে পররাষ্ট্র সচিবের ডিও লেটার পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এদিকে গত ২রা অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিবসহ কয়েক জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে আধা সরকারি পত্র (ডিও লেটার) দিয়েছে পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক। ওই ডিও লেটারে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থায় পাঠানো চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে 'ভলান্টারি রিপ্রেট্রিয়েশন' ছাড়া শরণার্থীদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ নেই। এছাড়া শরণার্থীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে উৎস রাষ্ট্রে তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এসব দিক বিবেচনা করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে দেয়া ভাষণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক' (ফোর্সিবলি ডিসপ্লেসড মিয়ানমার ন্যাশনালস) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, পর্যাপ্ত হিসাবনিকাশ ও গবেষণা করেই বাংলাদেশ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মিয়ানমার থেকে আসা এসব মানুষকে শরণার্থী মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। কারণ এ মর্যাদা দিলে জাতিসংঘের গাইডলাইন অনুযায়ী বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়ার বিষয় রয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত চাপ হবে।

বিশেষ সাক্ষাতকারে মানবাধিকার নেতা ড. মং জার্নি

'সু চিকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না'

ঢাকা, ১০ অক্টোবর : ড. মং জার্নির জন্ম ১৯৬১ সালে, মান্দেলেতে। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-মেডিসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস, অক্সফোর্ড, হার্ভার্ডে তিনি শিক্ষকতা করেছেন। ৩০ বছর ধরে মিয়ানমারের মানবাধিকারের প্রবক্তা হওয়ার কারণে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর কুয়ালালামপুরের পুলম্যান হোটেলে এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মিজানুর রহমান খান

প্রশ্ন : আমাদের জানামতে আপনিই একমাত্র বর্মি বৌদ্ধ বিশেষজ্ঞ, যিনি রোহিঙ্গা নিধনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সোচ্চার। আপনি কেন এবং কীভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন?

মং জার্নি: ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইনের ক্ষমতা দখলের এক বছর পর মান্দেলেতে আমার জন্ম। আমার পরিবারের তিন প্রজন্ম সামরিক বাহিনীতে। আমার মায়ের চাচা সু চির বাবা অং সানের বন্ধু সহপাঠী এবং রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পেগু হলের 'পরবর্তী দরজার প্রতিবেশী' ছিলেন। আমার প্রয়াত দাদা লে. কর্নেল আন্ত কিউ ১৯৬১ সালে আরাকানের রোহিঙ্গা-অধ্যুষিত মাইউ জেলায় মোতায়েন করা অল বার্মা ফোর্সেস ইন আরাকানের জ্যেষ্ঠ উপ-অধিনায়ক ছিলেন। তখন কিন্তু রোহিঙ্গারা বার্মার সামরিক প্রধান জেনারেল নে উইন এবং বেসামরিক প্রধানমন্ত্রী উ নু-র দ্বারা সমর্থিত সরকারি তালিকাভুক্ত জাতিগত সংখ্যালঘু ছিল।

প্রশ্ন : ২০১২ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের গোলটেবিলে পাশাপাশি বসে আপনি ও সু চি অংশ নিয়েছিলেন। তখন তিনি কী বলেছিলেন?

মং জার্নি: ওই আলোচনায় সু চি রোহিঙ্গা সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। কিন্তু ওই আলোচনা শেষে সেখানে উপস্থিত আমার একজন বর্মি সহকর্মীর সঙ্গে সু চির কথা হয়। মি. কো অং-কে সু চি বলেছেন, তিনি আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব পাওয়া উচিত। কিন্তু জাতিগত সংখ্যালঘুর স্বীকৃতি তাদের প্রাপ্য নয়।

প্রশ্ন : কিন্তু বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে তিনি কি কখনোই কিছু বলেননি?

মং জার্নি: না, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার দিনগুলোতেও তিনি বক্তব্য দেননি। যদিও তিনি উত্তর রাখাইন পরিদর্শন করেছেন। ১৯৮৯ সালে এনএলডির পক্ষে প্রচারণা চালাতে রোহিঙ্গা নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। রোহিঙ্গারা রাখাইনে এনএলডির কার্যালয় খুলেছেন।

প্রশ্ন : রোহিঙ্গা ব্যতিরেকে অন্যান্য মুসলমানের প্রতি তাঁর কোনো স্বতন্ত্র অবস্থান আছে কি না?

মং জার্নি: ২০১৫ সালে তিনি নিশ্চিত করেন যে সংসদে যাতে কোনো মুসলমান না আসে। তবে বার্মার গোড়ার দিকে মানবাধিকার আন্দোলনে বর্তমানের মতো মুসলমানবিদ্বেষী বর্ণবাদ চোখে পড়েনি। গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান ছিলেন। এমনকি সাবেক মুসলমান নৌ কমান্ডার ক্যাপ্টেন বা থ অং সান সু চিকে সমর্থন দিয়ে হত্যার শিকার হন। এই মুসলমান সামরিক অফিসার একজন লেখক ছিলেন। তিনি আকা মং থ কা ছদ্মনামে লিখতেন। সামরিক বাহিনী তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করেছিল।

সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ যাতে চাপা পড়ে, সে কারণে সামরিক বাহিনী বর্মিদের উগ্রবাদী করেছে।

প্রশ্ন : ১৯৪৮ সালে রোহিঙ্গারা বার্মার নাগরিকত্ব আইনে কী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল?

মং জার্নি: ১৯৪৮ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে রোহিঙ্গা বা সংখ্যালঘু মুসলমান কোনো পরিভাষায় ব্যবহার করা হয়নি। আরাকানে বসবাসরত সব বাসিন্দার একটিমাত্র 'আধিবাসী' ক্যাটাগরিতে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। সবার পরিচয় ছিল আরাকানি।

প্রশ্ন : এটা কি ঠিক যে আপনি বর্মি সামরিক বাহিনীর পক্ষে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন?

মং জার্নি: আমি নিজের উদ্যোগে ২০০৫-০৮ সালে বর্মি সামরিক বাহিনী এবং একাধিক পশ্চিমা সরকার, আইএলওসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ট্র্যাক-টু কূটনীতির সূচনা করেছিলাম। ২০০৫ ও ২০০৬ সালে আমি বার্মায় ফিরে তৎকালীন লে. জে. মিয়ন্ত স-এর সঙ্গে বৈঠক করেছিলাম। তবে ২০০৮ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস আঘাত হানার পর সামরিক বাহিনী যখন দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণে বাধা দেয়, তখন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করি।

প্রশ্ন : বর্তমানের তিন শীর্ষ বর্মি জেনারেলের অন্যতম জেনারেল মিয়া তুন উ-এর সঙ্গে আপনার ২০০৫ সালের একটি আলোকচিত্র আমাদের হাতে আছে। তখন তাঁদের কেমন মনোভাব দেখেছেন?

মং জার্নি: যুক্তরাষ্ট্রে ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে আমার দেশে ফেরার উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে বার্মার পররাষ্ট্র সম্পর্ক স্বাভাবিককরণে ভূমিকা রাখা। আপনি যে বর্তমান শীর্ষ জেনারেলের কথা বলছেন, তখন তিনি ছিলেন একজন লে. কর্নেল। জেনারেল মিয়ন্ত এবং আমার মধ্যে তিনি লিয়াজোঁ রক্ষা করতেন। আমি শীর্ষ বর্মি জেনারেলদের সঙ্গে ২০০৪-২০০৮ সাল পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিলাম। তখন রোহিঙ্গাদের নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ দেখিনি। ওই সময়ে রোহিঙ্গারা এতটা নির্যাতানের শিকার, তা আমিও জানতাম না। তাই এ নিয়ে কথাও হয়নি।

প্রশ্ন : বর্মি সামরিক বাহিনীর মূল আপত্তিটা কোথায়?

মং জার্নি: বর্মি জেনারেলরা রোহিঙ্গা ইস্যুকে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক পটভূমি থেকে মূল্যায়ন করে থাকে। তাঁরা ভুলভাবে মনে করে থাকে, পশ্চিম বার্মায় কখনো মুসলমান উপস্থিতি ছিল না। তাই রোহিঙ্গারা বার্মার কেউ নয়, বরং রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি বার্মার জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি একটি হুমকি।

প্রশ্ন : মূল কারণ হিসেবে যদি তিনটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করতে বলি, তাহলে কী বলবেন?

মং জার্নি: নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি তাদের নেতিবাচক মনোভাবের দুটি কারণ বলতে চাই। প্রথমত, পাকিস্তান ও বর্মি আর্মির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পাকিস্তান আর্মি অব্যাহতভাবে শয়ে শয়ে বর্মি সামরিক গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জেনারেলগণ কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা এবং ক্ষমতা নিরঙ্কুশকরণে বিশ্বাসী। তাঁরা নীতিগত ও বাস্তবে কোনো ধরনের অঞ্চলগত বিচ্ছিন্নতার বিরোধী। আর ১৯৭১ সাল থেকে বার্মা-বাংলাদেশ সম্পর্ক আসলে কখনোই সত্যিকার অর্থে ভালো ছিল না।

লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকর্মীদের বৈঠক

বৃহত্তর সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকর্মীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য গত ৫ অক্টোবর বিকেলে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষা্ করেন সংগঠনের আহধ্বায়ক ফয়জুল ইসলাম লস্কর ফজু, যুগ্ম আহধ্বায়ক সিরাজ উদ্দিন ফরহাদ, এডভোকেট শাহ ফারুক আহমদ, যুগ্ম সদস্য সচিব মকসুদুর রহমান ও প্রকাশনা সচিব, মদনমোহন ইউনিভার্সিটি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সৈয়দ আব্দুল মুমিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত অবহিত হয়ে উদ্যোগের উচ্চচসিত প্রশংসা করেন এবং তার সর্বাত্মক সাহায্য দেবার ঘোষণা দেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ নেতাদের বক্তব্য শুনে, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও প্রকাশনার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দেশ–জাতির কল্যাণে এ উদ্যোগকে মহতি প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও অনুষ্ঠানে উচ্চচপর্যায়ের প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন বলে জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী।

উল্লেখ্য, ব্রুবিশ্বমঞ্চে জননেত্রী শেখ হাসিনাম্ব নামে একটি প্রামাণ্য চিত্র ও প্রকাশনা বিশ্বের প্রধানতম ৫টি ভাষায় প্রচার করার সাথে সাথে বৃহত্তর সিলেটে ব্রুজননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নম্ব নামে আরেকটি তথ্য ভিত্তিক চিত্র নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন ও গণহত্যা বন্ধে জিএসসি'র প্রতিবাদ সমাবেশ

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানের উপর বর্বর নির্যাতন ও গণহত্যা বন্ধের দাবিতে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে'র উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল স্ট্রিটস্থ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারপার্সন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এমএ মান্নানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল কাইউম কয়সরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক মেয়র গোলাম মরতুজা, জিএসসির পেট্রন কেএম আবু তাহের চৌধুরী, ড. মুজিবুর রহমান, ফজলুল করিম চৌধুরী, আফসর মিয়া ছুটু, আলহাজ নুর বখশ, মাওলানা রফিক আহমদ, কাউন্সিলার শাহ আলম, শিহাবুজ্জামান কামাল, সূফী সোহেল আহমদ, কবি আব্দুল মুখতার মুকিত, আমির আলী, শেখ ফারুক আহমদ, হাজী ফারুক মিয়া, জাকির হোসেন কয়েস, আবুল হোসেন, রোমান বখত চৌধুরী, শফিক খান, আমিরুল চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন ও গণহত্যা বন্ধ করার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় রোহিঙ্গাদের সাহায্যার্থে সবাইকে এগিয়ে আসার পাশাপশি বার্মিজ পণ্য বয়কটেরও আহবান জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদকের অব্যাহতি প্রত্যাহার

যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমদ শাহিন ও যুগ্ম সম্পাদক জাহেদ তালুকদারে অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম,এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের এই অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে গত ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমদ গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্য বিএনপির অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ১০ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদককে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ইউকে'র প্রেস ব্রিফিং

বিচারপতিকে বাধ্যতামুলক ছুটিতে পাঠানোর ঘটনা চরম উদ্বেগজনক

প্রধান বিচারপতিকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ইউকের উদ্যোগে তাৎক্ষনিক এক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৪ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দী লিটনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আইনজীবী ফোরামের সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহান। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে সরকারের কটাক্ষ করা এবং বিচারপতিকে বাধ্যতামুলক ছুটিতে পাঠানোর ঘটনা চরম উদ্বেগজনক। তিনি প্রধান বিচারপতিকে জোরপূর্বক ছুটিতে পাঠানোর তীব্র নিন্দা জানান

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপসিস্থত ছিলেন আব্দুল হামিদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার আনোয়ার হোসাইন, ব্যারিস্টার তমিজ উদ্দিন, ব্যারিস্টার আবু ইলিয়াস, ব্যারিস্টার সোহরাব হোসেন, সলিসিটর একরামুল হক মজুমদার, এডভোকেট আবুল হাসনাত, ব্যারিস্টার আল মামুন, এডভোকেট আবুল বাশার, এডভোকেট তানজির আল ওয়াহাব, এডভোকেট মাহবুবুল আলম তুহা, ব্যারিস্টার আশরাফ আরেফিন, ব্যারিস্টার সলিসিটর মুনসাত হাবিব চৌধুরী, এডভোকেট কামরুল হাসান, ব্যারিস্টার জালাল উদ্দীন, এডভোকেট আবুল বাশার, এডভোকেট আলমগীর হোসেন, সাহিদুর রহমান, মাওলানা শামীম আহমেদ প্রমূখ।

সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি, দেশব্যাপী অনিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাস, অপরিপক্ষ ও অকার্যকর সংসদ, প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা, বেপরোয়া লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার, সবশেষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে গণতন্ত্রের শেষ আলো নিভে যাওয়ায় বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বক্তারা বলেন, দেশ পরিচালনায় এই অবৈধ সরকার সম্পূর্নভাবে ব্যর্থ। বাংলাদেশ আজ অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বক্তারা বিচার বিভাগের সাথে সব প্রহসন বাদ দিয়ে প্রধান বিচারপতির সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জোর দাবি জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউনাইটেড নন-রেসিডেন্ট পার্টির উদ্যোগে মায়ানমার দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ সমাবেশ

গত ৩ অক্টোবর ইউনাইটেড নন রেসিডেন্ট পার্টির উদ্যোগে পার্টির প্রেসিডেন্ট অহিদ উদ্দিনের নেতৃত্বে যুক্তরাজ্যস্থ মায়ানমার দূতাবাসের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সভায় মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের মানুষের উপর অমানবিক বর্বর হামলার জন্য নিন্দা জানানো হয়। প্রতিবাদ সভায় অহিদ উদ্দিন শীঘ্রই এই বর্বর হামলা বন্ধ করে ইউনাইটেড ন্যাশনের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান করার দাবি জানান। অন্যথায় করুণ পরিনতির জন্য মায়ানমারের সামরিক জান্তা ও সুচিকে দায়ভার নিতে হবে বলে তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। ইউনাইটেড ন্যাশন নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার দাবি জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে ইউনাইটেড নন রেসিডেন্ট পার্টির পক্ষ থেকে অনেকগুলো দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলো হচ্ছে: এক. শীঘ্রই মায়ানমারে হত্যা বর্বরতা বন্ধ করতে হবে, দুই. রাখাইন প্রদেশ থেকে সামরিক জান্তাকে প্রত্যাহার করতে হবে, তিন. রোহিঙ্গারা যাতে নিরাপদে তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে, চার. রোহিঙ্গারদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, পাঁচ. রোহিঙ্গাদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, ছয়. রোহিঙ্গাদের জায়গা জমি ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে, সাত. রোহিঙ্গাদের মায়ানমারের সম্মানের সাথে নাগরিক হিসাবে নিতে হবে।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল আজিজ, ওসমান রাববী, জুবেল, সোনাওর খান, নাজিম উদ্দিন, রাহিম উদ্দিন, রাজু আহমেদ, রশীদ উল্লাহ, হেলাল আহমেদ, রিপন, রওশন আহমেদ, হাছান আহমেদ, সুদান, রিন্টু, গাজন, সুফিয়ান, গৌস মিয়া, আব্দুল জলিল, ফজলুল হক, অমর শাফি প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য জাসাসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদিত

যুক্তরাজ্য জাসাসের ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও ২ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি অনুমোদন করেছেন জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সভাপতি মনোনীত হয়েছেন এমাদুর রহমান এমাদ, সিনিয়র সহ সভাপতি মনোনীত হয়েছেন তরিকুর রশিদ চৌধুরী শওকত ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন তাসবীর চৌধুরী শিমুল। উপদেষ্টা কমিটিতে রয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা নাজিমুল ইসলাম লিটন ও উপদেষ্টা তোফায়েল বাসিত তপু। যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমদ গণমাধ্যমে প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল ও জিসিএমকে বিতাড়নের আহবান

বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের কাছে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে প্রাণ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্রের আধার সুন্দরবন রক্ষার আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশ তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার নেতৃবৃন্দ। বর্তমান জ্বলানী নীতির পরিবর্তন করে নবায়যোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্বারোপ ও জিসিএম (সাবেক এশিয়া এনার্জি) কর্তৃক দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনেরও আহবান জানান তারা। সেইসঙ্গে বাংলাদেশে জিসিএম-এর সকল কার্যকলাপ বন্ধ ও বহিষ্কারের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। গত ২৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসব আহবান জানান। সভায় আগামী ডিসেম্বরে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য জিসিএম-এর বার্ষিক সাধারণ সভার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘোষণা দেয়া হয়। বাংলাদেশ তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী কমিটির এক সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহবায়ক ডাঃ মুখলিছুর রহমান। সদস্য সচিব ড. আখতার সোবহান মাসরুরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, মোস্তফা ফারুক, ইসহাক কাজল, নিসার আহমেদ, সৈয়দ এনাম, শাহরিয়ার বিন আলী, ড. রুমানা হাশেম, আব্দুল আজিজ ও এম. এ জামান প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গোয়াইনঘাট ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট এন্ড অর্গানাইজেশনের দ্বিবার্ষিক সভা

গোয়াইনঘাট ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট এন্ড অর্গানাইজেশন ইন ইউকে'র দ্বি বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২০ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের ক্রিস্টান স্ট্রিটস্থ একটি কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি গোলাম জিলানীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সুফী সুহেল আহমদের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ এহসান হক। সভায় বিগত দিনের কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুফী সুহেল আহমদ, আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ মারজানুল বাহার। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা শফিকুর রহমান, মাওলানা আব্দুল মান্নান, মাওলানা নাজিম উদ্দিন, মারজানুল বাহার, সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহিন, মোঃ আব্দুল হক, মোক্তার আহমদ, মোঃ সদরুল ইসলাম, বশির আহমদ, এখলাছ উদ্দিন, খালেদুল কিবরিয়া, আব্দুল মুবিন, ফরিদ আহমদ বুলবুল, আনিসুর রহমান, মোঃ গোলাম সারোয়ার, গোলাম আজম সুমন, নূর আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, এনামুল হক রুহেল, মোহাম্মদ আলম, আলি হোসেন, মোহাম্মদ শাফি প্রমূখ।

সভায় সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অং সান সুচি ও সামরিক জান্তা কর্তৃক যে অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যা চলছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তারা বলেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী মানবতার বিরোধী অপরাধ করছে। বক্তারা বলেন সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে টার্গেটেড অবরোধ ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

সভায় গোয়াইনঘাটের তরুণ সমাজসেবক কামাল আহমদ হত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। এছাড়া লুতফুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। শেষে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃহত্তর ঢাকাবাসী নিয়ে গ্রেটার ঢাকা ক্লাব ইউকে'র আত্মপ্রকাশ

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বৃহত্তর ঢাকাবাসীকে নিয়ে গঠিত হতে যাচ্ছে গ্রেটার ঢাকা ক্লাব ইউকে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে জিল্লুর রহমান মান্নানের সভাপতিত্বে এক সভায় নাসিম উদ্দিন খানকে সভাপতি, ইবনুল হাসানকে সিনিয়র সহ সভাপতি এবং শরীফ উদ্দিন ভূঁইয়া বাবুকে সাধারণ সম্পাদক করে সংগঠনের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। শীঘ্রই কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলি আহম্মদ, কবির হোসেন, ডালিয়া লাকুরিয়া, শাহীনুর হোসেন, জুলহাস হোসেন, সাকিব সেন, সফি উদ্দিন আলমগীর, সৈয়দ বিল্লাল, মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম, আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখ। উল্লেখ্য, বৃহত্তর ঢাকার অধিবাসী যারা যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন সবাই গ্রেটার ঢাকা ক্লাব ইউকে'র সদস্য হতে পারবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL
Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!
Paying too much?
Example, আমাদের অনেক কাস্টমার 8/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।
আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।
Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com
Serving for last 8 years
(We do not help CAB/TRADE Insurance)
TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

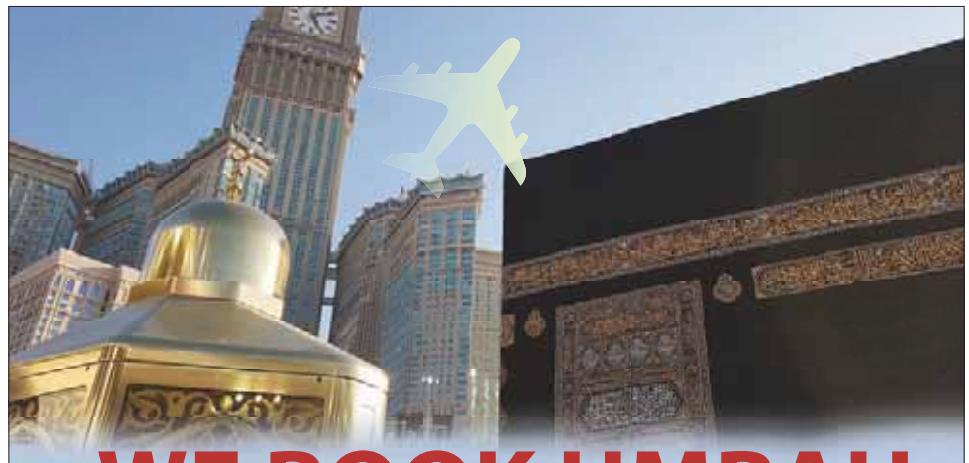

WE BOOK UMRAH
FULL PACKAGE
TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA
TAKING BOOKINGS FOR UMRAH
SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS
MONEY TRANSFER AND CARGO
388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP
0208 470 1155
zamzamtravelsuk@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর সাথে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রাক্তণ নেতাকর্মীদের বৈঠক

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করলেন শাহ শামীম

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের আসন্ন পুনর্মিলনী ২০১৭ সম্পর্কে অবহিত করলেন প্রাক্তণ ছাত্রলীগ নেতা, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক শাহ শামীম আহমেদ। প্রধানমন্ত্রীকে অবহিতকালে তিনি বলেন, এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৭শ নেতাকর্মী নিবন্ধিত হয়েছেন এবং আরো বিভিন্ন শহরে প্রতিনিধি সভা শেষ করে আমরা মুজিব আদর্শের সৈনিকদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার প্রস্তুতি নিয়েছি। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা মনযোগ সহকারে প্রাক্তণ ছাত্রনেতাদের কথা শুনেন এবং তিনি এর সাফল্য কামনা করেন।

উল্লেখ্য, মাদার অব হিউমিনিটি শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান ও যুক্তরাষ্ট্রে অপারেশন শেষে দেশে ফেরার পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতিকালে গত ৬ অক্টোবর যে হোটেলে অবস্থান করছিলেন, সেখানে এক সৌজন্য সাক্ষাতকালে ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতারা তাঁকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আ স ম মিসবাহ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কাউসার আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেটের রাজার গলি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'র কমিটি গঠিত

সিলেটের রাজার গলি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ইউকে'র এক সভা গত ৮ অক্টোবর রোববার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেলিম হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সেলিম হোসেনকে প্রেসিডেন্ট, মাহির আসিফ মাছুমকে সাধারণ সম্পাদক, রায়হান হোসেন শাহীনকে কোষাধ্যক্ষ, আবু সালেহ মোঃ হারুনকে সাংগঠনিক সম্পাদক, খালেদ আহমেদ মুক্তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আহাদ বখত পারভেজকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পিটিশনে স্বাক্ষরের জন্য আহবান

এসিড আক্রমণ বন্ধে সরকারের প্রস্তাবিত আইন যথেষ্ট নয় – মেয়র জন বিগস

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস এসিড আক্রমন বন্ধে হোম সেক্রেটারীর উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও এটি যথেস্ট নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, এসিড আক্রমন একটি চরম অমানবিক অপরাধ। আর এজন্য এটি দমনে সরকারের তরফ থেকে আরো কঠোর পদক্ষেপ দরকার, প্রস্তাবিত উদ্যোগটি যথেষ্ট নয়।

সম্প্রতি কনজারভেটিভ পার্টির কনফারেন্সে হোম সেক্রেটারি আম্বার রুড কর্তৃক এসিড আক্রমন বন্ধে সরকারের নতুন পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর মেয়র বিগস এই প্রতিক্রিয়া জানালেন। প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত আইনটি কঠোর করার জন্য মেয়র তার উদ্যোগে নেয়া বিশেষ অনলাইন পিটিশনে স্বাক্ষরের জন্যও বাসিন্দাদের প্রতি আবেদন জানান।

উল্লেখ্য, হোম সেক্রেটারির প্রস্তাবে মেয়রের পিটিশনে সংযুক্ত ৫দফা দাবীর মধ্যে মাত্র দুই দফা রয়েছে।

হোম সেক্রেটারির ঘোষনায় কোনো কারণ ছাড়া এসিড বহনকে দন্ডনীয় অপরাধ এবং এসিড ক্রয়ে বয়সসীমার কথা বলা হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস এসিড আক্রমন বন্ধে সরকারের এই দুই দফা যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন।

পিটিশনে সংযুক্ত মেয়র প্রস্তাবিত ৫ দফা হচ্ছে–

১. যথাযথ কারন ছাড়া এসিড বহনকে ছুরি বহনের মতোই অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে হবে

২. এসিড ক্রয়ে বয়সসীমা নির্ধারন করতে হবে

৩. ক্যাশ দিয়ে এসিড বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে। ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড দিয়ে এসিড বিক্রি করা হলে অপরাধীকে চিহ্নিত করা সহজ হবে

৪. এসিডকে কম করোসিভ সম্পন্ন এবং ঘন করতে নির্মাতাদের চাপ দিতে হবে যাতে করে সহজে স্প্রে করা না যায় এবং

৫. এসিড বিক্রেতাদের স্থানীয় কাউন্সিলে রেজিস্টার করতে হবে (২০১৫ সালে কনজারভেটিভ সরকার কতৃক বাতিলকৃত) এবং স্পট চেকের জন্য কাউন্সিলকে ফান্ড দিতে হবে।

কেবিনেট মেম্বার ফর কমিউনিটি সেইফটি কাউন্সিলার আসমা বেগম বলেন, এসিড সন্ত্রাস দমনে কাউন্সিল পুলিশের তদন্তকে গুরুত্বের সাথে সহযোগিতা করছে। এছাড়া বারার সকল দোকানে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে লেখা এক চিঠিতে সন্দেহভাজন কারো কাছে এসিডজাতীয় তরল বিক্রি না করার জন্য এবং ২১ বছরের নীচের ক্রেতার আইডি পরীক্ষার জন্য অনুরুধ করা হয়েছে। কাউন্সিলার আসমা বেগম বলেন, সরকারের উচিৎ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে এটি দমনে জাতীয় আইনকে কঠোর করা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

barakah Money Transfer

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Instant Cash Service
ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক

বারাকাহ সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
রাত ৮টা পর্যন্ত ইন্সট্যান্ট ক্যাশ সার্ভিস

SEND MONEY TO BANGLADESH EVERY DAY 10AM TO 8PM
*T&C Apply

barakah Whitechapel
131 Whitechapel Road
London E1 1DT, 020 7247 2119
(Oposite East London Masjid)

barakah Manor Park
425 High St North Manor Park
London E12 6TL, 020 8552 6067
(Oposite Baitur Rahman Masjid)

প্রতি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Taka Rate Line : 020 7247 0800

নিদনপুর সুপাতলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

বিলেতে নিদনপুর সুপাতলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ২০ বছর পূর্তি, ২০১৭-২০১৯ এর নতুন কমিটির অভিষেক, জিসিএসসি, এ লেভেল, ডিগ্রী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অ্যাওয়ার্ডস প্রদান ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১ অক্টোবর রোববার পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেইট এলাকার দ্যা ভেন্যু হলে করিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শামিম আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তফজ্জুল আহমদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মনজ্জির আলী, মুজিবুর রহমান এখলাস, তফজ্জুল আহমদ, জয়নাল উদ্দিন, ফারুক আহমদ, মিসবা আহমদ, বাছিত আহমদ, আকবর হোসেন, জসিম উদ্দিন, শামিম আহমদ, মুজিবুর রহমান, এনাম আহমদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মিছবা আহমদ ও আকবর হোসেনের পরিচালনায় গ্রামের জিসিএসই, এ লেভেল এবং ডিগ্রী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। এ সময় গ্রামের দুই মুরব্বি আব্দুর নূর ও আব্দুল হাকিমকে বিশেষ সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়। পরে ক্রীড়া সম্পাদক এনাম আহমদ ও সহ ক্রীড়া সম্পাদক আমির হোসেনের পরিচালনায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

শেষে সভাপতি করিম উদ্দিন ২০১৭-২০১৯ সালের ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন। কমিটির সদস্যরা হলেন- সভাপতি আকবর হোসেন, সহ সভাপতি আব্দুল বাছিত, জসিম উদ্দিন, শামিম আহমদ, রহিম উদ্দিন রিপন, জসিম উদ্দিন শাহিন, আফজল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান মুজিব, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাতিন, সাইফুল ইসলাম টিটু, আজাদ আহমদ, অর্থ সম্পাদক হাজী আব্দুর জব্বার খছরু, সহ অর্থ সম্পাদক আমির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ছিদ্দিকুর রহমান টিপু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন রহমান, বাবুল হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া তুহিন, সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ছাইফুল ইসলাম, বুলবুল আহমদ, শিক্ষা সম্পাদক কামাল আহমদ হক, সহ শিক্ষা সম্পাদক সুজন আহমদ, সলমন আহমদ, ক্রীড়া সম্পাদক রোহেল আহমদ তারিন, সহ ক্রীড়া সম্পাদক এনাম উদ্দিন, খালেদ আহমদ। কার্যকরী সদস্যরা হলেন- মিছবা আহমদ, করিম উদ্দিন, জোলাস আহমদ, বাবুল আহমদ, জয়নুল হক, ফয়জুল হক, বদরুল হক, নাসির উদ্দিন, মেহফুজ আহমদ ও খোকন আহমদ।

এ সময় সাবেক সভাপতি করিম উদ্দিন সকলের পক্ষ থেকে নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানান। শেষে সমাপনি বক্তব্যে সভাপতি আকবর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হোয়াইটচ্যাপলে নতুন সিভিক সেন্টারের ওপর দু'টি প্রদর্শনী শুক্র ও শনিবার

হোয়াইটচ্যাপলে নির্মানাধীন নতুন সিভিক সেন্টারের অধিকতর পরিমার্জিত পরিকল্পনা যাতে বাসিন্দারা দেখতে পারেন, সেজন্য দুম্বটি এক্সিবিশন বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

প্রথম প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হবে ১৩ অক্টোবর শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ওসমানী সেন্টারে (ই১ ৫এডব্লিউ) এবং পরদিন ১৪ অক্টোবর শনিবার হোয়াইটচ্যাপল আইডিয়া স্টোরে বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় প্রদর্শনী।

উল্লেখ্য, সাবেক রয়াল লন্ডন হসপিটাল বিহ্বিংটি পুণরায় জনগণের ব্যবহারের আওতায় আনার লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবারের গ্রীষ্মকালে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলো। এই হাসপাতলটি ১৭৫৭ সাল থেকে আমাদের কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসার পর গত ৫ বছর ধরে এটি বন্ধ রয়েছে।

গ্রেড টু তালিকাভূক্ত ঐতিহাসিক এই ভবনটিকে নতুন সিভিক সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাউন্সিল ৬টি গণপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কনসালটেশনে অংশ গ্রহণকারীদের ৮১ শতাংশ কাউন্সিলের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন। কাউন্সিলের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বিহ্বিংটির সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড ফ্লোর জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা এবং কাউন্সিলের সকল সার্ভিস ও এর পার্টনার সংগঠনসমূহকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসা, যাতে করে বাসিন্দারা এক স্থান থেকে সকল সেবা সহজেই লাভ করতে সক্ষম হন।

গ্রীষ্মকালীন কনসালটেশনে অংশগ্রহনকারীদের অভিমতগুলোকে সংশোধিত প্ল্যানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখন বাসিন্দাদেরকে শেষবারের মতো এই পরিকল্পনা দেখার সুযোগ দিতে দুম্বটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এতে কম্পিউটারের সাহায্যে তৈরী ছবির সাহায্যে প্ল্যানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে।

মেয়র জন বিগস এ প্রসঙ্গে বলেন, এবারের গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত কনসালটেশনে নতুন সিভিক সেন্টারের প্ল্যানটি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। গণ পরামর্শ কার্যক্রমে অংশ নিয়ে বাসিন্দারা অনেক মূল্যবান অভিমত তুলে ধরেন। এর ফলশ্রুতিতে আমরা বিহ্বিংটিকে অধিকতর ব্যবহার উপযোগী এবং এর ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত করতে আরো অনেক কিছু করছি। সংশোধিত প্ল্যানটি দেখার সর্বশেষ সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্য তিনি বাসিন্দাদের প্রতি অনুরোধ জানান।

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্থ

TAJ ACCOUNTANTS

HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs

Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843

Our Popular Services

- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

69 Vallance Road
London E1 5BS

Mr. Abul Hyat Nurujjaman

E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk

We are registered licence holder in public practice

সিলেট জেলা এসোসিয়েশন পোর্টমাউথের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

সিলেট জেলা এসোসিয়েশন পোর্টমাউথের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবল টুর্নামেন্ট পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর রোববার স্থানীয় প্রাইয়োরি স্কুলর মাঠে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টে ৯টি ব্রিটিশ বাংলাদেশী টিম অংশগ্রণ করে। টিমগুলো হচ্ছে- শেইক এন্ড গ্রিল, পোর্ট বাংলা, এথলেটিকো মাদ্রাজ, সালাম এফসি, ল্যাম্ব ব্রেড, ব্লু আর্মি, হালাল মাদ্রিদ, মারকো রাইস, রিয়েল স্টারস ও ড্রিলারজ। প্রতিযোগিতার ফাইনালে পোর্টবাংলাকে ২-০ গোলে হারিয়ে সালাম এফসি চ্যাম্পিয়ন হয়। সংগঠনের উপদেষ্টা বাবুল মিয়া এবং সহ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বেগ এর সৌজন্যে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ, ট্রফি ও মেডেল প্রদান করা হয়।

এ সময় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি খালেদ নজরুল, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম, সহ সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বেগ, ট্রেজারার বদরুল আলম, প্রচার সম্পাদক ফখর উদ্দীন, নির্বাহী সদস্য সমির আলী, সালাউদ্দিন মিন্টু, দুলাল আহমেদ, ফরহাদ আল মাহমুদ, সামসুল ইসলাম, আশরাফ মফজ্জুল লিটু, মাসুম আহমদ, শাহেদ উদ্দীন, ক্রীড়া সম্পাদক আবুল হাসনাত, উপদেষ্টা আছাব আলী প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে খেলোয়াড়, স্পন্সর, দর্শকসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং রেফারি হিসেবে সহযোগিতা করার জন্য শাই ও সাবজ্‌কে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়। এদিকে আগামি ১৫ অক্টোবর স্থানীয় উইম্বলডন পার্ক স্পোর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্য সবাইকে সংগঠনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রোহিঙ্গাদের জন্য লন্ডন স্পোর্টিফের চ্যারিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট : ২ হাজার পাউন্ড সংগ্রহ

মিয়ানমার থেকে আসা অসহায় নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের সাহায্যার্থে এক চ্যারিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে স্পোর্টস ও সামাজিক সংগঠন, লন্ডন স্পোর্টিফ। এতে সংগৃহিত হয়েছে প্রায় দুই হাজার পাউন্ড।

৮ অক্টোবর টাওয়ার হ্যামলেটসের মিলওয়াল পার্কে দিনব্যাপী এই আয়োজনে অংশ নেন লন্ডন স্পোর্টিফের ৪টি ক্রিকেট টিম। এইট-এ সাইড নিয়মে টুর্নামেন্টে অংশ নেন ব্রিটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটির ক্রিকেট খেলোয়াড়রা। টিম জাকির, টিম কলিম, টিম আদনান এবং টিম সায়েক নামের এই চারটিদলের মধ্যে লীগ সিস্টেমে পুরো টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এতে চূড়ান্ত খেলায় বিজীয় হয় টিম আদনান। আর রানার্স আপ হয় টিম সায়েক। ম্যান অব দ্যা সিরিজ নির্বাচিত হয় অলরাউন্ডার জাকির আহমেদ।

খেলা শেষে বিজীয়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমীর প্রিন্সিপাল আশিদ আলী, লন্ডন স্পোর্টিফের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম খলিল, ভাইস প্রেসিডেন্ট পাবেল চৌধুরী ও ক্লাব ক্যাপ্টেইন কলিম উদ্দিন। পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্লাবের ট্রেজারার সাব্বির ইসলাম।

এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ক্লাব সেক্রেটারি মুহিবুল আলম, মিডিয়া অফিসার সুয়েব আহমদ, ফান্ডরেইজিং সেক্রেটারী জাহেদুর রহমান, ডেপুটি ট্রেজারার সাহেদ খান, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি আনিসুজ্জামান নিপু, ইভেন্ট সেক্রেটারি আজহারুল ইসলাম আদনান ও কালচারাল সেক্রেটারি শায়েকুর রহমান শায়েকসহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে ক্লাব প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম খলিল সকলকে ধন্যবাদ জানান বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত সম্প্রদায়, রোহিঙ্গা মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সংগৃহিত এসব অর্থ দিয়ে শ্রীঘ্রই বাংলাদেশে অসুস্থ রোহিঙ্গা মুসলমানদের চিকিৎসার্থে মেডিক্যাল ক্যাম্প বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানানো হয়।

পাত্রি আবশ্যক

বয়স ২৮। উচ্চতা ৬ ফুট। বৃটিশ-বাংলাদেশী মুসলিম পাত্রের জন্য পাত্রি আবশ্যক। পাত্রি বাংলাদেশী স্টুডেন্ট অথবা ভিজিটর হলেও চলবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: M.R. Chowdhury 07852 520 993

(WD:34-37)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD
Secretary
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)
Chairman
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996, 07931 750 250
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

লন্ডন ব্রীজের কাছে টেকওয়ে বিক্রি

লন্ডন ব্রীজের সন্নিকটে অত্যন্ত চমৎকার লোকেশনে একটি ইণ্ডিয়ান টেইকওয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট বার্ষিক ১৫,৫০০ পাউন্ড। রেইট নাই। ব্যবসা খুবই ভালো। সপ্তাহে সাড়ে ৫ হাজার পাউন্ড ব্যবসা হয়। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। পরিচালনার অভাবে বিক্রি হচ্ছে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: Mr. Anwar: 07944 771 391
Mr. Shahin: 07397 553 674

(WD: 36-39)

HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী
Mob : 07946 028 893

- Extension
- Plumbing
- Tiling
- Loft Conversions
- Kitchen Fittings
- Major Redecorating
- Restaurant Decorating

(12-cot.

পাত্রি আবশ্যক

বয়স ৩৫। উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। লন্ডনে রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্টে কর্মরত বৃটিশ পাত্রের জন্য পাত্রি আবশ্যক। পাত্রি বৃটিশ অথবা বাংলাদেশ থেকে আগত স্টুডেন্ট কিংবা ভিজিটর হলেও চলবে। তবে ভালো পরিবারের ধার্মিক ও সুশিক্ষিত হতে হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা পাত্রের অভিভাবকের সাথে নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

Contact: 07763 464 271 WD: 32-38

লন্ডনে ফোরাম অব জাস্টিস ফর ম্যানকাইন্ড'র সেমিনার

রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দিতে সামরিক উদ্যোগের কথা ভাবতে হবে

ফোরাম অব জাস্টিস ফর ম্যানকাইন্ড'র উদ্যোগে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস নিয়ে এক পাবলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর শনিবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে রোকনুদ্দিন চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ড. এম এ আজিজ, ড. ফিরোজ মাহবুব কামাল, ড. কামরুল হাসান, হাফিজ মাওলানা এনামুল হক, মাওলানা আব্দুল হাই খান, শেখ মমিন, আবু হামযা, মোঃ লিয়াকত সরকার, সৈয়দ তামিম আহমদ প্রমূখ।

সভায় বার্মা সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন ও গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তারা বলেন, এটি একটি মিলিটারী কনফ্লিক্ট। এর সমাধানের পথ কেবল চ্যারিটি নয়; বরং রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবতে হবে। তাঁদেরকে সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে দেশে নাগরিক অধিকার দিতে মায়ানমার সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

বক্তারা বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব আরাকানের মুসলমানদের উপর নির্যাতনের পরও নীরবতা পালন করছে, যে পশ্চিমা বিশ্ব ১৯৪৮ সালে আরাকানকে বার্মার কাছে হস্তান্তর করে এসেছিল, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া শুধু অযৌক্তিক নয় ক্ষতিকরও বটে। কারণ পশ্চিমা বিশ্ব তাদের লাভ ছাড়া কোথাও সম্পৃক্ত হবে না। বক্তারা বলেন, মুসলিম বিশ্বের সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে হবে এবং রোহিঙ্গা ক্রাইসিসের স্থায়ী সমাধান করে ইসলামী নেতৃত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে। বক্তারা বলেন, বর্তমান শাসকরা কোনো দিনও রোহিঙ্গা ও মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেনা। একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই পারবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

একাকীত্বের সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করছে হেলথ এন্ড ওয়েলবিয়িং বোর্ড

একাকীত্ব কিভাবে যে কোন মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, সে সংক্রান্ত একটি গবেষনা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

একাকীত্বজিনত বিষন্নতা যে কোন বয়সী মানুষের স্বাস্থ্য ও কল্যানের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বলে এটিকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হিসেবে ধরা হচ্ছে। টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস এ প্রসঙ্গে বলেন, একাকীত্ব বা নিঃসঙ্গতাজনিত সমস্যা আরো ব্যাপকভাবে মোকাবেলা করার জন্য কাউন্সিল ও তার সহযোগীরা কাজ করে যাচ্ছেছ এবং কিভাবে আমাদের যেসকল বাসিন্দা একাকীত্বজনিত সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জীবন মান উন্নয়নে কমিউনিটি হিসেবে আমরা কিভাবে কি করতে পারি, সেসম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা এই প্রজেক্ট থেকে পেয়েছি।

তিনি বলেন, নিঃসঙ্গতা দূরিকরণ শুধু ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতাই নিশ্চিত করে না, তাদের পুরো জীবনকে বদলে দেয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা সেবার ওপর অতিরিক্ত চাপকেও অনেক কমিয়ে আনে।

একাকীত্বকে অন্বেষণ করতে দুষ্টি প্রজেক্টের ভিডিও ধারন করা হয়। স্ক্রএকাকিত্বের ব্যাপারে কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গিস্ব নামের প্রকল্পে বাসিন্দাদের অভিমত সংগ্রহ করা হয়। জনসাধারণের সাথে কথা বলার কৌশল সম্পর্কে ২০ জন স্বেচ্ছাসেবিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যারা একাকীত্ব সম্পর্কে ৬ শতাধিক বাসিন্দারা অভিমত ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন।

কেয়ার হোমে একাকীত্ব মোকবেলা শীর্ষক প্রকল্পে কেয়ার হোমের বাসিন্দাদের সাথে সরাসরি কথা বলে তাদের নিঃসঙ্গতার কারণ অনুসন্ধান ও তাদের ইচ্ছা, সখ ইত্যাদি বিষয় জানা হয়। এর লক্ষ্য হচ্ছেছ ভলান্টিয়ার ও কেয়ার হোমস বাসিন্দাদের মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

টাওয়ার হ্যামলেটস হেলথ এন্ড ওয়েলবিয়িং বোর্ড (এইচডব্লিউবিবি) লোনলিনেস বা একাকীত্ব জনিত সমস্যা মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর। তারা সহযোগী সংগঠনগুলোর সাহায্যে কিভাবে সম্মিলিতভাবে এই সমস্যা মোকাবেলা করা যায়, সেসম্পর্কে জানতে আগ্রহী বাসিন্দা ও কমিউনিটিকে খুঁজছে।

ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ এট টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, ডাক্তঃ সোমেন ব্যানার্জী বলেন, অনেক কারণেই মানুষ নিঃসঙ্গতাজনিত বিষন্নতায় ভুগতে পারেন। টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছেছ অনেক বঞ্চনা, কম আয় এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। যখন আপনি এই সমস্ত জিনিস একত্রিত করবেন, তখন তা উচ্চচ মাত্রার একাকীত্ব তৈরী করতে পারে। তিনি বলেন, একাকীত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারনা সম্পর্কে জানা এবং কিভাবে আমরা এই সমস্যা মোকাবেলা করতে পারি তা অনুসন্ধান করাটা খুব জরুরী বলে আমরা মনে করেছি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মির্জা সৈদপুর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন ইউকে গঠিত

সিরাজ চৌধুরী সভাপতি, জালাল চৌধুরী সেক্রেটারি, ছানু চৌধুরী ট্রেজারার

ওসমানীনগর উপজেলার উমরপুর ইউনিয়নের সৈদপুর গ্রামের উন্নয়নে যুক্তরাজ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গত ১ অক্টোবর সেন্ট আলবান্সের একটি রেস্টুরেন্টে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও ডাক্তার জালাল আহমেদ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে মির্জা সৈদপুর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন ইউকে নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সভায় মির্জা সৈদপুর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন ইউকের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার জালাল আহমেদ চৌধুরী, ট্রেজারার ছানু চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল মছবিবর চৌধুরী, ভাই প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আব্দুল জলিল চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ হেদায়তুল ইসলাম নওয়াব, জয়েন্ট সেক্রেটারি আনোয়ারুল হক চৌধুরী, জয়েন্ট ট্রেজারার লেবু মিয়া চৌধুরী, অগেনাইজিং সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান চৌধুরী মাখন, পাবলিকেশন সেক্রেটারি আরুক চৌধুরী, জয়েন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি খলন আহমদ চৌধুরী, কালচারাল সেক্রেটারি আখলাক চৌধুরী লিটন, এডুকেশন সেক্রেটারি রুহুল ইসলাম ও জয়েন্ট এডুকেশন সেক্রেটারি রুনু মিয়া শহিদ। কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন সর্বজনাব আফরোজ মিয়া, ফয়সল আহমদ, মনরুজ মিয়া, মুস্তাক আহমদ চৌধুরী, মিলাদ চৌধুরী শাহেদ ও সাঈদ আহমদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রোহিঙ্গা সাপোর্ট গ্রুপে'র ফান্ডরাইজিং ডিনার : ৫৪০০ পাউন্ড হস্তান্তর

মিয়ানমারের নির্যাতিত অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে রোহিঙ্গা সাপোর্ট গ্রুপ ইউকে'র উদ্যোগে আয়োজিত ফান্ডরাইজিং ডিনারে সংগৃহীত অর্থ হস্তান্তর উপলক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ অক্টোবর সোমবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডের একটি রেস্টুরেন্টে কমিউনিটি নেতা সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও আলাউর রহমান খান শাহীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি খয়রুল শহীদের কাছে ৫,৪০০ পাউন্ড হস্তান্তর করা হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সিদ্দিকুর রহমান নির্ঝর, কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, মোহাম্মদ আবুল কালাম, সাদেক আহমদ, কাজী বাবর আহমদ, ফখরুল হক লুকু, আবিদ হোসেন অপু, কবির আহমদ, মোঃ শাহজাহান, হেলাল আহমদ, বদরুল হোসেন, ফজলু মিয়া ও আবুল কালাম। সভায় সাপোর্ট গ্রুপের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংগঠন ও যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্রিস্টল বাংলাদেশ হাউজে পাসপোর্ট সার্জারী ৫ নভেম্বর

বরাবরের মতো এবারও ব্রিস্টল, বাথ এবং ওয়েস্ট এলাকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য পাসপোর্ট সার্জারীর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (ব্রিস্টল, বাথ এবংওয়েস্ট)। এতে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের কন্সোলার সার্ভিসের অফিসাররা। আগামী ৫ নভেম্বর রবিবার স্থানীয় বাংলাদেশ হাউজে এই সার্জারী অনুষ্ঠিত হবে। এই সার্জারীতে পাসপোর্ট রিনিউ, পাওয়ার অব এটর্নী, নোভিসা স্টাম্পস ইত্যাদি ব্যাপারে সেবা প্রদান করা হবে। নোভিসা স্টাম্পের জন্য আবেদনকারীকে ৫ নভেম্বরের ১৪দিন পূর্বে অনলাইনে ফর্ম পূরনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যের জন্য বাংলাদেশ হাউজের প্রেসিডেন্ট ফখরুল আলী-০৭৮ ০০৭২ ৬২৫৮ ও সেক্রেটারি, কামরুল ইসলাম -০৭৮ ১৬৬৭ ৮৭০২ এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সার্জারীতে কোন নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবেনা। শুধুমাত্র কার্ডের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করা যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মেসি ম্যাজিকে আর্জেন্টিনা সরাসরি বিশ্বকাপে

পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বর স্থানে ওঠে এসেছে।
শীর্ষে আছে নেইমারের ব্রাজিল। ১৮ খেলা শেষে তাদের পয়েন্ট ৪১। এরপর আছে উরুগুয়ে। তাদের পয়েন্ট ৩১। আর আর্জেন্টিনার পয়েন্ট ২৮। চতুর্থ স্থানে আছে কলম্বিয়া। তাদের পয়েন্ট ২৭। আর পেরুর পয়েন্ট ২৬।
মেসি ম্যাজিক
২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের শেষ বাছাই পর্বের ম্যাচে ইকুয়েডরের বিপক্ষে প্রথম মিনিটেই গোল হজম করে মেসির আর্জেন্টিনার। মেসির একার ম্যাজিকেই খাদের কিনারা থেকে উঠে এল আর্জেন্টিনা। সব আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ করে আবারো হারিয়ে যাওয়া আর্জেন্টিনাকে ফিরিয়ে আনলেন।
খেলা শুরু হওয়ার ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে আর্জেন্টিনা ১ গোলে পিছিয়ে যায়। এর পর একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়া আর্জেন্টিনা। এর ফল হিসাবে খেলার ১১ মিনিটের মাথায় দি- মারিয়ার দারুণ এক পাসে মেসি একুয়েডর এর জালে বল পাঠিয়ে ১-১ এ সমতা আনেন।
এর পর খেলার ১৬ মিনিটে ডি- বক্সের বাইরে ফ্রিকিক মেসি কাজে লাগাতে না পারলে গোল বঞ্চিত হয় মেসিরা। তবে এর ঠিক ২ মিনিট পর আবারো মেসি ম্যাজিকে গোল পায় আর্জেন্টিনা। ফলাফল ২-১ গোলে এগিয়ে মেসিবাহিনী।
৩২ মিনিটে মেসির পাসে সহজ এক সুযোগ দি- মারিয়া মিস করলে আরেকটি গোল বঞ্চিত হয়
বিরতির পর খেলা হলে সাবধানে এগুতে থাকে আর্জেন্টিনা। এর পর খেলার ৬৪ মিনিটের সময় আবারো মেসি ম্যাজিক। গোল রক্ষককে পরাস্ত করে বল পাঠিয়ে দিলেন জালে। ৩-১ গোলে এগিয়ে যায় মেসিরা। এই গোলের মাধ্যমে মেসি তার হ্যাট্রিক পুরণ করেন।
২ গোলে পিছিয়ে থেকেও হাল ছাড়েনি একুয়েডর। তারা বারবার আর্জেন্টিনার বিপক্ষে পা"া আক্রমন করেছে। তবে বল আর গোলে পাঠাতে পারেনি।
৮২ মিনিটে প্রতি পক্ষের কাছে বাজে ফাউলের শিকার হন মেসি। লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। তবে কিছুক্ষন পরে উঠে দাঁড়ান মেসি। আবারো শুরু করেন খেলা। ৯২ মিনিটে সহজ এক সুযোগ মিস করে আর্জেন্টিনা।
শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মেসিরা। এই জয়ের ফলে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে আর্জেন্টিনা।

মেসি-রোনালদো-নেইমারকে সামনে রেখে ব্যালন ডিঅঁর-এর সংক্ষিপ্ত তালিকা
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, লিওনেল মেসি ও নেইমারকে ফেবারিট হিসেবে বিবেচনা করে প্রণীত হয়েছে ৩০ ফুটবলারকে নিয়ে ২০১৭ সালের ব্যালন ডিঅঁর-এর সংক্ষিপ্ত তালিকা।
এবারের পুরস্কারটি জয়ের মাধ্যমে পঞ্চম বারের মত লিওনেল মেসির সমান সংখ্যক ব্যালন ডিঅঁর খেতাব নিশ্চিত করতে চান পর্তুগাল সুপার স্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ফুটবলের

৫৯ বছরের ইতিহাসে রিয়াল মাদ্রিদকে প্রথমবারের মত এক মৌসুমে লা লীগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লীগ শিরোপা জয়ে তারকাসুলভ ভূমিকা রেখেছেন তিনি।
সর্বশেষ চার বছরের মধ্যে তিনবার সম্মানসূচক এই খেতাবটি জয় করেছেন রোনালদো। অপরদিকে বার্সেলোনাকে ট্রেবল শিরোপা এনে দিয়ে ২০১৫ সালের বর্ষ সেরার পুরস্কারটি শেষবার জিতেছেন ৫ বারের খেতাব জয়ী আর্জন্টাইন সুপার স্টার লিওনেল মেসি। ২০০৭ সালের পর এই দুই মহাতারকা মিলে জয় করে আসছে ফরাসি ফুটবল ম্যাগাজিন প্রবর্তিত এই বর্ষসেরার খেতাব। ২০০৭ সালে খেতাবটি জয় করেছিলেন সাবেক ব্রাজিল ও এসি মিলান তারকা কাকা।
স্প্যানিশ সুপার কাপ থেকে বিতাড়িত হবার পর ঘরোয়া ফুটবলে ৫ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে মাঠে ফেরা রোনালদো এখনো পর্যন্ত ২০১৭-১৮ মৌসুমে গোলের দেখা পাননি। তারপরও আসন্ন বর্ষসেরার খেতাব জয়ের জন্য ফেভারিটের তালিকায় রয়েছেন রোনালদো।
চির প্রতিদ্বন্দ্বির অনুপস্থিতির সুযোগটি বেশ ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছেন মেসি। বার্সেলোনাকে দারুণ সূচনা এনে দেয়া এই আর্জেন্টাইন তারকা এরই মধ্যে ৭ ম্যাচ থেকে গোল করেছেন ১১টি। ইউরোপীয় লড়াইয়ে করেছেন আরো দু'টি গোল। তবে দু'জনই ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবার হুমকির মধ্যে রয়েছেন।
গ্রুপ ভিত্তিক বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে শীর্ষ পয়েন্ট ধারী সুইজারল্যান্ডকে যদি হারাতে না পারে তাহলে 'বি' গ্রুপের রানার্সআপ হিসেবে আগামী মাসের প্লে অফ ম্যাচের ভরসায় থাকতে হবে রোনালদোর দেশ ইউরো চ্যাম্পিয়ন পর্তুগালকে।
অপরদিকে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এখনো পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে রয়েছে শীর্ষ পাঁচের বাইরে। শেষ ম্যাচে তারা যদি ইকুয়েডর সফরে গিয়ে তাদের হারাতে পারে তাহলে অন্তত পক্ষে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই লেগের প্লে অফ ম্যাচ দিয়ে রাশিয়ার টিকিট পাবার চেষ্টা করতে পারবে। অন্যথায় বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবেনা মেসির দল।
এদিকে ২২২ মিলিয়ন ইউরোর রেকর্ড ট্রান্সফার ফির বিনিময়ে বার্সেলোনা থেকে প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) পাড়ি দিয়ে মেসির ছায়ামুক্ত হওয়া ব্রাজিলীয় সুপার স্টার নেইমার ফ্রান্সে এখন দারুণ সময় কাটাচ্ছেন। এরই মধ্যে ফরাসি ক্লাবটির হয়ে আট গোল করেছেন ২৫ বছর বয়সি এই তারকা।
সংক্ষিপ্ত তালিকায় মনোনয়ন পাওয়া ৩০ জন ফুটবলারদের মধ্যে ৭ জনই রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের। রোনালদোসহ অন্যরা হলেন- অধিনায়ক সর্জিও রামোস, মার্সেলো, টনি ক্রুস, লুকা মড্রিচ, ইসকো এবং করিম বেনজেমা।
২০১৭ ব্যালন ডি'অরের জন্য ৩০ ফুটবলারের সংক্ষিপ্ত তালিকা :
নেইমার (পিএসজি), লুকা মড্রিচ (রিয়াল মাদ্রিদ), পাওলো দিবালা (জুভেন্টাস), মার্সেলো (রিয়াল মাদ্রিদ), এনগোলো কঁন্তে (চেলসি), লুইস সুয়ারেজ (বার্সেলোনা), সার্জিও রামোস (রিয়াল মাদ্রিদ), ইয়ান ওবলাক (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), ফিলিপ কুটিনহো (লিভারপুল), ড্রাইস মার্টেন্স (নাপোলি), কেভিন ডি ব্রুইন (ম্যানচেস্টার সিটি), রবার্ট লিওয়ানদোভস্কি (বায়ার্ন মিউনিখ), ডেভিড ডি গিয়া (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), হ্যারি কেন(টটেনহ্যাম হটস্পার), এডিন জেকো (রোমা), এন্টোনিও গ্রিজম্যান (আতলেতিকো মাদ্রিদ), টনি ক্রুস (রিয়াল মাদ্রিদ), জিয়ানলুইজি বুফন (জুভেন্টাস), সাদিও মানে (লিভারপুল), রাদামেল ফ্যালকাও (মোনাকো), লিওনেল মেসি (বার্সেলোনা), পিয়েরে-এমেরিক আউবামেয়াং (বরুসিয়া ডর্টমুন্ড), এডিনসন কাভানি (পিএসজি), ম্যাটস হুমেলস (বায়ার্ন মিউনিখ), করিম বেনজেমা (রিয়াল মাদ্রিদ), ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (রিয়াল মাদ্রিদ), এডেন হ্যাজার্ড (চেলসি), লিওনার্দো বোনুচ্চি (এসি মিলান), ইসকো (রিয়াল মাদ্রিদ) ও কিলিয়ান এমবাপে (পিএসজি)।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সিলেটে সম্ভাব্য প্রার্থী অর্ধশত ৬টি আসনই নিতে চায় বিএনপি

সিলেট, ৯ অক্টোবর : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সিলেট জেলার ৬টি আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে বেশ আগে থেকেই। বড় দুই দলের মনোনয়ন পেতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। সিলেটের ছয়টি আসনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও মনোনয়ন দৌড়ে রয়েছেন। তাদের সংখ্যা অর্ধশত। ইচ্ছুক প্রার্থীরা এবার মাহে রমজান, ঈদ, পূজা উপলক্ষে বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল হারা দুর্গত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওইসব এলাকায় সম্ভাব্য প্রার্থীদের পক্ষে শোভা পাচ্ছে ব্যানার, পোস্টার। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সিলেট জেলা ৬টি আসনে জয়লাভ করে। এবার বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট আসনই নিতে মরিয়া। যদিও আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি তাদের।

সিলেটের কয়েকটি আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থী নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। এসব আসনে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে ক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। এদিকে খেলাফত মজলিশ কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে সিলেট বিভাগের ১৯টি আসন থেকে দলীয় অন্তত ১৩ ইচ্ছুক প্রার্থীর নামের একটি তালিকা পৌঁছেছে। এরই মধ্যে সিলেটের দুটি আসনে দুজন দলের 'সবুজ সংকেত' পেয়ে এলাকায় কাজও শুরু করে দিয়েছেন। সিলেটের ৬টি আসনেই আওয়ামী লীগ, বিএনপির একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন লাভে লবিং করছেন। মাঠে কাজ করছেন।

মহিলা এমপির কাছে হেরে গেলেন জাপা এমপি

সিলেট, ১০ অক্টোবর : কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অবশেষে হবিগঞ্জের বাহুবলে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। সংরক্ষিত আসনের এমপি আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টায় ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উন্মোচন করেছেন।

গত দুদিন ধরে ওই স্টেডিয়ামটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যের সঙ্গে কেয়া চৌধুরীর বিরোধ দেখা দেয়। জাতীয় পার্টির সাংসদ আব্দুল মুনিম চৌধুরী বাবু ওই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঘোষণা দেন। তার সঙ্গে বাহুবল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হাইয়ের নেতৃত্বে একদল নেতাকর্মী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানস্থলে কর্মিসভা আহ্বান করেন। বিষয়টি প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে জানানো হলে কেয়া চৌধুরী অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়। রবিবার রাত থেকে অনুষ্ঠানস্থলে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। বিপুলসংখ্যক র‍্যাব ও পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের কারণে জাপা এমপি মুনিম বাবু তার পূর্ব ঘোষণা প্রত্যাহার করেন। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের কর্মিসভাও প- হয়ে যায়।

এদিকে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দিন সভাপতিত্ব করেন। ওই সভায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অধিকাংশ নেতাকর্মী অনুপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে এমপি আব্দুল মুনিম চৌধুরী বাবু বলেন, সরকারের বদনাম হবে তাই তিনি ও তার সমর্থকরা স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কর্মসূচি বাতিল করেছেন।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আব্দুল হাই বলেন, নারী এমপি কেয়া চৌধুরী স্থানীয় আওয়ামী লীগকে পাশ কাটিয়ে একাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান বয়কট করেছে।

এমপি আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী বলেন, আমি আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাদের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিতও ছিলেন।

হকারদের তালিকা না দেয়ায় মেয়র ও ওসিকে আদালতে তলব

সিলেট, ১০ অক্টোবর : সিলেটের ফুটপাথে অবৈধ দখলদারদের তালিকা জমা না দেয়ায় সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ও ওসি গৌছুল হোসেনের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে আদালত। আগামী ১৬ই অক্টোবর আদালতে হাজির হয়ে তাদের ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সিলেটের মুখ্য মহানগর বিচারিক হাকিম মো. সাইফুজ্জামান হিরো রোববার এ আদেশ দেন।

সূত্র জানায়- আদালতের দেয়া সময় সময়সীমার মধ্যে মেয়র এবং থানার ওসি হকার নিয়ন্ত্রণকারীদের তালিকা জমা দিতে ব্যর্থ হন। এ কারণে তাদের আদালতে তলব করেছেন বিচারক। আদেশের অনুলিপি এরই মধ্যে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ও কোতোয়ালি থানার ওসির কাছে পাঠানো হয়েছে। আদালত আদেশে উল্লেখ করেন, গত ৮ই জুন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময় চেয়ে আবেদন করলে তাকে একমাসের সময় দেয়া হয়।

৩৯ পদের ৩৩টিই শূন্য

কুলাউড়া উপজেলা হাসপাতালে ডাক্তার সংকট চরমে

সিলেট, ১০ অক্টোবর : মৌলভীবাজারের কুলাউড়া ও জুড়ী উপজেলার ৬ লক্ষাধিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট কুলাউড়া হাসপাতালে ডাক্তার সংকট চরমে। মাত্র ৬ জন ডাক্তার দিয়ে চলছে চিকিৎসাসেবা। ৩৯ জন ডাক্তারের পদ এখানে থাকলেও ৩৩টি পদ শূন্য থাকায় কর্মরতরা হিমশিম খাচ্ছেন। ৫০ বেডের হাসপাতালটি নিজেই এখন রুগ্?ণ। ডাক্তার সংকটের পাশাপাশি নেই পর্যাপ্ত ঔষধ। অনেকটা জোড়াতালি দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা চলছে। ফলে হাসপাতালে আসা প্রায় রোগীকে যথাযথ সেবা না দিয়ে তড়িঘড়ি করে জেলা সদর কিংবা সিলেট ওসমানী হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। এতেও যন্ত্রণার শেষ নেই। সরকারি অ্যাম্বুলেন্স চালক গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটির অজুহাত দেখিয়ে অনেক সময় রোগীদের সরকারি অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে থাকে। যার ফলে চড়া দাম দিয়ে রোগীদের নিতে হয় প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স। জানা যায়, কুলাউড়া হাসপাতালে ১১ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ মোট ৩৯ জন ডাক্তারের পদ রয়েছে। যার মধ্যে কর্মরত আছেন ৫ জন এমবিবিএস ডাক্তার ও একজন চর্ম রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। প্রতিদিন কুলাউড়া হাসপাতালে ৪০০ থেকে ৫০০ জন রোগী আউটডোরে চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন। মাত্র ৫ জন ডাক্তারের পক্ষে এত রোগীকে সেবা দেয়া কঠিন কাজ। তাছাড়া ৫০ শয্যা হাসপাতালে প্রায়ই ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৬০ জনের অধিক থাকে। ফলে মেঝেতে বিছানা বিছিয়ে রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়। অফিসের কাজ কর্ম পরিচালনার জন্য প্রধান করণিক ও প্রধান হিসাবরক্ষক দুটো পদই শূন্য। তাছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মী ৫ জনের মধ্যে ৩ জন প্রেষণে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে কর্মরত। মাত্র একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী দিয়ে হাসপাতালের কাজ করা কঠিন। ফিলড পর্যায়ে ৩ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সব পদই শূন্য। সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শকের ১৩টি পদের মধ্যে ৭ জন কর্মরত আছেন। স্বাস্থ্য সহকারী ৬১ জনের মধ্যে ৫৩ জন কর্মরত আছেন। তবে ২০ জন অবসরে যাওয়ার অপেক্ষায়।

ফলে হাসপাতালে এবং মাঠে স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা করা ক্রমশ দুষ্কর হয়ে পড়ছে। কুলাউড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. নুরুল হক জানান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমিটির সভায় একাধিকবার ডাক্তার সংকটের কথা সভায় উত্থাপন করলেও কোনো প্রতিকার মেলেনি। তাছাড়া বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার লেখার পরও কোনো ডাক্তার মেলেনি। এ অবস্থায় কর্মরতদের দায়িত্ব পালন করাও মুশকিল হয়ে পড়ছে।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation
- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal
This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970
53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ সিলেট

সিলেট, ১১ অক্টোবর : পাহাড়-টিলাঘেরা সবুজের সমারোহে সাজানো এক জনপদ সিলেট। চিরচেনা সেই সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে নাগরিক জীবনের নানা অনুষঙ্গে। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে দুই দশকে সিলেটে সবুজ কমেছে ৫০ শতাংশ। গত ২১ বছরে সিলেটে বহুতল ভবন দ্বিগুণ হয়েছে; যে কারণে কমেছে উন্মুক্ত জমি ও জলাশয়। সম্প্রতি গুগলের স্যাটেলাইট ইমেজের ওপর ভিত্তি করে এক গবেষণায় এমন উদ্বেগজনক চিত্র ফুটে ওঠে। যেখানে দেখা যায়, দ্রুততার সঙ্গে বদলে যাচ্ছে সিলেটের প্রাকৃতিক পরিবেশ। দীর্ঘমেয়াদে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে সিলেট সবুজশূন্য হয়ে পড়বে বলেও গবেষণায় আশঙ্কা করা হয়েছে। নতুন বনায়ন করলে এই সংকট কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন পরিবেশবিদরা।

সিলেটের ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (গ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম-জিআইএস) ও রিমোট সেন্সিং ভিত্তিক হাইব্রিড ইমেজ ক্ল্যাসিফিকেশন টেকনিকের মাধ্যমে এই গবেষণা পরিচালনা করেন জিআইএস ও আরএস বিশ্লেষক সঞ্জয় রায়। অপরিকল্পিত নগরায়নের অংশ হিসেবে নির্বিচারে গাছপালা কেটে বহুতল ভবন নির্মাণ, পাহাড়-টিলা কাটা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করা হচ্ছে। এই গবেষণায় সবুজ বলতে গাছপালা ও ঘাসকে বোঝানো হয়েছে। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, নগরায়নের ক্ষেত্রে নীতিমালাও মানা হচ্ছে না। এতে নগরের পরিবেশ ও সৌন্দর্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, নগরীর ২ হাজার ৭১৩ দশমিক ৭৭ হেক্টর ভূমির মধ্যে ১৯৯৫ সালে সবুজের পরিমাণ ছিল এক হাজার ৩৪৭ দশমিক ৩ হেক্টর। সেই সময়ে নগরীর জমির প্রায় অর্ধেক বা ৪৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ সবুজ ছিল। ২০০৫ সালে এসে সবুজ ভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় এক হাজার ৬৬ দশমিক ২ হেক্টর; যা মোট ভূমির ৩৯ দশমিক ২৯ শতাংশ। এর এক বছর পর ২০১৬ সালে সেই পরিমাণ আরও কমে দাঁড়ায় ২৪ দশমিক ৮১ শতাংশে। বর্তমানে নগরীতে সবুজ ভূমির পরিমাণ ৬৭৩ দশমিক ২৯ হেক্টর। এই হিসাবে গত ২১ বছরে সিলেটে ৬৭৩ দশমিক ৭৪ হেক্টর ভূমির সবুজ হারিয়ে গেছে; যা শতাংশের হিসাবে প্রায় ৫০ শতাংশ বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

গবেষণায় সবুজের পাশাপাশি নগরীর উন্মুক্ত ভূমি ও জলাশয় কমার চিত্রও ফুটে উঠেছে। ১৯৯৫ সালে সিলেট নগরীতে উন্মুক্ত ভূমি ছিল ২৯৭ হেক্টর; ২০১৬ সালে যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২৫ দশমিক ৮২ হেক্টরে। এই হিসাবে ২১ বছর আগে প্রায় ১১ শতাংশ থাকলেও বর্তমানে নগরীতে উন্মুক্ত ভূমির পরিমাণ মাত্র ৪ দশমিক ৬৪ শতাংশ। একই ভাবে সেই সময়ে নগরীতে জলাধারের পরিমাণ ছিল ১৪৩ দশমিক ২৮ হেক্টর। ২০১৬ সালে এসে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৬ দশমিক ১৯ হেক্টর বা মোট ভূমির ৪ দশমিক ২৮ শতাংশ। আবার ১৯৯৫ সালে নগরীতে বহুতল ভবনে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ ছিল ৯২৬ দশমিক ৪৬ হেক্টর; যা মোট ভূমির ৩৪ দশমিক ১৪ শতাংশ। বর্তমানে এক হাজার ৭৯৮ দশমিক ৪৭ হেক্টর বা ৬৬ দশমিক ২৭ শতাংশ ভূমিতে বহুতল ভবন রয়েছে।

গবেষণায় উদ্বেগজনক চিত্র ফুটে উঠলেও নতুন করে বনায়নের মাধ্যমে বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব বলে জানান শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও পুর প্রকৌশল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. জহির বিন আলম। তিনি সমকালকে বলেন, স্যাটেলাইটে অনেক সময় পাহাড়-টিলার ওপরের অংশ সবুজশূন্য বা খালি দেখাতে পারে। বিভিন্ন কারণে হয়ত ওখানকার গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে। তবে তাতে এখনও বনায়নের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে নগরীর বালুচর ও আখালিয়া এলাকায় যেসব টিলা কাটা হয়েছে; তাতে নতুন করে বনায়ন করলে সবুজের পরিমাণ বাড়বে। সিলেটের অর্ধেক সবুজ কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সিলেটে ২৭ দশমিক ৬ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ১১-১২শ' হেক্টর জমিতে এখনও বনায়ন বা সবুজ রয়েছে।

সিলেট আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ আবু সাঈদ চৌধুরী সমকালকে বলেন, নগরীর আবহাওয়া অনেকখানি বদলে গেছে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন, ৪ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত সিলেটের তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৬ দশমিক ৪, ৩৬ ও ৩৬ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অথচ অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে সিলেটে গড় তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি হওয়ার কথা। মাত্র এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লে বা কমলে আবহাওয়ার ব্যাপক অদলবদল হয়। তিনি বলেন, অনেক সময় নগরীতে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও তা হয় না। অথচ আশপাশের এলাকায় ঠিকই বৃষ্টিপাত হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ৫ অক্টোবরও এমন হয়েছে। সবুজ কমে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এমন হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

মিয়ানমারের জেনারেলদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার চিন্তা যুক্তরাষ্ট্র-ইইউর

ঢাকা ডেস্ক, ১০ অক্টোবর : রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়নের কারণে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে ভাবছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র। তবে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ওয়াশিংটন, ইয়াঙ্গুন ও ইউরোপভিত্তিক ডজনের ওপর কূটনীতিক ও সরকারি কর্মকর্তার কথায় মিয়ানমারের শীর্ষ জেনারেলদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ভাবনার কথা উঠে এসেছে।

সূত্র জানায়, এ বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ওয়াশিংটন ও ব্রাসেলস এ জন্য আরো কিছু দিন সময় নিতে পারে। রাখাইনে সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তা বাড়ানোরও আলোচনা চলছে। এক মাস আগেও মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি আলোচনায় ছিল না। এতেই প্রমাণিত হয় মিয়ানমারে ঘরবাড়ি ছেড়ে রোহিঙ্গাদের পালিয়ে যাওয়া পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের কতটা চাপে ফেলেছে।

রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দমন অভিযানের মুখে মাসখানেকের মধ্যে সোয়া পাঁচ লাখের মতো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলছেন, রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সেনা সদস্যরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মানুষ মারছে, ঘটছে ধর্ষণের ঘটনা। বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠলেও নিজেদের অবস্থান থেকে সরেনি মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ। এই হত্যাযজ্ঞ ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চির সমালোচনা চললেও অনেক পশ্চিমা কূটনীতিক দেশটিতে তার নেতৃত্বের বিকল্প দেখছেন না।

পাঁচ দশকের বেশি সময় সেনা শাসনে থাকা মিয়ানমারে গত বছরের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সু চির দল এনএলডি সরকার গঠন করলেও এখনো স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় দেশটির সেনাবাহিনীর হাতে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আগামী ১৬ অক্টোবর মিয়ানমার নিয়ে আলোচনায় বসবেন। তবে এই বৈঠকেই নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ আসবে না বলে মনে করছেন কর্মকর্তারা।

নেদারল্যান্ডসের উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী উলা তুয়ারেস জানিয়েছেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওপর আরো চাপ প্রয়োগের জন্য সঙ্কটটি আলোচ্যসূচিতে আনার চেষ্টা করছে কোপেনহেগেন। তেমনি মিয়ানমার নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের আলোচনা সম্পর্কে অবগত যুক্তরাষ্ট্রের দুইজন কর্মকর্তা বলেছেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ মিন অং হ্লাইংসহ বেশ কয়েকজন জেনারেল এবং রোহিঙ্গা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার অভিযোগ থাকা রাখাইন বৌদ্ধ মিলিশিয়াদের নেতাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে।

নিষেধাজ্ঞা আরোপ হলে তাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকা সম্পদ জব্দ, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষিদ্ধ এবং এদের সাথে আমেরিকানদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধসহ অন্যান্য কিছু বিষয় আসতে পারে। বিষয়টি নিয়ে ইউরোপ, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে আলোচনার কারণে ওয়াশিংটন এ বিষয়ে সাবধানতার সাথে এগোচ্ছে বলে জানান ওই কর্মকর্তারা।

ইয়াঙ্গুনে নিয়োজিত একজন সিনিয়র ইউরোপিয়ান কূটনীতিকও বলেন, পশ্চিমা দেশগুলো এই সঙ্কট মোকাবেলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। তারা এ বিষয়ে একমত যে, সমস্যার মূলে সেনাবাহিনী, বিশেষত কমান্ডার ইন চিফ, যেকোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপে যাকে 'টার্গেট' করা দরকার।

ইয়াঙ্গুনভিত্তিক কূটনীতিকেরা বলছেন, আলোচনার দ্বার খোলা রাখার জন্য প্রথম পর্যায়ে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ প্রতীকী হতে পারে। উদাহরণ দিয়ে তারা বলেন, গত বছর ব্রাসেলস, বার্লিন ও ভিয়েনা সফর করা সেনাপ্রধানের পরবর্তীতে ইউরোপ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে।

জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদ, ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনসহ বিশ্বের সোচ্চার মানুষ সহিংসতা বন্ধের বারবার দাবি জানালেও তাতে কর্ণপাত করেনি মিয়ানমার। তাই দেশটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছে পশ্চিমা বিশ্ব।

এরই মধ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জাতিগত নিধন ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনেছে জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থা। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালই একই অভিযোগ এনেছে। সংস্থাগুলো স্যাটেলাইট ইমেজ আর ভিডিওচিত্রে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অপকর্মের নজির তুলে এনেছে। এমন অবস্থায় মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকেই রাখাইনের জাতিগত নিধন পরিকল্পনার মূল অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের পরিকল্পনা নিয়েছে পশ্চিমা দেশগুলো।

'যুক্তরাষ্ট্রকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ট্রাম্প'

ঢাকা ডেস্ক, ১০ অক্টোবর : রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাবেক মিত্র বব কর্কার বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তার দেশ পরিচালনা নীতি হোয়াইট হাউজ পরিচালনার চেয়ে 'রিয়েলিটি শো'র জন্য বেশি উপযুক্ত। রোববার নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সঠিক পথে দেশ পরিচালনায় ট্রাম্পের যোগ্যতা নিয়ে সমালোচনা করে এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বব কর্কার।

মার্কিন এই প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে কর্কার বলেন, 'তিনি আমাকে উদ্বিগ্ন করেছেন। আমাদের দেশ নিয়ে যারা ভাবেন তাদের যে কাউকেই তিনি উদ্বেগে ফেলতে পারেন।' তিনি বলেন, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্রাম্প ও তার দলীয় সহকর্মীরা এমন এক ধরনের রিয়েলিটি শো পরিচালনা করছেন যার শেষ নেই। অন্য দেশকে ধারাবাহিকভাবে হুমকি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে নিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প।

রোহিঙ্গা মা ও নবজাতকের টিকে থাকার গল্প

ঢাকা ডেস্ক, ৯ অক্টোবর : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গারা দেশটিতে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে। অসহায় লাখো রোহিঙ্গা জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে।

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা ৯ মাসের গর্ভবতী রশিদার সঙ্গে ৮ সেপ্টেম্বর বিবিসির সাংবাদিকের দেখা হয়। তার পর থেকেই ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত রশিদাকে নজরদারিতে রাখেন বিবিসির এই সাংবাদিক। তিনি জানার চেষ্টা করেন, গর্ভবতী রশিদার প্রতিদিনকার জীবনযাপন ও নবজাতক সন্তানকে বাঁচাতে তার সংগ্রামের আদ্যোপান্ত।

রশিদা জানান, 'আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না। আমি গর্ভবতী, কিছু যে খাব, সে ব্যবস্থাও ছিল না। ভাত, শাকসবজি তো নয়ই। গর্ভাবস্থায় পালিয়ে আসার সময়টাতে আমি একেবারে না খেয়ে ছিলাম।'

গর্ভাবস্থায়ই রশিদাকে আরেকটি সন্তানকে কোলে নিয়ে পরিবারের সঙ্গে পথ চলতে দেখা যায়। পরিবারে রয়েছে বৃদ্ধাও। তিনি পথ চলেন পরিবারের পুরুষ সদস্যের ওপর ভর করে। একটু হাঁটতেই দেখা যায়, আশ্রয় নিতে গেলে অন্য রোহিঙ্গাদের ভিড়ে তারা জায়গা পাচ্ছেন না। মিয়ানমার থেকে দিনের পর দিন খেয়ে না খেয়ে গর্ভাবস্থায় শিশু-বৃদ্ধা, তল্পিতল্পাসহ হেঁটে বাংলাদেশে এসেও রশিদাকে হাজার হাজার রোহিঙ্গার মধ্যে জায়গা পেতে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়েছে। অবশেষে রশিদা ও তার স্বামী থাকার মতো একটু জায়গা পান। সেখানে পরিবারের ১৫ জন সদস্য নিয়ে তারা নতুন করে যাত্রা শুরু করেন।

রশিদা আরো জানান, 'আমার যখন প্রসবব্যথা ওঠে, তখন কোনো ওষুধ ছিল না। এমনকি কোনো চিকিৎসক ছিলও না যে আমাকে সাহায্য করবে। ওই সময় আমার পরিচিত একজনকে পাই, পরে তার মা আসেন। তার সাহায্যেই আমি সন্তান প্রসব করি।'

ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকটা বাঁশের খুঁটি, তার ওপর পলিথিন-বাঁশের ছাউনি। এই ঝুপড়ি ঘরের এক পাশে পলিথিন-বাঁশের হালকা একটা বেড়া থাকলেও বাকি তিন পাশই ফাঁকা। স্যাঁতস্যাঁতে মাটির এই ঝুপড়ি ঘরেই রশিদা সন্তান প্রসব করেন।

সন্তান জন্মদানের পরও বিশাল রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে রশিদার চিন্তার শেষ নেই। রশিদা জানান, 'আমি শুনেছি, এখান থেকে নাকি শিশু চুরি হয়ে যায়। আমাদের ঝুপড়ি ঘরের কোনো দরজা নেই, বেড়াও নেই। তাই সারা রাত জেগে সন্তানকে পাহারা দেই।' কিন্তু আর ১০টা মায়ের মতোই রশিদা স্বপ্ন দেখেন, তার সন্তান খাবার, ওষুধ, চিকিৎসা পাবে। সুস্থ-সবল, সুখী জীবনযাপন করবে। কিন্তু রশিদার শঙ্কা– এই জনবহুল শরণার্থী শিবিরে কি তা সম্ভব হবে? আরো ১০ জন রোহিঙ্গার মতো রশিদা আদৌ জানেন না তার ও সদ্যজাত সন্তানের কপালে কী আছে।

রোহিঙ্গাদের দুর্দশার আলোচনা নেই মিয়ানমারে

ঢাকা ডেস্ক, ১০ অক্টোবর : মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর প্রায় দেড় মাস ধরে দেশটির সেনাবাহিনীর দমন অভিযানে সেখানে মানবিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দেশটির বৃহত্তম নগরী ইয়াঙ্গুনে তার কিছুই টের পাওয়া যায় না।

সহিংসতা বন্ধ, অস্থিতিশীলতার প্রতিকার ও মানবিক সহায়তার সুযোগ দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে রয়েছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দেশটির বৃহত্তম নগরীটি দৃশ্যত শান্ত। এখানে রয়েছে পরিষ্কার সড়ক, সবুজ পরিবেশ ও ট্রাফিক জ্যাম থাকলেও তা শৃঙ্খলাপূর্ণ। পরিপাটি পোশাক পরে দৈনন্দিন কাজে যাচ্ছে নারী-পুরুষেরা। এখানকার লোকেরা রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করে না। মিডিয়ায় তাদেরকে বাঙালি মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করে। এমনকি অনেকে তাদেরকে অবৈধ বাংলাদেশী বলে বর্ণনা করে। রোহিঙ্গা সঙ্কট কয়েক সপ্তাহ ধরে সারা বিশ্বের মিডিয়াগুলোর শিরোনাম হতে থাকলেও এখানকার সংবাদমাধ্যমগুলোতে রোহিঙ্গাদের দুর্দশার কথা কদাচিত উল্লেখ করা হয়। বরং মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গণকবর অবিষ্কারের কাহিনী ফলাও করে বর্ণনা করা হয়। এগুলো আরসার হাতে নিহত হিন্দুদের লাশ বলে দাবি করা হয়।

তুরস্ক-যুক্তরাষ্ট্র পালটাপালটি ভিসা বাতিল

ঢাকা ডেস্ক, ১০ অক্টোবর : নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে পারস্পরিক ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্ক। গত সপ্তাহে তুরস্কে মার্কিন মিশনের এক কর্মকর্তাকে আটকের অভিযোগে তুর্কি নাগরিকদের ভিসা বাতিল করে যুক্তরাষ্ট্র। এর কিছুক্ষণ পরই তুরস্ক থেকেও আসে একই ঘোষণা।

যুক্তরাষ্ট্র মিশন থেকে বলা হয়, তাদের কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে তুরস্ক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের সেই প্রতিশ্রুতির পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভিসা সার্ভিস সীমিত করে আনা হয়। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোববার ওয়াশিংটনে অবস্থিত তুরস্কের দূতাবাসও একই সিদ্ধান্ত নেয়। তারা 'নন-ইমিগ্রান্ট' ভিসা সার্ভিস স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। এ বিষয়ে ওয়াশিংটনে তুরস্কের দূতাবাস থেকে একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে তুরস্ক সরকার তার মিশন এবং এতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ন করতে বাধ্য হচ্ছে তুরস্ক সরকার।

গত সপ্তাহে মার্কিন কনস্যুলেটের এক কর্মকর্তাকে ইস্তাম্বুল থেকে আটক করা হয়। তুরস্কের গত বছরের ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনায় ওই কনস্যুলেট কর্মীর সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সন্দেহ থেকেই তাকে আটক করা হয়। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আনাদোলু নিউজ এজেন্সির এক খবরে জানানো হয়েছে, আটক হওয়া ওই কনস্যুলেট কর্মী তুরস্কের নাগরিক। তবে এ অভিযোগের নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা জানায় এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এ পদক্ষেপে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে।

রাশিয়ার দিকে ঝুঁকছে মার্কিন মিত্ররা

ঢাকা ডেস্ক, ১০ অক্টোবর : সম্প্রতি রাশিয়া থেকে অত্যাধুনিক এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে তুরস্ক। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিকবাহিনীর দেশ তুরস্ক গত এক বছর ধরেই সিরিয়ায় মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে রাশিয়ার সাথে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড করছে। একইভাবে সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ সম্প্রতি ঐতিহাসিক এক সফরে মস্কো গিয়ে বেশ কিছু সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করেছেন। তিনিও তার দেশের জন্য রাশিয়া থেকে এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক পুরনো মিত্র পাকিস্তান মস্কোর সহযোগিতায় ৬০০ মেগা ওয়াটের বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে সম্মত হয়েছে, রাশিয়া থেকে হেলিকপ্টার ও প্রতিরক্ষাসামগ্রী কিনেছে এবং যৌথ সামরিক মহড়া করেছে রুশ বাহিনীর সাথে।

অথচ এই তিনটি দেশই স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকে ওয়াশিংটনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেছে। দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে ওয়াশিংটনের ছায়া হিসেবে কাজ করেছেন ও ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে যুক্তরাষ্ট্রের

পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রেখেছেন।

ওয়াশিংটন-আঙ্কারা সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বুঝতে একটি উদাহরণই যথেষ্ট যে, তুরস্কের ইনজারলিক বিমানঘাঁটি থেকে মার্কিন বোমারু বিমান সিরিয়ায় বোমা ফেলছে। ঘাঁটিটিতে প্রায় ৫০টি বি-৬১ বোমারু বিমান ও হাইড্রোজেন বোমা মোতায়েন রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘাঁটিটির নিরাপত্তার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য ২০১৬ সালে জুলাইয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ঘাঁটির কমান্ডার জেনারেল বেকির এরকান ভ্যানসহ ৯ কর্মকর্তাকে অভ্যুত্থান চেষ্টায় সমর্থনের দায়ে গ্রেফতার করেছিল তুরস্ক। ঘাঁটির লোকদের বাইরে আসা-যাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। সে সময় ঘাঁটির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। একইভাবে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বুঝতে একটি বিষয় জানা দরকার যে, স্নায়ুযুদ্ধের সময় আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের গোয়েন্দা শক্তি ও উপসাগরীয় অর্থ কাজে লাগিয়েছে ওয়াশিংটন।

এটা ঠিক যে, যুক্তরাষ্ট্র মিলিশিয়াদের সহায়তা করে– তবে তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য। যেমন জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করার পর আফগান মুজাহিদদের আর সহায়তা দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র।

মস্কোর সাথে আঙ্কারার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পাওয়া তুর্কি নেতা ফতহুল্লাহ গুলেনের অনুসারীদের দ্বারা অভ্যুত্থান চেষ্টা। তবে এই সম্পর্ক উন্নয়নের শিকড় আরো গভীরে, যেখানে আছে সিরিয়া নীতি নিয়ে তুরস্কের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিভক্তি। ২০১৪ সালে আইএস ইরাকের বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র তাদের সিরিয়া ও ইরাক নীতিতে কুর্দিদের অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে। মনে রাখা দরকার যে, সিরিয়া ও ইরাকের সঙ্ঘাত মূলত তিনপক্ষীয়– সুন্নি আরব, শিয়া আরব ও সুন্নি কুর্দি। আইএসের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করার পর যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের শিয়া সরকারে সহযোগিতা নিয়েছে, যদিও শিয়া আরবদের ওপর তাদের আস্থা কম। কারণ শিয়া আরবরা সব সময়ই ইরানপন্থী হিসেবে পরিচিত।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের আঞ্চলিক দলগুলোর উদ্বেগ ছিলো যে, সৌদি আরব, জর্ডানসহ অন্যান্য উপসাগরীয় আরব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সিরিয়া ও ইরাকের কুর্দিদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়ে আপত্তি করবে না। কারণ যেকোনো মূল্যে ওই অঞ্চলে ইরানের হুমকি মোকাবেলা করতে চায় ওই দেশগুলো। অন্য দিকে ইরানের হুমকির চেয়েও দক্ষিণাঞ্চলীয় কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিল তুরস্ক। বিশ্বের সমালোচনা সত্ত্বেও কুর্দিরা স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট আয়োজন করার পর যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কামাল আতাতুর্কের সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুর্কি ক্ষমতাসীনদের। কিন্তু কুর্দিদের সমর্থনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তুরস্কের একে পার্টির সরকার হয়তো স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার প্রতিপক্ষ রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইছে।

রাখাইনে অনাহারে তিন লাখ রোহিঙ্গা নতুন করে উদ্বাস্তুর ঢল নামার আশঙ্কা

াকা ডেস্ক, ৯ অক্টোবর : মিয়ানমারের গণহত্যার নতুন হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে খাদ্য-পানির অভাব ও দুর্ভিক্ষকে। মিয়ানমার সরকার ও সামরিক বাহিনীর আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে নতুন করে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর জোয়ার আসবে। মিয়ানমারে এখনো অবস্থানকারী প্রায় তিন লাখ রোহিঙ্গা বাধ্যতামূলক শ্রম, চাঁদাবাজি ও হয়রানিসহ ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন। সেখানকার পরিস্থিতি এখন এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, সামনের কয়েক দিনে বা সপ্তাহে আরো হাজার হাজার রোহিঙ্গা শহর ও গ্রামগুলোতে তাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হবেন।

সেখানকার ক্ষেতের ফসল তোলার সময় এখন। রোহিঙ্গা কৃষকেরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অবশিষ্ট যারা এখনো সেখানে রয়ে গেছেন, তারাই জোরপূর্বক শ্রম আদায়ের সম্ভাব্য শিকারে পরিণত হয়েছেন। তারা এখন সেনাবাহিনীর চাঁদাবাজির শিকার হচ্ছেন। পালিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গারা লুট করা গবাদি পশু কিনতে তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে। এসব পশুর দাম বাজারমূল্যের তিন গুণ ধরা হচ্ছে। কেউ তা কিনতে অস্বীকার করলে তাকে গ্রেফতার করারও ভয় দেখানো হচ্ছে।

মংডুর ওলফায় নামের একটি গ্রামের নিরাপত্তাচৌকির কাছে অবস্থিত বেশির ভাগ বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে, নিরাপত্তাবাহিনী সেগুলো পুড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া রাখাইনের মংডুতে তিন দিন আগে নিরাপত্তাবাহিনীর সাথে মগরা মিলে রোহিঙ্গাদের অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। যুক্তরাজ্যের বার্মিজ রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'বার্মায় রোহিঙ্গারা এখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। সেখানে ত্রাণসহায়তা পাঠানোর ওপর বিধিনিষেধ তুলে নিতে মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনীকে সত্যিকার চাপ দিতে না পারলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সব রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছাড়তে বাধ্য হবে।' তিনি বলেন, 'মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করছে না।'

ড্রোন ভিডিওতে রোহিঙ্গাদের বিপন্নতা ঃ এদিকে বিবিসি জানায়, সম্প্রতি প্রচার হওয়া বাংলাদেশের রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরের এক ভিডিওতে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপন্ন ওই জনগোষ্ঠীর মানবিক আর্তনাদ ধরা দিয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ১৩টি মানবাধিকার সংগঠনের নেটওয়ার্ক ডিজাস্টার ইমার্জেন্সি কমিটি চলতি মাসেই ভিডিওটি ধারণ করে।

ডিজাস্টার ইমার্জেন্সি কমিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায়, কক্সবাজারের বালুখালি সীমান্তে ওই ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে। এতে বিপন্ন রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানবিক আর্তনাদ ধরা দিয়েছে।

২৫ আগস্ট নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপোস্টে কথিত বিদ্রোহীদের হামলার পর ক্লিয়ারেন্স অপারেশন জোরদার করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। ওই সহিংসতায় এ পর্যন্ত ৫ লাখ ১৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পূর্বের চার লাখের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সব মিলে প্রায় ৯ লাখ রোহিঙ্গা এখন বাংলাদেশের আশ্রয়ে। ঢাকায় জাতিসঙ্ঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াকিনস আগামী ছয় মাসে আরো তিন লাখ রোহিঙ্গার বাংলাদেশে প্রবেশের আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন ক'দিন আগেই। বাংলাদেশে রোহিঙ্গার সংখ্যা ১২ লাখে পৌঁছতে পারে বলে আশঙ্কা জানিয়েছিলেন তিনি।

নিজ দেশে নৃশংসতার শিকার হয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা মানবিক বিপর্যয়ের মুখে রয়েছেন। খাদ্যসঙ্কট দিনকে দিন প্রকট হচ্ছে। পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা সেখানে সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আশ্রয় শিবিরগুলোতে কলেরাসহ পানিবাহিত অন্যান্য রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মিয়ানমারকে অবশ্যই একঘরে করতে হবে

দেশ ডেস্ক, ১ অক্টোবর : মিয়ানমারের সাবেক সামরিক জান্তার সাথে বর্তমান সরকারের কোনো পার্থক্য নেই। তাই এখনই জরুরি ভিত্তিতে মিয়ানমারকে আগেকার মতো একঘরে করে এড়িয়ে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে যা করা প্রয়োজন তার সাথে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। অনলাইন গালফ নিউজের এক সম্পাদকীয়তে এ কথা বলা হয়েছে।

'মিয়ানমার মাস্ট বি শানড অ্যান্ড আইসোলেটেড' শীর্ষক ওই সম্পাদকীয়তে আরো বলা হয়, এ ক্ষেত্রে জরুরিভিত্তিতে পরিকল্পনা নিতে পারে জাতিসঙ্ঘ। সব সময় যেভাবে করেছে ঠিক সেভাবেই ভাইদের সাহায্য করতে পাশে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এতে আরো বলা হয়, গত প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে পাঁচ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। কৃষিজমি, বন পেরিয়ে তারা উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়েছেন নিষপেষণ ও হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই পেতে। এসব অপরাধ করছে ইয়াংগুনের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী ও সেনারা। নিজ দেশে নিষপেষণ থেকে রক্ষা পেতে পালানো মাঝে মধ্যেই ট্রাজেডিতে পরিণত হচ্ছে। শুধু বুধবার রাতে কক্সবাজার সৈকতে ভেসে উঠেছে ১৫ রোহিঙ্গার লাশ।

রোহিঙ্গাদের এককভাবে বেছে নেয়া হয়েছে একটি কারণে– মাত্রই একটি কারণে– তা হলো তারা মুসলিম। মিয়ানমারে সরকার স্বীকৃত কমপক্ষে ১৩০টি জাতিগোষ্ঠীর বসবাস আছে। কিন্তু প্রজন্মের পর প্রজন্ম মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গারা বসবাস করলেও তাদের স্বীকৃতি দেয়নি রাষ্ট্র। উলটো দশকের পর দশক চাপাতি ও অস্ত্র হাতে উগ্রপন্থীরা তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। পুড়িয়ে দিয়েছে মসজিদ। টার্গেট করেছে মুসলিম সংখ্যালঘুদের। পুড়িয়ে দিয়েছে তাদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। আগস্টের শেষের দিকে সেখানে সেনাবাহিনী পুরোদমে নৃশংস অভিযান শুরু করেছে বিপর্যস্ত ও নিরস্ত্র রোহিঙ্গাদের ওপর।

যেভাবে পুলিশের চোখ ফাঁকি দেন হানিপ্রিত

ঢাকা ডেস্ক, ৯ অক্টোবর : পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ৩৮ দিন ধরে পালিয়েছিলেন ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ভারতের বিতর্কিত ধর্মগুরু গুরমিতের সাথী হানিপ্রিত। ১৭ বার মোবাইল ফোনের সিমকার্ড বদলে, কখনো ছদ্ম নাম নিয়ে আবার কখনো ছদ্মবেশ ধরে পালিয়ে ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, যখনই ভুয়া সিমকার্ড ব্যবহার করেছেন, তখনই সেই ফোনে ইচ্ছা করে দিয়েছেন ভুল লোকেশন। পুলিশি জেরায় তিনি এসব জানিয়েছেন। তাই তার নাগাল পেতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে পুলিশ। যে ৩৮টি সিম কার্ড ব্যবহার করেছিল হানিপ্রিত, তার মধ্যে তিনটি সিমকার্ড ছিল আন্তর্জাতিক। ১৬টি ছিল দেশীয়, প্রতিটি সিম ব্যবহার করা হতো আলাদা আলাদা, দু'টি মোবাইল ফোনে কথা বলা নয়, যোগাযোগ করার জন্য হানিপ্রিত ব্যবহার করতেন হোয়াটসঅ্যাপ।

পুলিশ সূত্র জানায়, অন্যতম সহযোগী সুখদীপ কউরের সাথেই বেশি কথা হতো হানিপ্রিতের। কমপক্ষে তিন-চারটি আলাদা নম্বর ব্যবহার করে সুখদীপের সাথে কথা বলতেন তিনি। তবে ঠিক কী কথা হতো তাদের মধ্যে তা জানা যায়নি। হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনের বেশির ভাগই এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা।

পঞ্চকুলায় হিংসা ছড়ানোর ক্ষেত্রে হানিপ্রিতের কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখতে সিমগুলোর বিস্তারিত তথ্য প্রয়োজন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাদের দাবি, জেরায় হানিপ্রিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন না।

দুই শিষ্যকে ধর্ষণের অভিযোগে গত ২৫ আগস্ট গুরমিতের ২০ বছর কারাদণ্ড ঘোষণার দিন থেকেই ফেরারি ছিলেন হানিপ্রিত। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আদালত থেকে জেলে যাওয়ার পথে ধর্ষক গুরমিতকে নিয়ে পালানোর ছক কষেছিলেন তিনি। পাশাপাশি গুরমিতকে দোষী সাব্যস্ত করার পর সিরসা ও পঞ্চকুলায় যে সহিংসতা ছড়িয়েছিল, তার নেপথ্যে উসকানি দেয়ার অভিযোগও রয়েছে হানিপ্রিতের বিরুদ্ধে। ওই হামলায় ৪১ জন মারা গিয়েছিলেন। আহত হয়েছিলেন পাঁচশোর বেশি মানুষ।

ধর্ষণ মামলায় গুরমিত সিংয়ের সাজা ঘোষণার পর গায়েব হয়ে যান হানিপ্রিত।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্ট

নির্বাচন

বদরুল-মীরু-আনছার পরিষদে

Wr oJTJ্য়   ŒnJa Khj

নির্বাচন

১৫ই অক্টোবর'17

ßrJ\ rKmmJr

Venue: **The Ensign Youth Club**
Wellclose St, London E1 8HY
(Nearest station: Shadwell)
Casting Time: 10am-6pm

IJxxJuJo IJuJATo
kmJxL mJuJV† SxoJjLjVr FcPTvj aJP^r xÿJKj f aJK^mª
Wr kqJPjPur kã ßgPT IJkjJPhr kKf Kmjo ÉPnòJ S IKnj ªjÇ IJkjJrJ KjÁ~A ImVf IJPZj, IJVJoL 15 IPÖJmr, rKmmJr mJuJV† SxoJjLjVrmJxLr ßVRrm S GKfPyqr kfLT kmJxL mJuJV† SxoJjLjVr FcPTvj aJP^r K©-mJKwT KjmJYj IjKÔf yPf pJPòÇ KjmJYPj IÄvVyPer uPãq KjPo CPuKUf kKrwh KjP~ IJkjJPhr xJoPj yJK\r yP~KZ pJ KjiJrPe Pj~J yP~PZ mqJkT xfTfJÇ IJorJ kJiJjq KhP~KZ kJgLPhr ßpJVqfJ FmÄ xffJPTÇ kJvJkJKv hA CkP\uJr 14Ka ACKj~j FmÄ pÜrJP\qr IjqJjq vyPrr প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিষয়ে আমরা নজর দিয়েছি। এর ফলে IJoJPhr kÅ্যানেলটি সামগ্রিকভাবেই গোটা বালাগঞ্জ এবং ওসমানীনগরকে এক xPfJ~ ßmPiPZÇ

ঘর প্যানেলে আমরা যেমন অভিজ্ঞ প্রার্থীকে গুরুত্ব দিয়েছি তেমনি তরুণ ও এদেশে ßmPz CbJ jfj k\jPTS xoJjnাবে অগ্রাধিকার দিয়েছি, jিJj-kmLPer FA ßoum°j xÄVbPjr TJK-ãf Cj~j KjKÁPf mqJkT nKoTJ rJUPm mPuA IJoJPhr KmvJxÇ KjmJYPj IÄvVyeTJrL kJgLPhr xÄKã¬ kKrKYKf IJkjJPhr xJoPj fPu irKZÇ IJorJ KmvJx TKr, ßpJVq ßjff KjmJYPj kJgLPhr IKnùfJ S KvãJVf ßpJVqfJ IJkjJrJ KmPvwnJPm ouqJ~e TrPmjÇ FZJzJ xÄVbPjr xJKmT Cj~Pjr uPãq IJoJPhr nKmwqf kKrT·jJ xh~ KmPmYjJr \jq IJkjJPhr xJoPj fPu irKZÇ

xÿJKj f aJK^,

IJkjJPhr TÓK\f Ig, vo FmÄ ßoiJr xojP~ KfPu KfPu FA aJ^ FTKa **মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সকল অশুভ শক্তি মোকাবেলা করে অতীতে যেমন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আমরা ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছি, তেমনি বর্তমান** TKoKar IxoJ¬ TJpâo xŒj TrJr fgJ pPVJkPpJVL jfj khPãk VyPer uPãq Wr kqJPjPur kPã IJkjJPhr xKmPmKYf rJ~ S ßhJ~J kfqJvJ TKrÇ oyJj IJuJy IJoJPhr xmJr xyJ~ ßyJjÇ

বদরুল ইসলাম
ßY~JrkJxj kJgL

যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশের সামাজিক অঙ্গনে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। একজন দক্ষ সংগঠক ও নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। তিনি ১৯৬৮ইং সালে ওসমানীনগর উপজেলাধীন খুজগীপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বদরুল ইসলাম দশ বছর বয়সে বাবা-মায়ের সাথে যুক্তরাজ্যে বসবাসের জন্য চলে আসেন। তিনি স্টকওয়েল ম্যানর স্কুল থেকে ও-লেভেল এবং লামব্যাথ কলেজ থেকে এ-লেভেল পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

খুজগীপুর গ্রামের বিশিষ্ট সমাজকর্মী মরহুম জনাব হাসিদ আলী এবং জাহানারা বেগম এর প্রথম পুত্র বদরুল ইসলাম একজন দানশীল ব্যক্তি। তিনি খুজগীপুর মান উল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষানুরাগী সদস্য, এ স্কুলের প্রায় অর্ধশতাধিক গরীব- অসহায় ছাত্র-ছাত্রীর সম্পূর্ণ বেতন তিনি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রদান করেন এবং মেয়েদের নামাজের স্থান ও অফিস সংস্কারে অনুদানসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নেবারাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও বহু স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় তাঁর আর্থিক অনুদান রয়েছে। তিনি দেওয়ান আবদুর রহিম স্কুল ও কলেজের দাতা সদস্য, গহরপুর মাদ্রাসা যুক্তরাজ্য কমিটির ট্রাস্টি।

জনাব বদরুল ইসলাম প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্ট এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান সফল চেয়ারপার্সন। তাঁর নেতৃত্বে প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ট্রাস্টের বাংলাদেশে স্থায়ী অফিস নির্মাণ এবং চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন হতে যাচ্ছে।

বিশিষ্ট ক্যাটারার্স বদরুল একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে ব্রিটেনের সর্ব মহলে পরিচিত। বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের বহু সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতি, গরীব কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বদরুল ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে চার সন্তানের জনক, সজ্জন, জনদরদী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তিনি আপনাদের সুবিবেচিত রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

মিজানুর রহমান মীরু
xJiJre xŒJhT kJgL

একজন কথাশিল্পী, কবি ও প্রাবন্ধিক। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে কাজ করে আসছেন। প্রগতিশীল অঙ্গনে উজ্জ্বল ও পরিচিত নাম মিজানুর রহমান মীরু jæই দশকের জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা 'রোদ্দুর' এর সম্পাদক এবং ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজের বিভিন্ন দেয়াল পত্রিকা ও সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ 'লাবণ্যের খোয়াব' *(KmvãJKyfq nmj, dJTJ 2012)* 'শূন্যতা এবং রোদ্দুর' *(একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬ চৈতন্য kTJvjL)* পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত। এছাড়া বিভিন্ন পত্রিকা, সাময়িকী ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন।

তিনি ঐতিহ্যবাহী বালাগঞ্জ উপজেলার সুপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের থানা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক মরহুম জনাব মখলিছুর রহমান ও মরহুম হোসনে আরা চৌধুরীর কনিষ্ঠ সন্তান এবং সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তাকুর রহমান মফুর এর সহোদর। ১৯৭৭ সালে বালাগঞ্জের জিনারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে ওঠার সুবাদে কিশোর বয়স থেকেই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৯২ সালে জালালাবাদ সাংস্কৃতিক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, বাংলা কৃষ্টি কেন্দ্র, যুক্তরাজ্যের সাধারণ সম্পাদক, জালালাবাদ ছাত্র পরিষদ এর আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ঝংকার, রংধনু থিয়েটারসহ বহু সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে কাজ করেন। ১৯৯৭ সালে এমসি কলেজ থেকে ওয়াইটিসি এর ভারত ও নেপাল সফরকারী আট সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

মিজানুর রহমান মীরু দাতা সংস্থা World bank ও IDCOL এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের প্রান্তিক গরীব জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুত সুবিধার আওতায় নিয়ে আসার জন্য গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় নির্মিত সোলার মিনি গ্রীড বিদ্যুত প্রকল্পের পরিচালক প্রতিষ্ঠান BBTIL এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীনে সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে বিএ অনার্স সম্পন্ন করেন ও মাস্টার্স অধ্যয়ন করেন।

প্রবাসী বালাগঞ্জ- ওসমানীনগর উপজেলা সমিতির সদস্য, এডুকেশন ট্রাস্ট এবং গরীব কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি মীরু ব্যক্তিজীবনে তিন সন্তানের জনক; সদাহাসোজ্জ্বল, সদালাপী এবং বিনয়ী। তিনি আপনাদের সুবিবেচিত রায় ও দোয়া প্রার্থী।

ßoJ: IJjZJr Ko~J
ßTJwJiqã kJgL

একজন উদীয়মান সমাজসেবক। তাজপুর ইউনিয়নের কাজিরগাঁও গ্রামের মরহুম আপ্তাব আলী ও আকলুছা বেগমের তৃতীয় পুত্র, তিনি ১৯৯৭ইং সালে মঙ্গলচন্ডী নিশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগ পেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাজপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে ১৯৯৯ইং সনে কৃতিত্বের সাথে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একই কলেজে বিএ (পাস) কোর্সে অধ্যয়নকালীন অবস্থায় তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। সাবেক ছাত্রনেতা আনছার তাজপুর ডিগ্রি কলেজ ছাত্র সংসদ (১৯৯৮-৯৯ইং) এর সহ সমাজসেবা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি নিউইয়র্ক ইসলামিক সেন্টার, নটিংহাম এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত। তাজপুর ফুরকানিয়া মাদ্রাসা এবং তাজপুর জামেয়া উসমানিয়া ইসলামিয়া মহিলা টাইটেল মাদ্রাসার নিয়মিত দাতা হিসেবে প্রতি বছর ২৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করে আসছেন। দারুল কোরআন ইসলামিয়া মাদ্রাসা মাটিহানির আজীবন দাতা সদস্য এবং তাজপুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ভবন নির্মাণ করে দেন।

তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। নটিংহামশায়ারে ক্যাসল ক্যুজিন রেস্টুরেন্ট এবং ক্যাসল ফ্রাইড চিকেন টেইওয়ে এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আনছার মিয়া প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর উপজেলা সমিতির সদস্য, বালাগঞ্জ ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্ট এবং গরীব কল্যাণ ট্রাস্ট এর একজন ট্রাস্টি। তিনি আপনাদের সুবিবেচিত রায় ও দোয়া প্রার্থী।

IJ»r ryoJj
Kx{j~r nJAx ßY~JrkJxj kJgL

গ্রাম: তিলাপাড়া, ইউনিয়ন: বুরুঙ্গা, পিতা মরহুম ইঞ্জেদ আলী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান- বুরুঙ্গা ইউনিয়ন)। ১৯৮২ সালে এসএসসি সম্পন্ন করে তিনি বাবার সাথে ব্যবসার মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘদিন ব্যবসা পরিচালনার পর ১৯৮৯ সালে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। পিতার আদর্শের অনুসারী আবদুর রহমানের সমাজ সেবার অঙ্গনে রয়েছে সরব উপস্থিতি। ইতিপূর্বে তিনি প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতির ইসি মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বুরুঙ্গা ইউনিয়ন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আবদুর রহমান পূর্ব তিলাপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার আজীবন সদস্য। এছাড়া বুরুঙ্গা ACKj~j এবং তার নিজ গ্রামের স্কুল, মাদ্রাসা মসজিদ ও রাস্তা উন্নয়নে অবদান রাখেন, গরীব মানুষের কল্যাণে আবদুর রহমান সর্বদা উদার হস্ত, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে তিনি আপনাদের রায় ও দোয়া কামনা করেন।

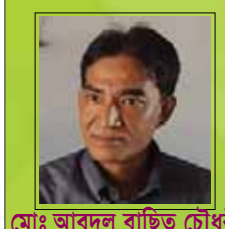

মোঃ আবদুল বাছিত চৌধুরী
nJAx ßY~JrkJxj kJgL

মোঃ আবদুল বাছিত চৌধুরী, পিতা মোঃ আবদুল খালিছ চৌধুরী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান ১৪ নং পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়ন), গ্রাম মধুরাই ৬নং পূর্বগৌরীপুর ইউনিয়ন। দনারাম উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি ও ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে এইচএসসি এবং ছাতক ডিগ্রী কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান পূর্বগৌরীপর উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি। বর্তমানে লুটন বালাগঞ্জ ওসমানীনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক। রাজনৈতিক অঙ্গনে রয়েছে আবদুল বাছিত চৌধুরীর সরব উপস্থিতি। তিনি গরীব কল্যাণ ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি এবং লুটন কনজারভেটি পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য। ভাইস চেয়ারপার্সন পদপ্রার্থী বাছিত আপনাদের রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

ßoJ" mJyJCK¨j
nJAx ßY~JrkJxj kJgL

খাপন মোকামবাড়ীর ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম শেখ তাজ (রা.) এর উত্তর পুরুষ শেখ বাহাউদ্দিন, দয়ামীর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম মোঃ আছদ্দর আলী সাহেব এর দ্বিতীয় পুত্র।

১৯৮০ ইং সালে কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এসএসসি, তারপর বি.বাড়িয়া সরকারী কলেজ এর ছাত্র, ইউকে থেকে লেভেল-৩ এইচএনডি ইন বিজনেস কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি কুরুয়া হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি (১৯৯৫-৯৬ইং) অধুনালুপ্ত কুরুয়া কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কুরুয়া মাদ্রাসার সাবেক সহ সভাপতি (১৯৮৫-৮৬ইং)। মো: বাহা উদ্দিন একজন নি:স্বার্থ সমাজসেবক, রাজনীতির অঙ্গনে রয়েছে তার সরব উপস্থিতি।

তারা চার ভাই এক বোন, বড় ভাই সমাজের পরিচিত মুখ মো: কবির উদ্দিন, ২য় ভাই আনছার উদ্দিন ও ছোট্ট ভাই এসটিএম ফখর উদ্দিন বর্তমানে দয়ামীর ইউপির চেয়ারম্যান। তিনি আপনাদের রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

দিলওয়ার হোসেন
সহ সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী

লুটনে বসবাসরত সমাজসেবার অঙ্গনের পরিচিত মুখ দিলওয়ার হোসেন সাদীপুর ইউনিয়নের কাগজপুর গ্রামের মরহুম হাজী আবুল হোসেন (প্রাক্তন মেম্বার) ও কাজী জোবেদা বেগমের প্রথম পুত্র। শিক্ষা জীবনে দিলওয়ার স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কাতিয়া মাদ্রাসা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে ১৯৯২ সনে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন, লুটনের বার্নফিল্ড কলেজ থেকে এ লেভেল সম্পন্ন করেন।

সমাজ সেবার অঙ্গনে দিলওয়ার অতীতে বিভিন্ন সংগঠনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, বর্তমানে তিনি লুটন বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন, আগামী নির্বাচনে সহ সম্পাদক পদপ্রার্থী দিলওয়ার আপনাদের সুচিন্তিত রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

মোঃ আবদুল আজিজ ইসলাম (সোহেল)
সহ সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী

বালাগঞ্জ উপজেলার দেওয়ান বাজার ইউনিয়নের অন্তর্গত বড়জমাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাজী মোঃ আবদুর রহিম। পেশায় সোহেল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার এবং সিসিটিভি সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে মাইল এন্ড হসপিটালে কর্মরত। দেওয়ান আবদুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এখানে নিউহ্যাম কলেজ থেকে এইচএনডি সম্পন্ন করেন। তিনি দেওয়ান আবদুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের আজীবন দাতা সদস্য, উক্ত প্রতিষ্ঠানের যুক্তরাজ্যস্থ ডেভেলপমেন্ট কমিটির সহ কোষাধ্যক্ষ, প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর উপজেলা সমিতির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, গহরপুর-মাদ্রাসা বাজার উন্নয়ন সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক, জিএসসি এর সদস্য এবং গহরপুর মাদ্রাসা ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি। সমাজ উন্নয়নের নিরলস কর্মী। সোহেল আপনাদের সুচিন্তিত রায় ও দোয়া প্রার্থী।

ঘর প্যানেলে ভোট দিন

ট্রাস্টের সাফল্যময় অগ্রযাত্রায় সঙ্গী হোন, বিশ্বাসে এবং ভরসায়।

বাবুল আহমদ কামালী
সহ কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী

বোয়ালজুড় ইউনিয়নের বানিগাও নিবাসী বাবুল আহমদ কামালী, পিতা গেদন মিয়া, মাতা ছালাতুন বেগম। বাবুল আহমদ একজন নিবেদিত প্রাণ সমাজসেবক। ইতিপূর্বে তিনি বালাগঞ্জ ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্টের ইসি মেম্বার হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পরীক্ষিত এই সমাজকর্মী প্রিমরোজ হিল হাই স্কুল থেকে জিসিএসসি পাশ করেন। বর্তমানে তিনি বোয়ালজুড় ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন সফল রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ী। আসন্ন নির্বাচনে বাবুল সহ কোষাধ্যক্ষ প্রার্থী হিসেবে আপনাদের দোয়া ও রায় প্রত্যাশী।

বাহার উদ্দিন
মেম্বারশীপ সেক্রেটারী প্রার্থী

বাহার উদ্দিন বার্মিংহামের বাঙালী কমিউনিটির এক পরিচিত মুখ। তার গ্রামের বাড়ি উমরপুর ইউনিয়নের হিজলশা গ্রামে, পিতা মরহুম তুরার উদ্দিন। বাহার উদ্দিন শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত। তিনি তরুণ বয়স থেকে সমাজসেবার সাথে জড়িত। দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশী কমিউনিটির ডেভেলপমেন্টের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলসহ বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সংস্থার সাথে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানে তিনি বালাগঞ্জ ওসমানীনগর গরীব কল্যাণ ট্রাস্ট বার্মিংহামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী নির্বাচনে একজন প্রার্থী হিসেবে তিনি আপনাদের রায় ও দোয়া প্রার্থী।

আলিম আল রাজী জামান,
সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থী

আলিম আল রাজী জামান মিয়া, পিতা মরহুম বশির মিয়া, মাতা আকলিমুন নেছা খানম চৌধুরী, গ্রাম রাঙ্গাপুর ইউনিয়ান, উসমানপুর। তিনি ১৯৯২ সনে নবগ্রাম হাজী ছাইম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ১৯৯৪ সনে মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। একই কলেজে তিনি বিএসসিতে অধ্যয়নরত থাকাকালীন যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ী জামান উসমানপুর ইউনিয়ন জনকল্যাণ ট্রাস্টের প্রাক্তন ট্রেজারার, নবগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থী জামান আপনাদের রায় ও দোয়া প্রার্থী।

রুহেল আহমেদ
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক প্রার্থী

ব্রিটেনের প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে অত্যন্ত পরিচিত নাম। তিনি ওসমানীনগর উপজেলার শাহ সিকন্দরপুর (মাইজগাঁও) গ্রামের হাজী আবদুল আহাদ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র। খুজগীপুর মানউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ইং সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিলেট সরকারী কলেজে অধ্যয়নরত থাকাকালীন যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। টাওয়ার হ্যামলেটস কলেজ থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে ডিপ্লোমা ইন বিজনেস কোর্স সম্পন্ন করেন। স্মাইল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সাধারণ সম্পাদক রুহেল বালাগঞ্জ সমিতির ইসি মেম্বার এবং দেশ-বিদেশে বহু সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি আপনাদের রায় ও দোয়া প্রার্থী।

আঞ্জুমান আরা অঞ্জু
মহিলা সম্পাদিকা প্রার্থী

পিতাঃ মাসুদ আহমদ, গ্রামঃ ব্রাহ্মণশাসন, ইউনিয়ন উসমানপুর। ১৯৯৫ সনে তিনি জিসিএসসি সম্পন্ন করেন। ১৯৯৬ সনে ইয়ুথ কমিউনিটি এন্ড সোসাল ওয়ার্কের উপর একসেস কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন। ১৯৯৭ সনে ডিফরেন্ট ওয়েস কমিউনিটিং/ এপ্রোসেস টু স্পিকিং এর উপর কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৯৮ সনে ডিপ্লোমা ইন ইয়ুথ কমিউনিটি সার্টিফিকেট সম্পন্ন করেন। যুক্তরাজ্যের বাঙালি কমিউনিটিতে একজন প্রগতিশীল নারীনেত্রী হিসেবে পরিচিত অঞ্জুর কর্ম এবং সামাজিক জীবন খুবই বর্ণাঢ্য। বর্তমানে তিনি হ্যাকনি বাংলাদেশী কালচারাল এসোসিয়েশনের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিত মুখ অঞ্জু পলাশী এসোসিয়েশন এবং ধানসিড়ির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করছেন। বালাগঞ্জ ওসমানীনগরে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করতে অঙ্গিকারাবদ্ধ অঞ্জু নির্বাচনে মহিলা সম্পাদিকা প্রার্থী হিসেবে আপনাদের দোয়া ও রায় প্রত্যাশী।

আলাউদ্দিন
দপ্তর সম্পাদক প্রার্থী

পিতা: হাজী কালা মিয়া, মাতা: হাজী শুকুর বিবি, গ্রাম পশ্চিম ইছাপুর, ইউনিয়ন পূর্ব পৈলনপুর। বাংলাদেশে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং যুক্তরাজ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়ন সমাজকল্যাণ সমিতি ইউকের সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাউথ ইস্ট রিজিওনের বর্তমান সদস্য। আসন্ন নির্বাচনে দপ্তর সম্পাদক পদপ্রার্থী আলাউদ্দিন আপনাদের রায় ও দোয়া প্রার্থী।

আসক আলী
ইসি মেম্বার প্রার্থী

গ্রাম: গজিয়া, সাদীপুর ইউনিয়ন, পিতা : মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা: করফুল নেছা। সমাজসেবী আশক দেশে মসজিদ মাদ্রাসায় নিয়মিত অনুদান করে থাকেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার এলাকায় একটি কালভার্ট নির্মাণ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি প্রবাসী বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতির ইসি মেম্বারের দায়িত্ব পালন করেন। আগামী নির্বাচনে তিনি ইসি প্রার্থী হিসেবে ট্রাস্টিবৃন্দের রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

দবির আহমদ
ইসি মেম্বার প্রার্থী

গ্রাম: করনসি, ইউনিয়ন: গোয়ালাবাজার, পিতা - ইনাম উল্লা, মাতা- আছিয়া বিবি, ১৯৯৮ সনে তিনি গোয়ালাবাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং তাজপুর কলেজ থেকে ১৯৯৭ সনে এইচএসসি পাশ করেন। সাবেক ছাত্র নেতা দবির সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জড়িত রয়েছেন। শপথ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন। উদ্যোমী এই যুবক ট্রাস্টের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আসন্ন নির্বাচনে ইসি মেম্বার পদে দবির আপনাদের সুচিন্তিত রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

আতাউর রহমান (মিফতা)
ইসি মেম্বার প্রার্থী

গ্রাম: দক্ষিণ গহরপুর, ইউনিয়ন: বালাগঞ্জ, পিতা: সাঈদ আলী, মাতা: নজমুন নেছা। শিক্ষা জীবনে আতাউর সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৯৩ সনে দাখিল সম্পন্ন করেন। সিলেট সরকারী কলেজ থেকে ১৯৯৫ সনে এইচএসসি পাশ করেন। একই কলেজে স্নাতক অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। সমাজসেবক আতাউর রহমান স্থানীয় মধুমালা স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্য ছিলেন। বোয়ালজুড় দাখিল মাদ্রাসায় উন্নয়নে বিভিন্ন সময় অবদান রাখেন, উদয়ন স্পোর্টিং ক্লাবের আজীবন সদস্য। আতাউর রহমান ইতিপূর্বে প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতির ইসি মেম্বারের দায়িত্ব পালন করেন। বালাগঞ্জ ইউনিয়ন ট্রাস্টের তিনি একজন ট্রাস্টি। আগামী নির্বাচনে তিনি ইসি মেম্বার প্রার্থী আপনাদের রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

আজিজ হোসেন
ইসি মেম্বার প্রার্থী

ব্রিটেনে জন্ম নেয়া এবং বেড়ে ওঠা একজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সমাজকর্মী। ওসমানীনগর উপজেলার আবদুল্লাহপুর গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবক, ময়না বাজারের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব ময়না মিয়া সাহেবের সুযোগ্য পুত্র। তিনি স্যার জন কাস স্কুল থেকে জিসিএসই এবং সিক্সথ ফর্ম সম্পন্ন করে ইয়ুথ এন্ড কমিউনিটি স্টাডিজ বিষয়ে গ্রিনউইচ ইউনিভার্সিটি থেকে কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে ব্রিটিশ রেলে কর্মরত। বহু সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে কমিউনিটি ওয়ার্কার ও ইয়ুথ এন্ড স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ট্রাস্টের সথে নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধন করতে প্রত্যাশী এই তরুণ আসন্ন নির্বাচনে ইসি মেম্বার প্রার্থী আপনাদের সুবিবেচিত রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

মোঃ খালেদ আহমেদ
ইসি মেম্বার প্রার্থী

তাজপুর ইউনিয়নের কাদিপুর গ্রামের স্বনামধন্য শিক্ষক জনাব আখলিছ মিয়া (মাস্টার) সাহেবের সুযোগ্য সন্তান। তিনি মঙ্গলচন্ডী নিশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ ইং সালে এসএসসি এবং তাজপুর ডিগ্রি কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। তিনি নিউপোর্ট বাংলাদেশ কাউন্সিল এর সাংগঠনিক সম্পাদক, জিএসসি ওয়েলস এর সবেক সমাজসেবা সম্পাদক। বাংলাদেশে থাকাকালীন তাজপুর ফুলকলি ফুটবল ও ক্রিকেট ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। প্রাক্তন ছাত্রনেতা দক্ষ যুব সংগঠক খালেদ আপনাদের সুচিন্তিত রায় ও দোয়া প্রার্থী।

মতিউর রহমান
ইসি মেম্বার প্রার্থী

একজন যুব সংগঠক, সফল ব্যবসায়ী এবং উদীয়মান সমাজ সেবক। বালাগঞ্জ উপজেলার কোষার গ্রামের হাজী মোঃ আবদুল বারী সাহেবের সুযোগ্য সন্তান। তিনি খুজগীপুর মান উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৪ ইং সালে এসএসসি এবং ১৯৯৬ইং সালে তাজপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেন। তিনি আল ইসলাহ মুসলিমিন পরিষদ, বালাগঞ্জ সরকারী ডিগ্রি কলেজের দাতা সদস্য, উমরপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এবং বালাগঞ্জ ইউনিয়ন ডেভলেপমেন্ট ট্রাস্ট এর সদস্য। ইসি মেম্বার প্রার্থী মতিউর আপনাদের রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

নূর মিয়া
ইসি মেম্বার প্রার্থী

বালাগঞ্জ উপজেলাধীন পশ্চিম গৌরীপুর ইউনিয়নের আজিজপুর গ্রামের সমাজসেবী জনাব সমছু মিয়া সাহেবের সুযোগ্যপুত্র। প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্ট এর সাবেক ইসি মেম্বার, প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর উপজেলা সমিতিসহ বহু সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। আসন্ন নির্বাচনে ইসি মেম্বার প্রার্থী নূর আপনাদের রায় ও দোয়া প্রত্যাশী।

VOTE FOR HOUSE PANEL

আমাদের অঙ্গিকার:

- ট্রাস্ট নিবন্ধনের অসমাপ্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।
- ট্রাস্টের জন্য স্থায়ী ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ
- প্রচলিত বৃত্তি অব্যাহত রেখে শিক্ষা কল্যাণে যুগোপযোগি প্রকল্প গ্রহণ

বি:দ্র: নির্বাচনের দিন ফটোযুক্ত আইডি আনতে ভুলবেন না।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটি :

উপদেষ্টা পরিষদ: আবদুল জলিল (প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক- বালাগঞ্জ সমিতি) হাজী চান মিয়া (বিশিষ্ট মুরব্বী), হাজী নুরুল ইসলাম (প্রাক্তন চেয়ারম্যান -ট্রাস্ট) সমুজ আলী চৌধুরী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান-ক্রয়ডন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন), আব্দুল গফুর (প্রক্তন চেয়ারম্যান-সমিতি), মোহাম্মদ আলী সায়েস্তা (প্রাক্তন চেয়ারম্যান- ট্রাস্ট), আবদুল গফুর খালিছাদার (প্রাক্তন চেয়ারম্যান বালাগঞ্জ ইউনিয়ন), চেরাগ আলী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান উমরপুর ইউনিয়ন) খলিল আহমদ (প্রাক্তন চেয়ারম্যান বুরুঙ্গা ইউনিয়ন) আতাউর রহমান মানিক (বর্তমান চেয়ারম্যান-গোয়ালাবাজার ইউনিয়ন) গয়াছ আহমদ চৌধুরী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান উমরপুর ওয়েলফেয়ার এন্ড ডে. অর্গানাইজেশন), আবদুল মনাফ (প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান-সমিতি), হাজী জয়নাল আবেদীন (প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান - এডুকেশন ট্রাস্ট), ওসমান গনি (বিশিষ্ট সমাজ সেবক), আজিজুল কামাল (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক- ট্রাস্ট), হাজী আব্দুস সোবহান (প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ- ট্রাস্ট), খলিছ মিয়া (উপদেষ্টা উসমানপুর ট্রাস্ট), সাদ মিয়া (প্রাক্তন সা. সম্পাদক- ট্রাস্ট), হাজী আব্দুর রব (সভাপতি হেকনি জামে মসজিদ), হাজী আব্দুর রাজ্জাক (উপদেষ্টা-উসামনপুর ট্রাস্ট), আব্দুর রহমান খালিছাদার (প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান - এডুকেশন ট্রাস্ট), মাজেদুল হোসেন নুনু (প্রাক্তন কাউন্সিলার), দরহ আলী (প্রাক্তন মেম্বার), শাহ মুনিম (প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার), মাওলানা তাজুল ইসলাম, এম খান মানিক (ভাইস চেয়ারম্যান -এডুকেশন ট্রাস্ট), আব্দুল খালিক তালুকদার (প্রাক্তন চেয়ারম্যান- বোয়ালজুড় ইউনিয়ন ট্রাস্ট), উত্তার মিয়া (প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ- বালাগঞ্জ সমিতি), সিরাজ আলী (প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ- এডুকেশন ট্রাস্ট), হাজী আবদুল জলিল (বিশিষ্ট মুরব্বী), জিলু মিয়া (চেয়ারম্যান উমরপুর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট), আনোয়ার মিয়া (প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান- এডুকেশন ট্রাস্ট), আবদুল মান্নান (প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান-সমিতি), আবুল কালাম মিসলু (বিশিষ্ট সমাজসেবক), আবদুল কাদির রুনু (চেয়ারম্যান -উসমানপুর ট্রাস্ট), নুর মিয়া আবু বকর, খন্দকার মুহিবুর রহমান, তারাউল ইসলাম (প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান -ট্রাস্ট), কারী আবদুল গনি, নুরুল গনি (লুটন), আবদুল মালিক, আজির উদ্দিন আবদাল (প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান -সমিতি), আবদুল বাহার সেলু, ফারুক চৌধুরী (বিশিষ্ট সমাজ সেবক), সাইদ আলী (সভাপতি- উমরপুর এসোসিয়েশন), গোলাম সোবানী দিনার (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক-ট্রাস্ট), আবদুল শুকুর (বিশিষ্ট মুরব্বী), আবদুল হক নুনু মিয়া, হিফজুর রহমান (প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান- ট্রাস্ট), হাজী সিদ্দেক আলী, আনসারুজ্জামান (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক-ট্রাস্ট), আবদুল বারি (সভাপতি -নবগ্রাম সমিতি), ফারুক আহমদ এমবিই , আজমল আলী খান, ফারুক আহমদ (উপদেষ্টা-বোয়ালজুড় ট্রাস্ট), আবদুল কুদ্দুছ মধু (সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান -সমিতি), শেখ মজাহিদ আলী (ভাইস চেয়ারম্যান-ট্রাস্ট),

চেয়ারম্যানঃ আলহাজ্ব কবির উদ্দিন, কো চেয়ারম্যানঃ তোফায়েল আহম্মদ তোফা, সাধারণ সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আলী (জিলু), সহ সাধারণ সম্পাদকঃ আতিকুর রহমান, কোষধ্যক্ষঃ ফজুল মিয়া, সহ কোষাধ্যক্ষঃ নূরুল হক আদম আলী

সদস্যবৃন্দঃ মুফতিল হোসেন (প্রাক্তন সহ কোষাধ্যক্ষ- ট্রাস্ট), ফয়জুল খান, মোঃ আবদুল হামিদ, মো: আবু বকর সিদ্দিক (প্রাক্তন সা: সম্পাদক- উমরপুর ট্রাস্ট), গয়াছ মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, বদরুজ্জামান চৌধুরী (সা. সম্পাদক উমরপুর ইউনিয়ন অর্গানাইজেশন), হারুনুর রশীদ (প্রাক্তন সা: সম্পাদক - বালাগঞ্জ সমিতি), দানা মিয়া, আব্দুল অহিদ, আজাদ আলী চৌধুরী, আবদুল কুদ্দছ (প্রাক্তন ট্রেজারার, উমরপুর অর্গানাইজেশন), হাজী আনোয়ার আলী, ইরা মিয়া (উপদেষ্টা উসমানপুর ট্রাস্ট), শাহ নেছার আলী (প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ-বালাগঞ্জ সমিতি), শহীদ আবুল কালাম সেতু (বিশিষ্ট যুবনেতা) , আবদুল আলিম (সাবেক ট্রেজারার -ট্রাস্ট), আবদুল হাই সোয়াইবুর রহমান চৌধুরী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান উসমানপুর ট্রাস্ট), শফিক মিয়া, বশির মিয়া, মসাহিদ আলী বেলাল (প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান-ট্রাস্ট), সাদেক আলী শেপু (মিডিয়া ব্যক্তিত্ব), আনোয়ার আলী, আবদুল ওহাব তফাদার, মশাহিদ আলী (প্রাক্তন সা: সম্পাদক -উসমানপুর ট্রাস্ট), শাহ এনাম আলী, কাজি সাদেক, আবুল হোসেন, আবদুল মজিদ সিরাজ (প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ-উসমানপুর ট্রাস্ট), আশিক আলী, আনহার আলী (প্রাক্তন -চেয়ারম্যান গরীব কল্যান ট্রাস্ট), আবুল কালাম (চেয়ারম্যান, দয়ামীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট), সাব্বির আহমদ রলেক, আবুল ফয়েজ (সাংগঠনিক সম্পাদক - সমিতি), মোহাম্মদ আয়াস (সাংগঠনিক সম্পাদক- সমিতি), রাজ্জাক সাদিক, সৈয়দ এমরান, মোহাম্মদ আলী হেলাল, আবদুল হাফিজ জুয়েল (মেয়র), মামুন কবির চৌধুরী, জুলফিকার জামান বদর (সা: সম্পাদক- গরীব কল্যাণ ট্রাস্ট), কিনুমুল ইসলাম (উপদেষ্টা- বোয়ালজুড় ট্রাস্ট), শেরুজ্জামান খন কুনু, আবদুর রকিব (সভাপতি, বোয়ালজুড় উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্র কল্যান - সমিতি), আতাউর রহমান আতা (ভাইস চেয়ারম্যান- বোয়ালজুড় ছাত্র কল্যাণ পরিষদ), এম এ আজিজ, আনা মিয়া, শাহ শওকত আলী, এনামুল হক পান্না, মুহিবুর রহমান লাভলু, মনির উদ্দিন, আবদুল মতিন মছব্বির, মাসুক মিয়া (প্রাক্তন ট্রেজারার-সমিতি), লুতফুর রহমান আবদুল, মোদাব্বির হোসেন চুনু (যুবনেতা), শাহানউদ্দিন আহমদ, সামসুল ইসলাম ছুট্টু, ফারুক মিয়া, সেলিমুর রহমান শামিম, আবদুর রকিব, জরিফ হোসেন, জাকির হোসেন, বাবলু মিয়া, আনা মিয়া, ফরিদ আহমদ, আবুদল আজিজ চৌধুরী টুকু, ফজলু রহমান, মফচ্ছিল আলী, খালিছ মিয়া, মিলন মিয়া, হিরণ মিয়া, আরবার হেসেন, আবুল কসেম সরওয়ার আলম (প্রাক্তন সা: সম্পাদক-উসমানপুর ট্রাস্ট), আব্দুল হামিদ রুহিন (সা: সম্পাদক-উসমানপুর ট্রাস্ট), আজাদ মিয়া, আফজল হোসেন (ইসি মেম্বর- সমিতি), ইউসুফ ইসলাম, শওকত আলী আফরোজ, শাহামিয়া মোহন, আব্দুল আওয়াল ছফা, আজম আলী, কাজী শাহজাহান (প্রাক্তন ছাত্র নেতা), ইকবাল আহমদ, ফারুক মিয়া, আনহার আলীম, আনছার উদ্দিন, সিরাজ মিয়া, আলমাছ খান আজাদ, মকবুল আলী, তফুর আলী (ইসি মেম্বার-সমিতি), আব্দুল জোয়াহির জালাল উদ্দিন, আবদুল খালিদ, আব্দুল আহাদ, ইকবাল আহমদ, আবুল হোসেন, হাজী আবদুল জলিল, আব্দুল মালিক, নজির আহমেদ কাপ্তান, নেওয়ার আলী, লাল মিয়া, আবদুল কাদির হারুণ, শামসুন নুর, জিলু মিয়া, হাজী আব্দুন নুর চৌধুরী, তখলিছ মিয়া, সেলিম আহমদ (প্রাক্তন ভিপি) আব্দুল হাকিম জিলু, আবুল খায়ের, শাহ আকিকুর রহমান, আব্দুল হান্নান (প্রাক্তন ভিপি), আবদুল হাকিম জিলু, শেখ আবদুল বাছিত, গাজীবুর রহমান, জহুর আলী, জুবের মিয়া, আহমেদ আলী, জুনেদ মিয়া, জুবের খান, মসহুদ আলী, আব্দুল হান্নান (যুব নেতা), মস্তছির আলী, ছুরত আলী (উদর কোনা), আব্বাস মিয়া, জামাল মিয়া, আবজার হোসেন, অনছার হোসেন, মতিউর রহমান, আঙ্গুর মিয়া, আব্দুল মুহিব (শাহীনুর), শাহ আলফাজুর রহমান, নুরুল ইসলাম, আশরাফ হোসেন চৌধুরী, রুশন আলী, মতিউর রহমান, হাফিজ মৌলানা ফকরুল ইসলাম, হাফিজ মৌলানা রনকুল ইসলাম, আরজু মিয়া, মিনার আলী, বাহরাম খান, আব্দুল ওয়ালী সেজন, হাবিবুর রহমান রুকন, আবদুল মুমিন, আতাউর রহমান সেবুল, খিজির আহমদ, জিয়াউল ইসলাম বেলাল, মিজানুর রহমান সেলিম, বাবুল মিয়া, নুরুল মতিন চৌধুরী, আজিজুর রহমান কাছা মিয়া, আনহার মিয়া, আবদুর রকিব, বেলাল মিয়া, ইসমাইল আলী, আবদুল হাফিজ, রবিউল আলম, গফুর খান, আবদুল কাদির, সমসু মিয়া, সহিদ মিয়া, নেসার আলী, আজম আলী, আজাদ মিয়া, জুনেদ আহমদ, আলমগীর আলম, জাহাঙ্গির আলম, হাজী আবু তাহের মাসুক মিয়া, আবদুস শুকুর খালিছাদার, আবুল কাসেম খালিছাদাছর, জালালউদ্দিন, শেখ মবিনুল ইসলাম, শেখ আবদুস সালাম, শেখ মোস্তাফিজুর রহমান রুমন, সৈয়দ খিজির আহমদ, শেখ বজলুর রহমান, শেখ রায়হান বিল্লাহ, দেওয়ান মিয়া, ছালে আহমদ (হিরণ), নুরুল ইসলাম চৌধুরী (হুমন), আছাকির আলী, ইব্রাহিম আলী, শেখ শাহিনুর রহমান (সহ-সভাপতি -বুরুঙ্গা ইউনিয়ন ফাইন্ডেশন), আমিনুর রহমান, শাহ ওমর আলী, আবদুল আহাদ, মাহতাব উদ্দিন, আদন আলী, আজম আলী, আহবাবুর রহমান মিরণ, তাজউদ্দিন, সাজ্জাদ মিয়া, আবদুস সহিদ, আখলাছুর রহমান মালিক, আবদুল কাইয়ুম, আবদুস সালাম, সৈয়দ সফিউল আলম, আব্দুর রহিম মুজিব, জয়নাল আহমদ খান, আবুল লেইছ, আব্দুল হান্নান, আব্দুল গণি, আব্দুল হাবিব, হাজী আনা মিয়া, আব্দুল রফিক, আব্দুল খালিক, মোঃ আছকির, হাফিজ এ আহমদ (লুটন), আব্দুল আলিম (লুটন), মসুদ খান, ময়নুর রশিদ, নুরুজ্জামান (সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান- উমরপুর অরগানাইজেশন), মুহিউদ্দিন সেলিম , মশিয়ুর রহমান মসনু (প্রাক্তন সা. সম্পাদক- সমিতি) ।

SAMPLE BALLOT PAPER

SER	POST	NAME		
1.	CHAIRPERSON	BODRUL ISLAM	X	CHAIRPERSO
2.	SENIOR VICE CHAIR	ABDUR RAHMAN	X	SENIOR VICE
3.	VICE CHAIRPERSON	MD ABDUL BASIT CHOW.	X	VICE CHAIRP
4.	VICE CHAIRPERSON	MOHAMMAD BAHAUDDIN	X	VICE CHAIRP
5.	GENERAL SECRETARY	MIZANUR RAHMAN MIRU	X	GENERAL SEC
6.	ASST. GEN. SEC.	DILWAR HOSSAIN	X	ASST. GEN. SE
7.	ASST. GEN. SEC.	MD ABDUL AZIZ ISLAM	X	ASST. GEN. SE
8.	TREASURER	MD. ANSAR MIAH	X	TREASURER
9.	ASST. TREASURER	BABUL AHMAD KAMALI	X	ASST. TREASU
10.	MEMBERSHIP SEC.	BAHAR UDDIN	X	MEMBERSHIF
11.	ORGANISING SEC.	ALIM AL RAZI ZAMAN	X	ORGANISING
12.	PRESS & PUBILICITY SEC.	RUHEL AHMED	X	PRESS & PUBILIC
13.	OFFICE SECRETARY	ALA UDDIN	X	OFFICE SECRE
14.	WOMEN SECRETARY	ANZUMAN ARA ANJU	X	WOMEN SECR
15.	EC MEMBER	ASHOK ALI	X	EC MEMBER
16.	EC MEMBER	ATAUR RAHMAN	X	EC MEMBER
17.	EC MEMBER	AZIZ HOSSAIN	X	EC MEMBER
18.	EC MEMBER	DOBIR AHMED	X	EC MEMBER
19.	EC MEMBER	KHALED AHMED	X	EC MEMBER
20.	EC MEMBER	MOTIUR RAHMAN	X	EC MEMBER
21.	EC MEMBER	NOOR MIAH	X	EC MEMBER

প্রচারে: নির্বাচন পরিচালনা কমিটি: বদরুল-মীরু-আনছার পরিষদ

সফল ড্রপআউট

পড়াশোনা ছেড়ে মডেলিংয়ে

নব্বই দশকের জনপ্রিয় মডেল ছিলেন সিনডি ক্রফোর্ড। ১৯৯৫ সালে ফোর্বস সাময়িকীর তৈরি সর্বোচ্চ আয় করা মডেলের তালিকায় তিনি ছিলেন এক নম্বরে। স্কুলে পড়ার সময় পোশাকের দোকানে কাজের সুযোগ পান সিনডি। তখনই রজার লেগেল নামের এক ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ধরা পড়েন। দোকানে সিনডি কাজ করছেন এমন একটি ছবি ছাপা হয় স্থানীয় একটি সাময়িকীতে। এই ছবির জন্য ইতিবাচক সাড়া পেয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি মডেলিং দুনিয়ায় পা রাখার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বেশ মেধাবী ছিলেন। সম্মানের সঙ্গে হাইস্কুলের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখেন। নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আলোচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়নিক প্রকৌশলে বৃত্তি নিয়ে ভর্তি হন। ভর্তি হওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'মন বসে না পড়ার টেবিলে'। অবশেষে পড়াশোনাকে বিদায় জানিয়ে মডেলিংয়ের টানে নিউইয়র্ক শহরে পা রাখেন তিনি। মডেলিংয়ে খুব দ্রুতই সাড়া ফেলে দেন সিনডি ক্রফোর্ড।

বিতর্ক যাদের ডিএনএতে

সাহিব নিহাল

বিতর্কের জগতে কোনো টুর্নামেন্টে ঢাকা কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি বা ডিসিডিএস বরাবরই ফেবারিট থাকে। এখন চলছে তাদের স্বর্ণযুগ। গত দুই বছরে তাদের দল 'ডিসিডিএস-ডিএনএ'ই যে জিতেছে মোট ১৪টি ট্রফি। এর মধ্যে সাতটিতে চ্যাম্পিয়ন আর সাতটিতে রানার আপ। স্বর্ণযুগ নয়তো কী?

শাদমান সাকিব, মো. আসিফুর রহমান ও আহনাফ তানজিদ। ডিসিডিএস-ডিএনএর তিন কান্ডারি। তিনজনই ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তাদের হাত ধরে ডিসিডিএসের ট্রফি কেসটা দিনকে দিন লম্বা থেকে আরও লম্বা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিতর্ক করে ট্রফি ছিনিয়ে এনেছে তারা। বাংলাদেশ টেটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ কলেজ, রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল ছাড়াও বিভিন্ন ক্লাব আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দলটি জিতেছে এই ট্রফিগুলো।

কলেজে একসঙ্গে বিতর্ক করলেও তিনজন ছিল আলাদা আলাদা স্কুলে। গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে পড়ত শাদমান সাকিব, মো. আসিফুর রহমান পড়ত বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজে আর আহনাফ তানজিদ ছিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র। তিনজনই বিতর্ক করত স্কুলজীবন থেকে। মজার ব্যাপার হলো, তিনজনের মুখোমুখি বিতর্ক করা সুযোগ না হলেও ক্লাবের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সূত্র ধরে একে অপরের 'ঘোর শত্রু' ছিল তারা! কে ভেবেছিল, একদিন এই তিনজনকে এক দলের হয়ে বিতর্ক করতে হবে! প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে সরাসরি সহযোদ্ধা, দলের 'কেমিস্ট্রি'টা ঠিক হলো কীভাবে? 'দলের মধ্যে আমরা খুব ঝগড়া করতাম প্রথম প্রথম। ঝগড়া বলতে লজিক বোঝার ধরনটা খুব আলাদা ছিল। ক্লাব সেশনে বিতর্ক করার সময় মনে হয়েছিল এই দল দিয়ে হবে না। সেই তুলনায় একদমই সময় লাগেনি।' বলল তানজিদ। আসিফও জানাল এই দলটাকে দাঁড় করাতে তাদের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। 'প্রথম টুর্নামেন্টে রানার আপ হয়েছিলাম। ওয়া" ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের টুর্নামেন্ট ছিল ওটা। তখনো আমাদের দলটা থিতু হয়নি। সবার প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজেকে সেরা প্রমাণ করা। প্রথম বিতর্কে ডিসিআরসিকে হারিয়ে দিলাম। এরপর সবার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। নিজেরা নিজেরা কো-অপারেট করলাম। তখন আমরা খুবই জুনিয়র। কেউ পাত্তা দিত না। কিন্তু জিততে জিততে ঠিকই ফাইনালে উঠে গেলাম। কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি ব্যাপারটা।'

সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বলে আপাতত বিতর্ক থেকে একটু দূরে আছে এই বিতার্কিকেরা। এইচএসসির পরপরই শুরু হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ। কার লক্ষ্য কোথায়? জিজ্ঞেস করতেই আসিফ জানাল, সে ভর্তি হতে চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শাদমানেরও ইচ্ছা তা-ই। তানজিদ একটু মজা করে বলল, 'আপাতত আমার লক্ষ্য হলো "একটা লক্ষ্য" ঠিক করা।'

তিনজনেরই ইচ্ছা আছে বিতর্ক করার। কিন্তু পরিস্থিতি বলছে, খুব সম্ভবত একসঙ্গে কলেজজীবনের শেষ বিতর্কটা করা হয়ে গেছে। সময় হয়েছে ক্লাবের দায়িত্ব ছোটদের হাতে তুলে দেওয়ার। ছোটরা কি পারবে বড়দের পারফরম্যান্স ধরে রাখতে? প্রশ্ন শুনে আসিফ উৎসাহী হয়ে জানাল, ছোটদের নিয়ে মোটেই ভাবছে না তারা। 'আমরা বিতর্ক ছাড়ার আগেই ওরা দুটা ট্রফি জিতেছে। একটায় চ্যাম্পিয়ন আরেকটায় রানারআপ।' আসিফের কথা শুনে বোঝা গেল বিতর্ক জগতে ডিসিডিএসের দাপট তাহলে আরও বেশ কিছুদিন চলবে।

সেরা কলেজে এক দিন

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলোর মধ্যে টানা দ্বিতীয়বার সেরার স্বীকৃতি পেয়েছে রাজশাহী কলেজ। সুখবর পেয়ে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া কী, জানতে গত বৃহস্পতিবার হাজির হই কলেজ প্রাঙ্গণে। রিপন মাহমুদ ও শারমিন জাহান–দুজনেই রাজশাহী কলেজের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। কেমন করে এল এই সাফল্য, সে প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল দুজনের সঙ্গে। রিপন বললেন, 'আমাদের কলেজে যেদিন ইনকোর্স পরীক্ষা থাকে, সেদিনও ক্লাস করতে হয়। পরীক্ষার অজুহাতে ক্লাস বাদ যায় না।' শারমিন জাহানের বক্তব্য, 'শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী করতে আরও নানা উদ্যোগ আছে এই কলেজে। নিয়মিত ক্লাস করলে তো আসলে ভালো ফল না করে উপায় নেই।'

শুধু পরীক্ষার ফলই নয়, আরও ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলোর মধ্যে 'র‍্যাঙ্কিং' করা হয়েছিল। গত মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে তথ্যটি জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুনুঅররশিদ। তিনি জানান, ২০১৬ সালের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এই ক্রম তৈরি করা হয়েছে। এর আগে ২০১৫ সালে প্রথমবার যখন র‍্যাঙ্কিং করা হয়েছিল, তখনো প্রথম স্থানে ছিল রাজশাহী কলেজ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ হবিবুর রহমান বললেন, 'গত মাসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজশাহীতে এসেছিলেন। অন্য কাজে এলেও তিনি রাজশাহী কলেজ ঘুরে গেছেন। এসেই বললেন, "সেরা কলেজটা দেখতে এলাম। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেমিনার রুমটা দেখতে চাই।" শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই নয়, আরও বেশ কয়েকটি বিভাগের সেমিনার রুম ঘুরে গেছেন তিনি।' এ বছর চতুর্থ বর্ষের ফলাফলটাও জানালেন হবিবুর রহমান। সমাজকর্ম বিভাগ থেকে ১৩৪ জন, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১২৬ জন, ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে ১২৩ জন, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ থেকে ১২২ জন এবং অর্থনীতি ও ভূগোল বিভাগ থেকে ১১০ জন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণি পেয়ে পাস করেছেন। কলেজের ৯১টি ক্লাসরুমে মাি" মিডিয়া প্রজেক্টর লাগানো হয়েছে। শিক্ষকদের দেওয়া হয়েছে ৪৫৫টি কম্পিউটার। তা ছাড়া বিশেষায়িত শ্রেণিকক্ষ (বিজ্ঞান ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব) রয়েছে ২৩টি। কলেজ কর্তৃপক্ষ সব সময়ই ক্লাসে উপস্থিতির জন্য উৎসাহিত করেন। শিক্ষার্থীরা মনে করেন, এটাই তাঁদের বড় শক্তির জায়গা। ক্লাসে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার লাগানো হয়েছে। নির্ধারিত সংখ্যক ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে অভিভাবকসহ শিক্ষার্থীদের ডেকে ক্লাসে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সেরা কলেজ হওয়ার পেছনে কারণ আছে আরও। শিক্ষার্থীরা এখানে বিনা মূল্যে ওয়াই-ফাই সুবিধা পান। প্রশাসন ভবনের দোতলায় লাগানো হয়েছে এলইডি সাইনবোর্ড, যার মাধ্যমে কলেজের যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কলেজটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। গাছে গাছে লাগানো হয়েছে নামফলক। ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে কলেজ ক্যাম্পাস। পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমেও এগিয়ে রয়েছে রাজশাহী কলেজ। এখানে ২৮টি সংগঠন সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সেরার স্বীকৃতি পাওয়ার পর রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে আরও। তাঁরা জানেন, মুকুট অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন।

অনলাইন বাজার জুড়ে ওরা

বেচাকিনিকে সহজলভ্য করে, হাতের নাগালে এনে দেওয়ার তাগিদেই চলছে অনলাইন কেনাবেচা। ক্রেতাদের চাহিদা ও পছন্দমতো রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মানের সামগ্রী।

শাড়ি-গহনা কোনো কিছুরই নেই ঘাটতি। উদ্যোক্তারা নিজেদের চেষ্টা ও ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী সবসময় নিজেদের সামগ্রীতে নতুনত্ব আনার চেষ্টা

করে যাচ্ছে অহর্নিশ। এমনই কিছু উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা বলে জানাচ্ছেন ইফ্‌ফাত আরা মুনিয়া

লোরা খান, সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি

'সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি' জুয়েলারি শপের শুরুতে উদ্দেশ্য ছিলো তাঁতের শাড়ি বিক্রি। তখনো এটাকে জুয়েলারি শপ করার কথা মাথায় আসেনি। ২০১২ সালের নভেম্বরের দিকে শাড়ি নিয়েই যখন পথ চলা শুরু হয়, তখন শাড়ির জন্য মডেলদের শাড়ির পাশাপাশি গহনাও পরিয়ে নিতাম যা নিজেই ডিজাইন করে অর্ডার দিতাম। মজার বিষয় হচ্ছে- ফেসবুকে যখন পোস্ট দিতাম শাড়ির থেকে ক্রেতাদের গহনার প্রতি, ডিজাইনের প্রতি আকর্ষণ বেশি দেখলাম। ব্যক্তিগত কয়েকজনও অনুরোধ করতে লাগলো গহনা বানানোর জন্য। অবশেষে ২০১৩-এর শেষের দিকে এসে সিদ্ধান্ত নিলাম যেহেতু নিজের বানানো গহনা সকলের নিকট সমাদৃত হচ্ছে করা যাক শুরু। আমার পড়াশোনা ছিলো স্থাপত্যবিদ্যায়। সে থেকে ডিজাইনের প্রতি ঝোঁক। পুরোনো দিনের ডিজাইনগুলোর প্রতি আকর্ষণ বেশি। ২০১৩ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় তিনশোর বেশি ডিজাইনের গহনা তৈরি করেছি। মূলত তামার উপর রূপার পাতের গহনা তৈরি করে থাকি। দেশীয় সংস্কৃতি, আধুনিকতা রেখে এগিয়ে যাচ্ছি, ভালো লাগছে। এভাবেই এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি।

০০০০

নুসরাত বাবর ন্যান্সি, ন্যান্সিস্ দেজা ভ্যু

আমার অনলাইন পেজের এই নামটার 'দেজা ভ্যু' মূলত একটি ফ্রেঞ্চ কথা। যার মানে হচ্ছে মানুষ যা ভাবে, কখনো ভেবেছিলো, সাধারণত স্বপ্নে যা দেখে কিন্তু বাস্তবে সেটা করা হয়নি সেটাকে নিয়ে কিছু করা। আমিও, আমারও ইচ্ছে ছিলো ভাবনাগুলোকে পোশাকে এনে দেওয়া। শাড়ির প্রতি ভালোবাসা থেকেই আমার 'ন্যান্সিস দেজা ভ্যু'-এর যাত্রা শুরু। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কাপড় এবং তার বুনন আলাদা। চেয়েছিলাম এক ছাদের নিচে সব অঞ্চলের শাড়িকে সবার সামনে তুলে ধরবো; কিন্তু পরে এমবিএ ফাইনালের জন্য সেটা একটু পিছিয়ে যায়, এর মাঝে সংসারও শুরু করলাম। তবে এখন চেষ্টা চলছে। আমার পেইজে যশোরের কাঁথাস্টিচের কাপড় থেকে শুরু করে, ভেজিটাবল ডাই, ব্লক, কোটা, তাঁত, হাফসিল্ক, জামদানি, মনিপুরী শাড়ি পাওয়া যায়। 'কাপল-ড্রেস'ও অর্ডার করলে পরে বানিয়ে দিয়ে থাকি। এছাড়া কামিজ, কুর্তিও পাওয়া যায় এখানে। দেশীয় গহনা আনার ভাবনাও রয়েছে আমার শপে এবং শীঘ্রই আচার আনতে চলেছি যা একেবারেই ঘরোয়া স্বাদ দিবে। অনলাইন ক্রেতাদের সাড়া পাচ্ছি বেশ ভালো।

০০০

ফাইজা আরা সামিয়া খান, মৃন্ময়ী

গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা আমার নেশা। টুকটাক ফেলনা জিনিস দিয়ে এটা-সেটা বানাতাম। বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের সবাইকে কোনো উৎসবে সেগুলো উপহার দিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় থাকতাম। মজা পেতাম। ও-লেভেল এবং এ-লেভেল পড়ার পর স্বপ্ন দেখতাম চারুকলায় পড়ার; কিন্তু বাবা ডাক্তার এবং আম্মুর শখ পূরণ করতে গিয়ে ভর্তি হতে হয় বাংলাদেশ ডেন্টাল কলেজে। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রাফটিং-এর টুকটাক কাজ তখনো চলতো। সবসময় নিজের তৈরি গহনা পরতাম। কাঠের উপর ছবি এঁকে চারুকলায় পড়ার শখ মিটাতাম। সবাই খুব পছন্দ করতো এবং এক সময় উৎসাহ দিতো, এটাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার। সেখান থেকেই 'মৃন্ময়ী'র পথ শুরু। মৃন্ময়ী নিয়ে এতদূর আসা সম্ভব হতো না যদি না পরিবার এবং কাছের বন্ধুদের উৎসাহ না পেতাম। অর্থডোন্টিক্স পড়ার জন্য যেই ইন্সট্রুমেন্ট কিনেছিলাম, সেই প্লায়ার দিয়ে আমি গহনা বানাই। ভবিষ্যতে সবাইকে ভালো চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি দেশি কাঠ ও কাপড় দিয়ে গহনা তৈরি করে, 'মৃন্ময়ী'কে আরো ও বড় অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি।

মহাকাশে মহাভোজ

সব পাখিকে একবার আকাশে ভোজের দাওয়াত দেওয়া হলো। দাওয়াত পেয়ে তো তারা মহাখুশি।

তখন থেকেই দিনটার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। চন্দনকাঠ দিয়ে শরীর রাঙাল, তার ওপরে উলি দিয়ে সুন্দর সুন্দর নকশা

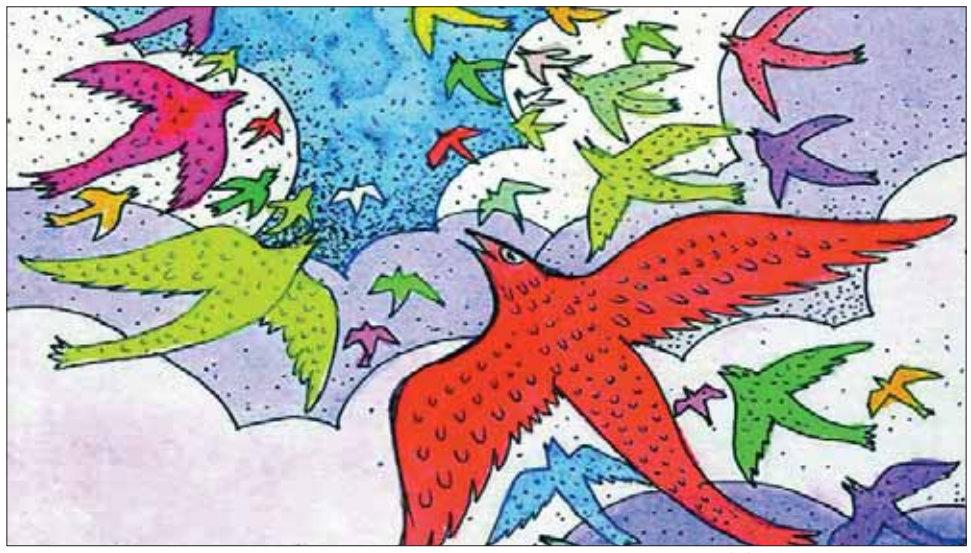

আঁকল।

এত সব উদ্যোগ-আয়োজন কচ্ছপের চোখ এড়াল না! আর এসব জোগাড়যন্ত্রের মানেই বা কী, তাও জানতে তার বাকি রইল না। জানোয়ার দুনিয়ায় কোনো কিছুই তার নজর এড়ায় না। সে যে মহা চালাক। মহাকাশের মহাভোজের কথা শোনা মাত্র তার গলা চুলকাতে লাগল। তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। দুই চাঁদ হয়, ভালো করে খাওয়াও হয়নি। খালি খোলের ভেতরে শরীরটা তার শুকনা কাঠির মতো খটখট করছে। তাই কী করে আকাশে যাওয়া যায়, সেই ফন্দি আঁটতে লাগল।

কিন্তু কচ্ছপের তো পাখা নেই। তাই সে পাখিদের কাছে গিয়ে তাকেও সঙ্গে নেওয়ার জন্য আবদার করল।

'তোমাকে বাপু আমাদের ভালোই চেনা আছে,' তার কথা শুনেই বলল পাখিরা। 'তোমার মাথাভর্তি শয়তানি, আর তুমি খুব অকৃতজ্ঞ। তোমাকে সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ দিই, আর অমনি তুমি নখরা শুরু করো।'

'আমাকে তোমরা জানো না,' বলল কচ্ছপ। 'আমি এখন অন্য মানুষ। আমি এখন জানি, অন্যের জন্য ঝামেলা তৈরি করলে শেষে নিজের ঘাড়ে এসে পড়ে।'

আর কচ্ছপ তো মিষ্টভাষী, ফলে অচিরেই সব পাখিই একমত হলো যে কচ্ছপ এখন আসলেই অন্য মানুষ। প্রত্যেকে তারা কচ্ছপকে একটা করে পালক দিল, সেগুলো দিয়ে সে দুটি পাখা বানাল।

অবশেষে এসে গেল সেই দিন। আর সভাস্থলে সবার আগে হাজির হলো কচ্ছপ। পাখিরা সব জড়ো হলে একত্রে রওনা হলো তারা। পাখিদের মাঝে উড়তে উড়তে ফুর্তির চোটে বকবক বকবক করতে লাগল কচ্ছপ। সে তো ভালো বক্তা, ফলে অচিরেই সে দলের মুখপাত্র নির্বাচিত হয়ে গেল।

'একটা জরুরি কথা, কোনো অবস্থায়ই এটা ভোলা চলবে না,' পথে উড়তে উড়তে বলল কচ্ছপ। 'এ ধরনের মহাভোজে কাউকে নিমন্ত্রণ করা হলে উৎসব উপলক্ষে তাকে নতুন নাম নিতে হয়। আকাশে আমাদের মেজবান বা নিমন্ত্রণকর্তাও নিশ্চয় আশা করবে, বহু প্রাচীন এই রীতি আমরাও মেনে চলব।'

এমন কোনো রীতির কথা পাখিরা কস্মিনকালেও শুনেনি। তবে তারা জানে আর সব ব্যাপারে যত খামতিই থাক, দুনিয়া চষে বেড়ানো কচ্ছপের নানা জাতের মানুষের রীতি-নীতি ভালোই জানা আছে। ফলে তারা প্রত্যেকে একটা করে নতুন নাম নিল। সবার নেওয়া হয়ে গেলে কচ্ছপ নিজেও একটা নাম নিল। তাকে ডাকা হবে 'সবার'।

অবশেষে তারা সব আকাশে গিয়ে পৌঁছল। তাদের দেখে নিমন্ত্রণকর্তারা সব যারপরনাই খুশি হলো। বহুবর্ণিল পালক পরা কচ্ছপ উঠে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাল। তার বক্তব্যটা এত চমৎকার হলো যে খুশিতে সব পাখি ভাবতে লাগল, ভাগ্যিস ওকে আনা হয়েছিল। তার সব কথায়ই তারা সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে লাগল। নিমন্ত্রণকর্তারা তাকেই পাখিদের রাজা ধরে নিল, বিশেষ করে দেখতেও যেহেতু সে অন্যদের থেকে আলাদা।

কোলাবাদাম খাওয়ার পর অতিথিদের সামনে আকাশের লোকেরা এমন সব সুস্বাদু খাবার এনে রাখল, যেমনটা কখনো চোখে বা স্বপ্নেও দেখেনি কচ্ছপ। আগুন থেকে গরম গরম রান্নার পাত্রেই তুলে এনে পরিবেশন করা হলো স্যুপ। মাছ আর মাংসে ভরা। রীতিমতো শব্দ করে নাক টানতে লাগল কচ্ছপ। ছিল মিষ্টি আলুর ভর্তা, পামতেল আর তাজা মাছ দিয়ে মিষ্টি আলুর ঝোল। আরো ছিল পাতিল পাতিল তালমদিরা। সব যখন অতিথিদের সামনে এনে রাখা হলো, আকাশবাসীদের একজন সামনে এসে প্রতিটা পাত্র থেকে একটু একটু করে নিয়ে চেখে দেখল। তারপর খাওয়ার জন্য পাখিদের ডাকল। কচ্ছপ তখন লাফ দিয়ে পায়ের ওপর খাড়া হয়ে জানতে চাইল-এই মহাভোজ তোমরা কার জন্য তৈরি করেছ?

'সবার জন্য,' লোকটা জবাব দিল।

তখন পাখিদের দিকে ফিরে কচ্ছপ বলল, 'আমার নামই যে সবার, তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। এখানকার রীতি হচ্ছে আগে মুখপাত্রকে পরিবেশন করা হবে, পরে বাকি সবাই। আমার খাওয়া হলে পরে তারা তোমাদের পরিবেশন করবে।'

সে খাওয়া শুরু করল। পাখিরা রাগে গরগর করতে লাগল। আকাশবাসীরা ভাবল, রাজাকে সব খাবার দেওয়াটাই নিশ্চয় ওদের রীতি। ভালো ভালো খাবার সব কচ্ছপ একাই সাবাড় করল, তারপর দুই পাতিল তালমদিরা খেল। খাবার আর পানীয়ে সে এত ঠাসা হয়ে গেল যে তার শরীরে খোলটা পুরো ভর্তি হয়ে গেল।

পাখিরা এবার কচ্ছপের উচ্ছিষ্ট আর মেঝেতে ফেলে দেওয়া হাড়গোড় খুটে খেতে জড়ো হলো। তাদের কেউ কেউ এত রেগে ছিল যে খেতে পর্যন্ত পারল না। খালি পেটেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার মনস্থ করল তারা। তবে যাওয়ার আগে প্রত্যেকে তারা কচ্ছপকে ধার দেওয়া তাদের পালক ফিরিয়ে নিল। ফলে খাবার আর পানীয়ভর্তি শক্ত খোলস নিয়ে রয়ে গেল কচ্ছপ, বাড়ি উড়ে যাওয়ার মতো কোনো পাখাই যে তার নেই। বউয়ের কাছে একটা খবর বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব পাখির কাছেই সে কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কেউ রাজি হলো না। শেষে একটা টিয়া হঠাৎ করে মন বদলাল, খবরটা নিয়ে যেতে রাজি হলো। অথচ অন্যদের চেয়ে এই টিয়াটারই তার ওপর রাগ হয়েছিল বেশি।

'বউকে বলো,' কচ্ছপ বলল, 'বাড়ির সব নরম জিনিস দিয়ে উঠোনটা যেন ঢেকে রাখে, তাহলে বড় কোনো বিপদের শঙ্কা ছাড়াই আমি আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।'

খবরটা পৌঁছে দেওয়া হবে, কথা দিল টিয়া। তারপর তারা উড়ে গেল। কিন্তু কচ্ছপের বাড়ি গিয়ে সে শক্ত শক্ত জিনিস বের করে রাখতে বলল। ফলে বউ জামাইয়ের কোদাল, চাকু, বল্লম, বন্দুক থেকে শুরু করে মায় কামান পর্যন্ত এনে বাইরে রাখল। আকাশ থেকে কচ্ছপ দেখতে পেল, বউ জিনিসপত্র এনে বাইরে রাখছে। তবে এত দূর থেকে ঠিক কী জিনিস দেখতে পেল না। সব কিছু ঠিকঠাক আছে বলে যখন মনে হলো, নিজেকে সে শূন্যে ছেড়ে দিল। সে পড়তে থাকল, পড়তেই থাকল, পড়তেই থাকল। একসময় তার এমন ভয়ও হলো যে তার এই পতন বুঝি আর কখনোই শেষ হবে না। তারপর ঠিক তার কামানটার মতোই শব্দ করে সে উঠোনে পড়ল।

সে কী মরে গেল? না। খোলটা খালি টুকরা টুকরা হয়ে গেল। পাশেই থাকত এক ওঝা। কচ্ছপের বউ তাকে ডেকে আনাল। সব টুকরা এক করে সে জোড়া লাগিয়ে দিল। আর এ জন্যই কচ্ছপের খোল এবড়োখেবড়ো।

[থিংস ফল অ্যাপার্ট (১৯৫৮) থেকে]

ছড়া

চিকেন খাই যত পাই

সাজ্জাদ হোসেন

চিকেন ছাড়া খায় না কিছু, হোক না সেটা ফার্মের
যতই বলি ওটা খারাপ, ডিপো নানা জার্মের।
চিকেন কাবাব, চিকেন কারি, চিকেন সসেজ নাশতা
খুশিতে সে ডগমগ, থাকলে সঙ্গে পাস্তা।
টিফিনেতে চিকেন নাগেট, চিকেন নুডলস লাগবে
সবজি-রুটি দিলে পরে রুচি সোজা ভাগবে।
টিফিন বাটি থাকবে ভরা, দেয় যদি মা ফলমূল
এসব কোনো খাবার হলো! ঘরে ফিরেই হুলুস্থুল।
লাঞ্চে খাবে চিকেন-পোলাও, তা না হলে ফ্রায়েড রাইস
বাটি ভরা থাকলে চিকেন, বলবে ছেলে-নাইস, নাইস!
কুমড়া, গাজর, কপি, মুলা, বরবটি আর মটর, শিম
দিলে থালায় ছোঁবে না সে, মা-বাবা খায় হিমশিম।
সন্ধ্যা কি বা রাতের খাবার তাতেও চিকেন খুঁজবে
তা না দিলে অভিমানে মুখ বালিশে গুঁজবে।
ফিরনি, পায়েস, পিঠাপুলি-এসব নাকি বুলশিট!
ফ্রেশ না পেলে চিকেন বল, ওভেনেতে দাও হিট।
যত পাবে তত খাবে চকোলেট আর কোলা-চিপস
থোড়াই তাকে যায় মানানো স্বাস্থ্যবিধি-হেলথ টিপস।

দুর্গ না হোটেল!

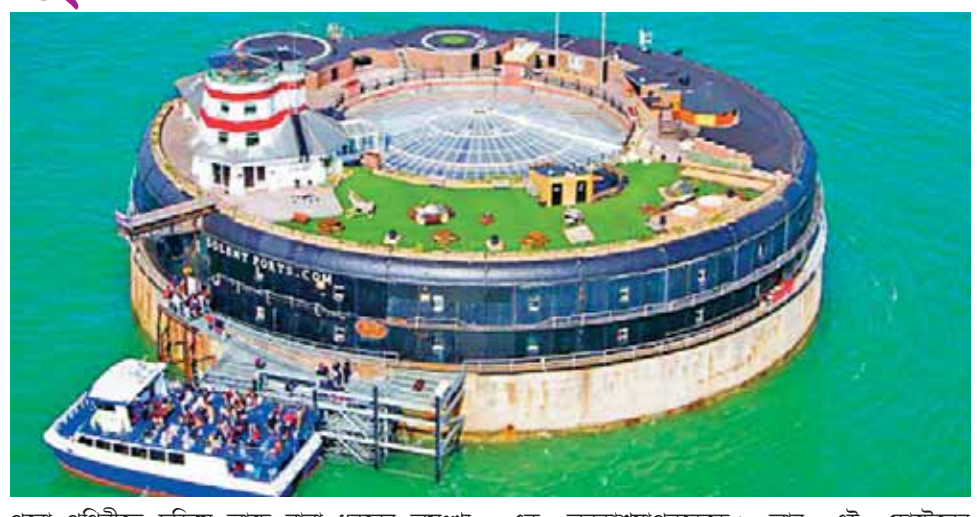

পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে নানা ধরনের অসংখ্য হোটেল। এগুলোর কয়টিতেই বা রাত কাটানোর সুযোগ হয়েছে আপনার? কিন্তু ভাবুন তো এমন একটা ঘরে রাত কাটানোর কথা, যেখানে অনেক অনেককাল আগে থরে থরে সাজানো থাকত বন্দুক কিংবা রাত কাটাত সেনারা। বলছিলাম ইংল্যান্ডের আইল অব ওয়াইট থেকে ১.৪ মাইল এবং পোর্টসমাউথ থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত নোম্যানস ল্যান্ড ফোর্টের কথা। আর এই পুরনো দুর্গকেই রূপান্তরিত করা হয়েছে হোটেলে। এর ২২টি বিলাসবহুল কামরার যেকোনোটিতে ইচ্ছা করলেই রাত কাটানো যায়। ১৮৬১ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে কোনো একসময়। লর্ড পালমারস্টনের নির্দেশে নির্মাণ করা হয় নো ম্যানস ল্যান্ড ফোর্ট। এই দুর্গ তৈরির পেছনেও আছে এক ইতিহাস। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাতিজা লুই নেপোলিয়ন ইংল্যান্ড দখল করে ফেলতে পারে এমন আশঙ্কায় ছিল ইংরেজরা। তাই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে কালো, গোলাকৃতির চারটি দুর্গ বানানো হয়। এই চারটি দুর্গের মধ্যে দুটিরই অবশ্য এখন ভগ্নদশা। আর বাকি দুটির একটি আইল অব ওয়াইটে অবস্থিত, আর অন্যটিই নো ম্যানস ল্যান্ড ফোর্ট। এই দুর্গগুলোর মালিক এখন উদ্যোক্তা মাইক ক্লেয়ার। সাগরের মাঝখানে নির্মিত এ দুর্গটি পড়ে ছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়। সম্প্রতি একে রূপান্তরিত করা হয়েছে চমৎকার এক অবকাশযাপনকেন্দ্রে। আর এই হোটেলের পরিকল্পনাও এসেছে মাইকের মাথায়ই।

শুধু থাকার মতো কামরাই নয়, নো ম্যানস ল্যান্ড ফোর্টে গেলে পাবেন ছাদের ওপর হট টাব, হেলিপ্যাড ও স্পা। কামরাগুলো সাজাতে প্রচুর অর্থ খরচ করেছেন মাইক ক্লেয়ার ও তাঁর স্ত্রী। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে নকশা করেছেন। প্রতিটি কামরা আলাদা থিমে সাজিয়েছেন তাঁরা। বাইরে থেকে হোটেলে অতিথি আনতে রাখা হয়েছে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা। তবে এত কিছু, তা-ও আবার সাগরের ঠিক মাঝখানে–তা পেতে নেহাত কম খরচ হয় না পর্যটকদের। অসম্ভব সুন্দর এই স্থানে সময় কাটাতে গুনতে হবে সর্বনিম্ন ৪৫০ ইউরো। তবে খরচ বেশি বলে কিন্তু মানুষ বসে নেই। ২০১৫ সালের এপ্রিলে পাকাপাকিভাবে হোটেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নো ম্যানস ল্যান্ড ফোর্ট। তার পর থেকেই পর্যটকরা রীতিমতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন এখানে রাত কাটাতে। হোটেল বানিয়ে ফেলা হলেও দুর্গের গায়ে যেন পুরনো ইতিহাসের গন্ধ লেগে থাকে, সে ব্যবস্থা করেছেন মাইক ক্লেয়ার। অনেক দেয়াল আগের মতোই রেখে দেওয়া হয়েছে। আর কোন কামরাটা কী কাজে ব্যবহার করা হতো এবং এই দুর্গের ইতিহাস দর্শনার্থীদের জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

-সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

চিচিং ফাঁক

অফিসিয়াল ও পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে নিজের কেনাকাটা করতে না পারায় তড়িঘড়ি করে ফুটপাত থেকে একটা পায়জামা কিনে ঘরে ফিরলাম। একটা শর্ট পাঞ্জাবি থাকলেও পায়জামা না থাকায় ঝটপট এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না আমার। পরদিন সকালে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় পায়জামা একটু টাইট মনে হলেও খুব বেশি অস্বস্তি লাগছিল না। অবশেষে সবাই ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ার জন্য যাত্রা শুরু করলাম। ঈদগাহ ময়দানে গিয়ে জায়নামাজে বসার সময় একটু কষ্ট হলেও সাবধানের মার নাই ভেবে অত্যন্ত সচেতনভাবে বসে ঈমাম সাহেবের খুতবা শুনতে থাকলাম এবং একপর্যায়ে নামাজের সময় হওয়াতে নিয়ত করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রুকু শেষে সিজদাহ্ করার সময় আমার পিছন দিকে একটু ভালো ধরনের শব্দ অনুভব করলাম এবং এর ফলে নামাজের পরের অংশে আর উঠবস করতে খুব একটা সমস্যা হলো না। সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে পায়জামার নিচের দিকে তাকাতেই ভিতরের ছোট্ট প্যান্টটা চোখে পড়ল। এই অবস্থাতে কিছুটা লজ্জা নিয়ে পিছনের কাতারের দিকে তাকাতেই দেখি অনেকে আমাকে দেখে মিটমিট করে হাসছে। আমি না দেখার ভান করে সামনে তাকালেও পিছন থেকে পিচ্চি একটা ছেলে যেই বলে উঠল, 'আঙ্কেল আঙ্কেল চিচিংফাঁক!' আর তখন সবার মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল।

কারিগরি শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ভাবখালী গ্রামের ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি মাঈন উদ্দিনের তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে কিশোরী মাহমুদা আক্তার সবার বড়। ছোট বেলা থেকেই তার মেধার ছাপ চোখে পড়ে বাবা মায়ের। গৃহিণী মা রীনা আক্তারের প্রবল ইচ্ছে মেয়েকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন। কিন্তু টানাপড়েনে সংসারের চাকাই যেখানে ঘুরতে চায় না সেখানে মেয়ের পেছনে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের চিন্তা ভাবিয়ে তোলে মাহমুদা ও তার বাবা মাকে। তারপরও দমে যায়নি মাহমুদার সঙ্গে তার বাবা মা।

জেএসসি পাস করার পর মাহমুদাকে ভর্তি করা হয় ময়মনসিংহ শহরের মাসকান্দা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে মাহমুদা এখন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দুই বছর মেয়াদী এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সে মেকানিক্যাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

মাহমুদা জানায়, এখানের পাঠ শেষে পলিটেকনিক থেকে ডিপ্লোমা করার পর ভর্তি হবে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। এই কেন্দ্রে মাহমুদার মতো চুরখাইয়ের বিবি মরিয়ম, টাঙ্গাইলের আলফি, দীঘারকান্দার ঝর্ণা আক্তার, ভাটিকাশরের মহুয়া আক্তারসহ প্রতি কোর্স ও সেসনে ১৫০ নারী ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, সিভিলসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং কোর্সে দুই বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বিগত ১৯৯৫ সাল থেকে এই কেন্দ্রে ১০টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। মূলত আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সরকার স্বল্প মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করলেও উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহীদের এই সুযোগ সীমিত বলে জানান কেন্দ্রের ইন্সট্রাক্টর পুলক নন্দী ও রীতা রায়।

শিক্ষানগরী বলে খ্যাত ময়মনসিংহ শহরে রয়েছে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও শারীরিক শিক্ষার মতো প্রতিষ্ঠানও রয়েছে উল্লেখ করার মতো। স্থানীয় সূত্রের দাবি কেবল সরকারি আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেই নারী শিক্ষার্থী রয়েছে অন্তত ২০ হাজার। এর বাইরে সরকারি মুমিনুন্নিসা কলেজ, মহিলা ডিগ্রি কলেজ, মুসলিম গার্লস কলেজ, মহাকালী গার্লস কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়সহ ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করছে আরও অন্তত ২০ হাজার নারী শিক্ষার্থী।

অথচ কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি পর্যায়ে নার্সিং ইনস্টিটিউট ছাড়া নারীদের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নেই ময়মনসিংহে একটিও। ফলে প্রতিবছর জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যত সংখ্যক নারী শিক্ষার্থী বের হচ্ছে তাদের সিকিভাগও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। দিন দিন কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়লেও অংশগ্রহণ সীমিত।

ময়মনসিংহ পলিটেকনিকের ইন্সট্রাক্টর মিজানুর রহমান টিটুর দাবি, একসময়ে মেয়েরা পলিটেকনিকে পড়তে চাইত না। নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা পড়ত। এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের মেধাবী মেয়েরাও পলিটেকনিকে ভর্তি হচ্ছে। চার বছর মেয়াদী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ছে অর্ধশত নারী। পলিটেকনিকের ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও রয়েছে রেকর্ডসংখ্যক ৪০ থেকে ৫০ নারী শিক্ষার্থী। এদের মধ্য থেকে প্রতিবছর অন্তত ১০-২০ শতাংশ নারী বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হচ্ছে বলে জানান তিনি।

উৎসবে নারী

উম্মে ইয়াসমীন

আর কয়েক দিন পরই মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহৎ উৎসব ঈদুল আজহা। তাই ব্যস্ত সব গৃহিণীই। যেকোনো উৎসবে সবচেয়ে ব্যস্ত হতে হয় নারীকেই। তা সে গৃহিণী হোক কিংবা চাকরিজীবী। আর ঈদের মতো উৎসব হলে তো কথাই নেই। ঈদ ঘিরে থাকে নানা কাজ, পরিকল্পনা ও বাজেট। সংসার যেহেতু নারী পরিচালনা করেন, তাই এসব তারই দায়িত্ব।

কথা হচ্ছিল মিসেস হকের সাথে।

চাকরিজীবী মিসেস হক অফিস করার পরও এখন খুব ব্যস্ত। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বললেন, আর ক'দিন পরই ঈদ। রোজার ঈদের মতো কোরবানির ঈদে সবাইকে এত কাপড় দেই না। তারপর শিশুদের জন্য তো নতুন কাপড় কিনতেই হয়। শাশুড়ি আছেন, তার জন্য নতুন শাড়ি কিনতে হবে। এ ছাড়া বাসায় কাজের লোক আছে, তাদেরও তো কিছু দিতে হবে এবং আছে বাসার টুকটাক কিছু কেনাকাটা। কোরবানি দিতে হবে। আর নিজের জন্য কী নেবেন এমন প্রশ্নের উত্তরে হেসে বললেন, এত কিছুর ভিড়ে নিজের জন্য কিছু কেনার কথা মনেও হয় না। এ ছাড়া কোরবানির ঈদ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুরা বাসায় আসবে। তাদের জন্য স্পেশাল ডিশ রান্না করতে হবে। শিশুদের পছন্দের খাবার। কর্তা ভোজনরসিক মানুষ। তার জন্য করতে হয় নানা আয়োজন। আর আপনার পছন্দের খাবার? সবার পছন্দই পছন্দ। নিজের জন্য আলাদা করে আর চিন্তা করি না।

এমন চিত্র শুধু মিসেস হকের সংসারে নয়, প্রায় সব পরিবারেই। সংসার পরিচালনা করেন যে নারী, তিনি সবার কথা চিন্তা করেন, সবার পছন্দ-অপছন্দের খেয়াল রাখেন। তার নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথা নিজে যেমন খেয়াল করেন না, তেমনি অন্য কেউও মনেই করেন না তার কথা।

শাহিদার বিরাট সংসার। শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবর নিয়ে জমজমাট। যেকোনো উৎসবেই সব দায়িত্ব তার। সবার জন্য কেনাকাটা করে নিজের জন্য কোনো কিছু কেনার সময় বা উৎসাহ কোনোটাই থাকে না। তার ওপর আছে সংসারের নানা কাজ, রান্নাবান্না। এত কিছুর পর নিজের জন্য কোনো সময়ই থাকে না শাহিদার। থাকে না ইচ্ছাও। তাই নিজের পছন্দের কোনো খাবার রান্না করা হয় না শাহিদার।

রোজার ঈদ, কোরবানির ঈদ এসব উৎসবের প্রাণ যে গৃহিণী, যিনি সবার জন্য করেন, তার কথা কিন্তু কেউ চিন্তা করে না। অথচ পরিবারের সবাই যদি একটু সচেতন হয়, সব কাজে যদি একটু সাহায্য করে, তার পছন্দের কিংবা খুশির একটু খেয়াল রাখে তাহলে হতে পারেন তিনিও খুশি।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি কন্যাদের জয়যাত্রা

প্রতিটি অনুষদেই বেড়েছে ছাত্রী সংখ্যা। সেরা পাঁচের ফলাফলের দিক দিয়ে মেয়েরাই এগিয়ে। ভেটেরিনারি, কৃষি, ফিশারিজ, পশুপালন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ এবং ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আনুপাতিক হারে বেড়েছে ছাত্রী সংখ্যা

কোনো জাতির সমৃদ্ধির সিংহভাগটাই কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন লোকে মনে করতো, কৃষি শিক্ষা পড়বে ছেলেরা, মেয়েরা পড়বে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। বর্তমানে এ ধারণার মূলোৎপাটন হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে এবং কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন ছাত্রীদের জয়জয়কার। উপমহাদেশের কৃষি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ছাত্রদের অনুপাতে ও সাফল্যের ধারায় মুকুট পরে ছাত্রীদের দাপিয়ে বেড়ানোই প্রমাণ করেছে কৃষি শিক্ষায় এখন কৃষি কন্যাদের রাজত্ব কায়েম হতে চলেছে।

১২৫০ একর জমির উপর ১৯৬১ সালের ১৮ আগষ্ট উপমহাদেশের সেরা ও ঐতিহ্যবাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও ছিল না কোনো ছাত্রী। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। কিন্তু এক কথার মতো সহজ ছিল না ছাত্রী ভর্তি। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এক পর্যায়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দকে আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. এম আমিরুল ইসলাম ছাত্রী ভর্তির সকল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ১৯৭২ সালে তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. মছলেহ উদ্দিনের সময়কালে ১৯৭১-১৯৭২ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের ভর্তি শুরু হয়। সে সময় ছাত্রী সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। কিন্তু এখনকার চিত্র পুরোটাই ভিন্ন ১৯৭৩-৭৪ সালে ময়মনসিংহের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ১৭ জন মেয়ে থাকলেও আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে দুই সহস্রাধিক ছাড়িয়ে গেছে।

অনুপাতের পার্থক্য কমিয়েই ক্লান্ত হয়নি ছাত্রীরা। সাফল্যের দিকে তাকালে দেখা যায় ছাত্রীরা এগিয়ে। শ্রেণি পরীক্ষার (লেভেল সেমিষ্টার ফাইনাল পরীক্ষা) ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায় মেধাতালিকার অর্ধেকই দখল করে আছে ছাত্রীরা। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকার সংখ্যাও বাড়ছে উল্লেখযোগ্য হারে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিস্ট্রার ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের ভর্তি করার জন্য তখনকার সময়ে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল কো-এডুকেশন তথা সহশিক্ষার মূল্য কতখানি। কৃষি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের হস্তক্ষেপ সমানে সমান হওয়া উচিত। সে সময় মোঃ নজিবুর রহমান ছিলেন ছাত্রলীগ মনোনীত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) ভিপি। প্রথম ব্যাচে ভর্তি হওয়া নারীরা এখন দেশবরেণ্য নারী। ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরা মেধার পরিচয় দিয়ে বর্তমানে বিএডিসি, বিআরআরআই, বিএআরআই, এসআরডিআই ইত্যাদি বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি ব্যাংক, এনজিও, কোম্পানি, চা-বাগান, আখ, পাট, নদী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সাথে কাজ করছেন। কৃষিশক্তি ও যন্ত্র বিভাগের প্রফেসর ড. এটিএম জিয়াউদ্দিনের সহপাঠী বিলকিস আমিন জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। বেগম আনোয়ারী আছেন মৎস্য অধিদফতরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পদে। এছাড়া মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফুড কোম্পানি, বড় ধরনের খামারে উচ্চতর পদে আসীন আছেন অনেক ছাত্রী।

প্রতিটি অনুষদেই বেড়েছে ছাত্রী সংখ্যা। সেরা পাঁচের ফলাফলের দিক দিয়ে মেয়েরাই এগিয়ে। ভেটেরিনারি, কৃষি, ফিশারিজ, পশুপালন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান,কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ এবং ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আনুপাতিক হারে বেড়েছে ছাত্রী সংখ্যা।

সংস্কৃতি জগতেও পিছিয়ে নেই ছাত্রীরা। সেখানেও তাদের সরব উপস্থিতি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, কৃষ্টি, উদীচী, অঙ্কুর, ত্রিভুজ, সঙ্গীত সংঘ, বিনোদন সংঘ, নাট্য সংঘ, কম্পাস নাট্য সমপ্রদায়, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খেলাধুলা, স্কাউটিং সবখানেই ছাত্রীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ সবকিছু ছাপিয়ে যায়।

পূর্বে মেয়েদের জন্য মাত্র একটি হল বরাদ্দ থাকলেও বর্তমানে দুটি পূর্ণাঙ্গ হল এবং একটি এক্সটেনশন হলের ব্যবস্থা রয়েছে।

রেণুকা বড়ুয়া নারীমঞ্চে কালজয়ী

রেণুকা বড়ুয়া ১৯৫৭ সালে রাউজান উপজেলার দক্ষিণ ঢাকাখালী গ্রামের কৃতি সন্তান উপ-সহকারী প্রকৌসলী বাবু যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিদ্যেৎসাহী, আবুরখীল আমিতাভ উচ্চ বিদ্যালয়ের সচিব, অসংখ্য ধর্মীয় ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়া ছিলেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্মরণীয় ব্যক্তি। যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়া পরলোক গমনের পর পরিবারে দুঃখ-দুর্দশীয় অমানিশা নেমে আসে। অকূল সাগরে নিমজ্জমান একটি পরিবারের ভেলা ছিল শুধু রেণুকা বড়ুয়া। সন্তান-সন্ততীসহ সংসারের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সব দায়িত্ব নিজের মাঝে। তখন জীবনের দুঃখ অনেক, কষ্টে বুক ব্যথা। এ ব্যথাতুর জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন তিলে তিলে। তিনি কর্তব্যবোধে অবিচল। নিষ্ঠা তাঁকে দিয়েছিল আন্তরিক সহমর্মিতার সবগুলো উপকরণ। তাঁর প্রস্তুতি ছিল সন্তানদের সুস্থ সুন্দররূপে মানুষের মতো মানুষ করা। রেণুকা বড়ুয়ার প্রথম পুত্র বাবু দিলীপ কুমার বড়ুয়া বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর আওতাধীন পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পে উপজেলা প্রজেক্ট অফিসার এবং প্রধান নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন।

এবার এসেছে আই ডিটেক্টর!

দেশ ডেস্ক, পশ্চিম আফ্রিকায় এক সময় মিথ্যাবাদী ধরা হতো পাখির ডিম দিয়ে। সন্দেহভাজনদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হতো। তাদের হাতে তুলে দেয়া হতো পাখির ডিম। এই পাখির ডিম একে একে হাতবদল হতো। হাতবদল হওয়ার পথে যার হাতে ডিমটি ভাঙত, সে-ই মিথ্যাবাদী। প্রাচীন চীনে অবশ্য পাখির ডিমের বদলে ব্যবহার করা হতো এক মুঠো চাল। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চিবোতে দেয়ার পর যার মুখে চাল শুকনো থাকবে, সে-ই নাকি মিথ্যাবাদী! চাল পড়ার চল অবশ্য আছে বাংলাদেশেও।

মানুষের এসব প্রাচীন বিশ্বাসকে অনেকে বলেন কুসংস্কার। এর পেছনে আছে মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাও। আর বিজ্ঞান সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য অনেক আগেই আবিষ্কার করেছে 'পলিগ্রাফ টেস্ট'। ১৯২১ সালে আবিষ্কৃত এ যন্ত্রটি মানুষের কাছে 'লাই ডিটেক্টর' হিসেবেই বেশি পরিচিত। যদিও সেটি শতভাগ নির্ভুল ফল দিতে পারে না। আর ব্যয়বহুলও। এবার এসে গেছে মিথ্যাবাদীদের ধরার নতুন প্রযুক্তি যার নাম 'আই ডিটেক্টর'।

মানুষের অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে চোখের মণি বা তারায়। ভয়, ঘৃণা, আনন্দ কিংবা মিথ্যা বলায় প্রসারিত হয় চোখের মণি। মিথ্যা বললে আমাদের চোখের মণি যতটুকু প্রসারিত হয়, সেটা এক মিলিমিটারের ভগ্নাংশ সমান। বেশির ভাগ মানুষই সাদা চোখে তা ধরতে পারে না। তবে যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ রাজ্যের 'কনভার্স' নামে একটি প্রতিষ্ঠান এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে মিথ্যা বলার সময় মানুষের চোখের মণির প্রসারণ ধরা যায়। যন্ত্রটির নাম 'আই ডিটেক্ট'। একটি ক্যামেরা ব্যবহার করে চোখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভাঁওতাবাজি ধরা হয়। 'লাই ডিটেক্টর' এর চেয়ে সস্তা হওয়ায় 'আই ডিটেক্ট' এর জনপ্রিয়তা ক্রমে উর্ধ্বমুখী। তিন বছর আগেই বাজারে এসেছে এ যন্ত্র। এখন ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্বের ৩৪টি দেশে সরকারি-বেসরকারিপর্যায়ে।

দাঁত হাড় ও পেশির সুস্থতায় আমড়া

দেশ ডেস্ক, আমড়াকে গোল্ডেন আপেলও বলা হয়। পুষ্টিতে ভরপুর আমড়া ল্যাটিন আমেরিকার স্থানীয় ফল হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এর জনপ্রিয়তা ও উৎপাদন অনেক। আমড়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবার সমৃদ্ধ ফল এবং এর ক্যালরির পরিমাণ খুব কম। আমড়ার ভিটামিন-সি ফ্রি র‍্যাডিকেলের ক্ষতি থেকে শরীরকে রক্ষা করে। রোগপ্রতিরোধক্ষমতা এবং কোলাজেনের উৎপাদন বাড়াতেও সাহায্য করে ভিটামিন-সি। কোলাজেন স্কিন, লিগামেন্ট, টেন্ডন ও কার্টিলেজকে স্বাস্থ্যবান রাখে। দৈনিক আয়রনের চাহিদার ৩৫ শতাংশই পূরণ হয় মাত্র একটি আমড়া খেলে। শরীরের সার্বিক কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য আয়রনের প্রয়োজন হয়। সারা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করে হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিন নামের দুইটি

উপাদান। আর এই দুইটি উপাদান উৎপাদনে সাহায্য করে আয়রন। আয়রন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে রক্তের লোহিত কণিকার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আমড়া সার্বিক কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমায়। তাই আমড়া খাওয়া হার্টের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। ক্যালরির পরিমাণ কম থাকায় আমড়া দেহের সার্বিক ওজন কমাতেও সাহায্য করে। আমড়াতে প্রচুর ফাইবার বা খাদ্যআঁশ থাকে যা বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। ত্বক, চুল ও নখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সাহায্য করে আমড়া। মাড়ি ও দাঁতের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে, ঠাণ্ডা ও কাশি নিরাময়ে এবং হাড়ের রোগ ও পেশীর খিঁচুনি প্রতিরোধে আমড়ার ভূমিকা অতুলনীয়। ইন্টারনেট।

স্বাস্থ্যসমস্যার লক্ষণ পায়ে

দেশ ডেস্ক, দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্রমে সমস্যা হলে তার প্রাথমিক লক্ষণ পায়ে ফুটে ওঠে। জনপ্রিয় একটি স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলা হয়েছে, পায়ের এসব পরিবর্তন লক্ষ করা গেলে তাকে কখনো অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়। যথাসময়ে তার চিকিৎসা নেয়ার ওপর তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমন কিডনি যদি যথাযথভাবে কাজ করতে না পারে, তাহলে দেহের উচ্ছিষ্ট তরল শরীর থেকে বের হয়ে যেতে পারে না। এ ক্ষেত্রে পা ফুলে যেতে পারে এবং ফুলে যাওয়া অংশ স্পর্শ করলে বৈদ্যুতিক শক লাগার মতো ব্যথা অনুভূত হবে। আর যদি পায়ের গোড়ালি ফুলে যায় এবং বেশ ভারী ভারী মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে হৃদযন্ত্রে রক্ত-সঞ্চালনে সমস্যা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের কোনো একটি বা দুইটি ভালব দুর্বল হয়ে যাওয়ায় রক্ত সঞ্চালন করতে পারছে না বলে ধরে নিতে হবে। ডাক্তারা বলেন, হৃৎপিণ্ডের কোনো একটি প্রকোষ্ঠের রক্ত পাম্প করতে সমস্যা হলে পায়ে রক্ত জমা হয়ে পা ফুলে যায়। থাইরয়েড গ্রন্থিতে সমস্যা হলেও পায়ের পাতা ফুলে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মাংশপেশীতে খিঁচুনি ধরতে পারে এবং শরীরে শীত শীতভাব অনুভূত হবে। পায়ের যেকোনো পরিবর্তন বা বৈসাদৃশ্য চোখে পড়লে আর অবহেলা না করে দ্রুত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ইন্টারনেট।

ঝড়তাড়ুয়া তিনি

দেশ ডেস্ক: ঝড়ের তাণ্ডবে সব লণ্ডভণ্ড। সবাই যখন বাতাসের তোড় থেকে বাঁচতে পালাচ্ছেন, তখন যদি দেখা যায় কেউ একজন ওই বাতাসের সাথেই লড়াই করছেন, কেমন লাগবে? এমনই একজন ঝড়তাড়ুয়া জাস্টন ড্রেক।

ক্যারিবীয় অঞ্চলজুড়ে এরই মধ্যে তাণ্ডব চালিয়েছে হারিকেন ইরমা। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে কমপে ২৪ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। ফোরিডা ও জর্জিয়া থেকে সরিয়ে নেয়া হয় ৬০ লাখের বেশি মানুষকে। আবহাওয়া অফিস যখন ঘূর্ণিঝড় ইরমার পথ থেকে সবাইকে সরে যেতে বলে, তখন ফোরিডায় জাস্টন ড্রেক করলেন ঠিক উল্টো কাজ।

প্রচণ্ড ঝড়ের প্রায় কেন্দ্রে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যান জাস্টন। বাতাসের গতি পরিমাপ করতে হাতে একটি যন্ত্রও ধরে রেখেন তিনি।

তবে ভয়াবহতা বুঝতে যন্ত্রের হিসেবের প্রয়োজন পড়েনি। দাঁড়ানোমাত্রই তাকে কয়েক ফুট পেছনে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস। ফের এগিয়ে যেতে জাস্টনকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয় সামনে।

ইরমার এ ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়েছে টুইটার, ফেসবুকে।

গণমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে জাস্টন জানান, জীবনে বহু ঝড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। কিন্তু ইরমার মতো ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা তার হয়নি।

রক্তের চর্বি কমাতে হলে

দেশ ডেস্ক: রক্তে নির্দিষ্ট মাত্রায় চর্বি থাকে। এতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু এই চর্বির পরিমাণ বেড়ে গেলেই যত রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। রক্তে অতি মাত্রায় চর্বি থাকলে উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাই সুস্থ থাকতে হলে রক্তে চর্বি কমাতে হবে। এজন্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও খাদ্য তালিকায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে গরু ও খাসির গোশত। সেই সাথে অবশ্যই কলিজাজাতীয় খাবারও বন্ধ করতে হবে। এসব খাবারের পরিবর্তে খেতে হবে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার; যেমন– মাছ, শাকসবজি ও ফল। এসব খাবার মূলত ভিটামিন এ, ই এবং সি-সমৃদ্ধ খাবার। যা রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। বলা যায়, রক্তে চর্বি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো– রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া। এ ছাড়া রক্তে চর্বি কমাতে হলে খাদ্য তালিকা থেকে আরো বাদ দিতে হবে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার যেমন– ঘি, পনির, মাখন ও আইসক্রিম। ডিমের কুসুম বাদ দিয়ে শুধু সাদা অংশটুকু খাওয়া যেতে পারে। নারিকেল বা নারিকেলের তৈরী খাবারও পরিহার করতে হবে। সেই সাথে পরিহার করতে হবে ধূমপান। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম করলে রক্তে চর্বি ধীরে ধীরে কমে যায়। এ জন্য সপ্তাহে নিয়মিত অন্তত তিন-চার দিন ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

উড়োজাহাজেই বসতবাড়ি

দেশ ডেস্ক : ঘন পাইনবনের মধ্যে বিমানটিকে ওপর থেকে দেখলে মনে হবে, হয়তো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এখন তা পরিত্যক্ত। কিন্তু বিমানটির কাছে গেলে বুঝতে পারবেন, ওটা আসলে বসতবাড়ি। লোকটির নাম ব্রুস ক্যাম্পবেল, পেশায় ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। তিনিই বানিয়েছেন এ বিমানবাড়ি। ১৯৯৯ সালে এক লাখ ডলার খরচায় এথেন্স বিমানবন্দর থেকে একটি তিন ইঞ্জিনের বাণিজ্যিক একটি যাত্রীবাহী 'বোয়িং ৭২৭' বিমান কিনেছিলেন ক্যাম্পবেল। বিমানটি রাখতে ২৩ হাজার ডলার খরচায় ১০ একর জায়গাও কেনেন তিনি। ক্যাম্পবেল শুরুতে চেয়েছিলেন খেটেখুটে বিমানটি ঠিক করে ফেলবেন। কিন্তু সেই নাপিতের গল্প শোনার পর বদলে যায় তার কাজের ধরন। বিমানটিতে বাড়ির আদল দিতে কাজ শুরু করেন ক্যাম্পবেল। প্রথমে দুটি ডানা খুলে ফেলেন। এরপর 'ল্যান্ডিং গিয়ার' এর নিচে বসান কাঠের শক্ত থাম। তারপর পাখা দুটি আবার লাগান; তবে এবার এমনভাবে যেন বিমানের ভারসাম্য ঠিক থাকে, কোনো দিকে কাত হয়ে না যায়।

টানা কয়েক বছরের খাটুনি আর দুই লাখ ২০ হাজার ডলার খরচ করে অবশেষে বিমানটিকে বাড়ির আদল দিতে সক্ষম হন ক্যাম্পবেল। তবে ক্যাম্পবেলের এই বিমানবাড়িটির ভেতরটা ভীষণ অভিজাত ভাবলে ভুল করবেন। সাধারণ জীবনযাপনই তার পছন্দ। বিমানের মধ্যে মাদুর পেতে ঘুমান। আছে গোসলখানা আর দুটি টয়লেট। পাইলটদের 'ককপিট' ব্যবহার করছেন বিনোদন কিংবা পড়াশোনার জন্য। রসুইঘর বলতে মাইক্রোয়েভ কিংবা টোস্টার। টিনজাত এবং শস্যজাত খাবারই বেশি খান। সিঁড়ি দিয়ে বিমানে ওঠার পর ঢোকার পথেই চোখে পড়বে প্রমাণ সাইজের জুতো রাখার একটি তাক। সেখানে বাহারি সব স্যান্ডেল-স্লিপার।

কুমিরের সাথে সাঁতার

দেশ ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজধানী ডারউইনে অবস্থিত 'ক্রোকোসাউরাস কোভ' পার্কে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকের জন্য রোমাঞ্চকর একটি অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পার্কে বেড়াতে আসা পর্যটকের জন্য বিশাল আকৃতির একটি কুমিরের সাথে সাঁতারের ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপ। যে কেউ ১০৩ পাউন্ডের বিনিময়ে হিংস্র এ প্রাণীর সাথে আধা ঘণ্টা সাঁতারের এক বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

তবে কুমিরটি পর্যটকের যেন কোনো তি করতে না পারে সে জন্য কর্তৃপ একটি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। সাঁতার কাটার সময় কুমিরটি পানিতে উন্মুক্ত থাকলেও যারা সাঁতারে অংশ নেবেন তাদের একটি প্লাস্টিকের খাঁচায় রাখা হবে। ওই খাঁচায় এক সাথে সর্বোচ্চ দুইজন সাঁতার কাটতে পারবেন।

সাঁতার কাটার সময় কুমিরটিকে বিশেষ ব্যবস্থায় মাংস বা মাছ খাওয়ানো হয় যাতে কুমিরটি পর্যটকের খাঁচার আশপাশে ঘোরাঘুরি করে। এই সাথে তাদের মনে হয় তারা কুমিরটির সাথে উন্মুক্ত পানিতে সাঁতার কাটছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গো-শালা

দেশ ডেস্ক,: ভারতের জাতীয় সাংবাদিকতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি গো-শালা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানকার কর্তৃপ। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ব্রিজকিশোর কুঠিয়ালা আরএসএসের ঘনিষ্ঠ, আর সে জন্যই ক্যাম্পাসে গো-শালা তৈরি করার প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কুঠিয়ালা অবশ্য বিবিসিকে জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের সাথে আরএসএসের কোনো সম্পর্ক নেই।

এই গো-শালা থেকে ছাত্রছাত্রীরা দুধ, দই, মাখন খেতে পারবে, আবার গোবর ব্যবহার করা হবে গ্যাস উৎপাদনের প্লান্টে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে রান্নার গ্যাসও সরবরাহ করা হবে ওই গোবর-গ্যাস প্লান্ট থেকে। চাষের তে থেকে উৎপাদিত হবে অর্গানিক শাক-সবজি।

গো-শালা তৈরির জন্য রীতিমতো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে টেন্ডার ডাকা হয়েছে যাতে গো-শালা চালাতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা সংগঠন এগিয়ে আসতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী অবশ্য বলছেন গো-শালা তৈরির আগে বুনিয়াদি সুযোগ-সুবিধাগুলোর ব্যবস্থা করা উচিত।

তবে একজন ছাত্রী, সুলণা প্যাটেল বলেছেন একটা ভালো পদপে। আমরাও একটা ভালো কাজের সাথে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত হবো। বিশ্ববিদ্যালয় যদি গরুদের বাঁচাতে কাজ করে, তা নিয়ে কারো সমস্যা হওয়ার তো কথা নয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও হিন্দি ভাষার বিশিষ্ট কবি সাংবাদিক মাখনলাল চতুর্বেদীর নামে ১৯৯০ সালে ভূপালে এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি তৈরি হয়। বিবিসি।

অনলাইন শপ থেকেও চুরি!

ঢাকা, ৬ অক্টোবর : বিশ্বখ্যাত অনলাইন শপিং প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন থেকে ১২ লাখ ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য চুরি করেছে বলে স্বীকার করেছে মার্কিন এক দম্পতি। তারা যে পণ্যগুলো অর্ডার করেছিল সেগুলো ভাঙা কিংবা নষ্ট ছিল বলে বারবার দাবি করে এ কাজ করেছেন তারা। ইন্ডিয়ানা রাজ্যের বাসিন্দা এরিন জোসেফ ফিন্যান (৩৮) ও লিয়া জেনেত্তি ফিন্যান (৩৭) দম্পতি প্রতারণা এবং অর্থ পাচারের অপরাধ স্বীকার করেছে। এ দম্পতির পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার জরিমানা ও সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। আগামী ৯ নভেম্বর এ রায় ঘোষণা করা হবে। স্থানীয় একটি সংবাদপত্র বলছে, ফিন্যান দম্পতি অনলাইনে শত শত ভুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে অ্যামাজান থেকে অনলাইনে পণ্য ক্রয়ের অর্ডার দিয়েছে।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রী। অর্ডার করা পণ্যগুলো হাতে পাওয়ার পর তারা অ্যামাজনের কাস্টমার সার্ভিস বিভাগে যোগাযোগ করে জানায় যে, পাঠানো গেজেটগুলো ভাঙা বা কাজ করছে না। অ্যামাজানের নীতি অনুযায়ী তারপর ওইসব পণ্যের পরিবর্তে আরেকটি বিনা মূল্যে পাঠিয়ে দেয়। তারপর এ পণ্যগুলো ফিন্যান দম্পতি আরেকজনের কাছে বিক্রি করেন, যিনি আবার এ পণ্যগুলো নিউ ইয়র্কের এক বেনামি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করেন।

মার্কিন ডাক বিভাগের অনুসন্ধান বিভাগ, ইন্ডিয়ানা রাজ্য পুলিশ ও অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগের যৌথ তদন্তে এ দম্পতির জালিয়াতি ধরা পড়ে। এরপর সে দম্পতি ও তাদের সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়। ইন্টারনেট।

ড. আবুল কালাম আজাদ
প্রিন্সিপাল
দারুল উলুম বার্মিংহ্যাম ইসলামিক হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ

প্রশ্নঃ শায়খ, কীভাবে বুঝবো যে একজন লোককে যাদু করা হয়েছে? একটু বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তরঃ যাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক একটা বাস্তব সমস্যা বা রোগ। যারা যাদু আছে বলে বিশ্বাস করেন না তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ। বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান এই যাদুর কোডগুলো এখনো খুলতে পারেনি। তারা যাদুর বৈজ্ঞানিক কারণ জানে না বলে যাদুর অস্তিত্ব নেই মনে করাও ঠিক নয়। যাদুর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে এবং যাদু ইলেক্ট্রনিক ডিকোডিং পদ্ধতিতে কাজ করে। এটা কিছু জৈবিক ও শব্দতরণের ভাইরাস। এই ভাইরাস কাউকে আক্রমণ করলে তাকে যাদু আক্রান্ত বলে ধরা হয়। কাউকে কোনোভাবে যাদু করা হলে তা বিভিন্নভাবে ধরা পড়ে।

যেমন রোগীর মানসিক ও মানবিক অবস্থা হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে যায়। ফলে দেখবেন হঠাৎ করে কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছুর প্রতি অনেক বেশি ভালোবাসা বা ঘৃণা প্রকাশ করে।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং হঠাৎ সুস্থ হয়ে যায় এবং ডাক্তারেরা এর কোনো কারণ খুঁজে পান না। কোনো ওষুধ দিলেও কাজ হয় না। হঠাৎ করে খুব ইবাদত বন্দেগী করে, আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যায় এরপর আবার সব ছেড়ে দেয়।

এই খুব হাসি-খুশি, আবার হঠাৎ করে চুপচাপ হয়ে মুখ ভার করে থাকে অথবা কান্না-কাটি করে। কারণে-কারণে রেগে যায়। যে সমস্ত কারণে রেগে যায় তা সে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

এরা এমন আবেগী হয়ে যায় যে প্রবল আবেগ নিয়ে কিছু বলে বা করে এবং এমনভাব আসে যে এই কাজ না করলে সে যেন মরে যাবে। তার মানে নির্দিষ্ট কিছু কাজের প্রতি একটা অন্ধ পাগলামীর মত টান বা চাপ অনুভব করে। কিন্তু পরে কোন এক সময় সেটা সে বুঝতে পারে এবং লজ্জিত হয়।

যার ওপর যাদু করা হয় তাকে যাদু কাটার উদ্দেশ্যে কিছু জানিয়ে বা শুনিয়ে করলে বা পড়লে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

কারো ওপর যাদু করলে তার চোখের মনিতে ও একটা অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশ পায়। সে কোন কিছুতে বা কারো দিকে এক নয়নে তাকিয়ে থাকতে পারে না।

তার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় এমন ব্যথা হয় যার কোন কারণ ডাক্তাররা খুজে পান না। মনে হয় রোগ লুকোচুরি খেলছে।

যার ওপর যাদু করা হয়েছে সে অনেক সময় বিনা কারণে ঘামতে থাকে। শীতের সময় গরম অনুভব করে আবার গরমের সময় প্রচণ্ড শীত অনুভব করে। এর ফলে তার শরীর থেকে একটা দুর্গন্ধ বের হতে থাকে।

তবে, যে সমস্ত উপসর্গের কথা বলা হলো এর দুয়েকটা দেখলেই যাদু করা হয়েছে মনে করা ঠিক নয়। রোগীকে ভালো করে অবলোকন করতে হবে এবং দেখতে হবে এই উপসর্গের ধরণ কেমন এবং তা বারবার ঘটছে কি-না।

যারা যাদু আছে বলে বিশ্বাস করেন না তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ। বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞান এই যাদুর কোডগুলো এখনো খুলতে পারেনি। তারা যাদুর বৈজ্ঞানিক কারণ জানে না বলে যাদুর অস্তিত্ব নেই মনে করাও ঠিক নয়। যাদুর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে এবং যাদু ইলেক্ট্রনিক ডিকোডিং পদ্ধতিতে কাজ করে। এটা কিছু জৈবিক ও শব্দতরণের ভাইরাস। এই ভাইরাস কাউকে আক্রমণ করলে তাকে যাদু আক্রান্ত বলে ধরা হয়। কাউকে কোনোভাবে যাদু করা হলে তা বিভিন্নভাবে ধরা পড়ে।

প্রশ্নঃ যদি কেউ মানত করে থাকে যে সে রোগ থেকে ভালো হয়ে গেলে হজে যাবে। কিন্তু হজে যাওয়ার মতো টাকা যদি তার না থাকে তাহলে কী করবে? এবং সে যদি এই মানতের হজ করে তাহলে কি তাকে আবার তার ফরজ হজ করতে হবে?

উত্তরঃ যদি কেউ হজের মানত করেন, কিন্তু তার ওপর হজ ফরজ ছিলোনা তাহলে অন্যান্য যে কোন ইবাদতের মতোই মানত পূর্ণ হলে তার ওপরও হজ ফরজ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেছেন: তারা তাদের মানতগুলো পূরণ করে এবং সেই দিনের ভয় করে যেদিন তাদের খারাপগুলো বিচ্ছন্ন হয়ে উড়ে বেড়াবে (সূরা ইনসানঃ ৭)।

এখন তার যদি পর্যাপ্ত টাকা না থাকে তাহলে তিনি অল্প টাকার প্যাকেজে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এ জন্য অন্যান্যের কাছ থেকে হাদিয়া বা লোন নিতে পারবেন।

আর যদি একান্তই তিনি হজ না করতে পারেন তাহলে তিনি মানত বা কসম ভাঙার কাফফারা দিয়ে দিবেন। ইমাম মুসলিমে উক্ববা বিন আমের থেকে বর্ণিত একটা হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: মানতের কাফফারা হলো কসমের কাফফারা। আর তা হলো- দশজন ফকির-মিসকিনকে খাওয়ানো, অথবা তাদেরকে কাপড় দেওয়া, অথবা একটা দাস মুক্ত করে দিবে আর না পারলে ৩দিন রোজা রাখবে।

হ্যাঁ, যদি কেউ মানতের হাজ করে তাহলে এতেই তার ফরজ হজ আদায় হয়ে যাবে।

মাসআলা-মাসাইল বিভাগে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

সুপ্রিয় পাঠক, সাপ্তাহিক দেশ-এর নিয়মিত বিভাগ মাসআলা-মাসাইল-এ আপনার যে কোনো ধর্মীয় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব ড. আবুল কালাম আজাদ আপনার প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দিচ্ছেন। নিচের ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা ইমেইলে আজই আপনার প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন।

Weekly Desh
65 New Road, London E1 1HH. Email: kalamahsan@hotmail.com

নামাজ নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে ফরজ করা হয়েছে

ফরজ নামাজগুলোর সময় কোরআন ও সুন্নতের বিশেল্লষণ মোতাবেক পাঁচটি- ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। নামাজের সময় বিশেল্লষণ করতে গিয়ে কোরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- নামাজ কায়েম করো সূর্য ঢলে যাওয়ার সময়, রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরে কোরআন পাঠ করো নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে। নিশ্চয় ফজরের পাঠ মশহুদ হয় (অর্থাৎ ফেরেশতা এ নামাজের সাক্ষী থাকেন)। (বনি ইসরাইল :৭৮) সূর্য ঢলে যাওয়ার অর্থ মধ্যা"র পর থেকে ক্রমেই তার তীব্রতা কমতে থাকা। এ পরিবর্তন দিনে চারবার হয় এবং 'দুলুক' শব্দের দ্বারা তাই বোঝানো হয়েছে। যেমন-১. মধ্যা"র পর যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে; ২. দিনের শেষ দিকে যখন তার রশ্মি কমে আসে এবং তার মধ্যে হলুদ আভা দেখা যায়; ৩. যে সময়ে সূর্য অস্ত যায়; ৪. এমন সময় যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর লাল আভাটুকু বিলীন হয়ে অন্ধকার নেমে আসে। এ হচ্ছে চার সময়- যখন জোহর, আসর, মাগরিব এবং এশার নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফজরে কোরআন পাঠের অর্থ 'ফজরের নামাজ'। কোরআনে নামাজের জন্য 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও আবার তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে নামাজ মনে করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে যে চার নামাজের দিকে সামগ্রিকভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কোরআনের অন্যত্র সে সল্কপর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। নামাজ কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে এবং রাত কিছুটা অতীত হওয়ার পর (হুদ :১১৪)। দিনের দুই প্রান্তে নামাজের সুস্পষ্ট মর্ম ফজর এবং মাগরিবের নামাজ। রাত কিছুটা গভীর হওয়ার পর যে নামাজ, তাহলো এশার নামাজ।

ফজরের সময় :উষার আলো প্রকাশ হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

জোহরের সময় :সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর শুরু হয়। সময় তখন পর্যন্ত থাকে, যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার আসল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হয়। যেমন এক হাত লম্বা একটা লাকড়ির আসল ছায়া দুপুরবেলা চার আঙুল ছিল। তারপর সে লাকড়ির ছায়া যখন দু'হাত চার আঙুল হবে, তখন জোহরের ওয়াক্ত চলে যাবে। কিন্তু সাবধানতার জন্য জোহরের নামাজ এমন সময়ের মধ্যে পড়া উচিত, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার আসল ছায়া বাদে সমান হয় জুমার নামাজেরও এই সময়। তবে গরমের সময় একটু বিলম্বে পড়া ভালো। কিন্তু জুমার নামাজ সব ঋতুতে প্রথম সময়ে পড়াই উত্তম।

আসরের সময় : জোহরের ওয়াক্ত খতম হলেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পর্যন্ত থাকে। অবশ্য সূর্যে হলুদ বর্ণ এসে যাওয়ার আগে আসরের নামাজ পড়া উচিত। হলুদ বর্ণ আসার পর নামাজ মাকরুহ হয়। কোনো কারণে যদি আসরের নামাজ বিলম্বিত হয়ে যাওয়ার কারণে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে, তাহলে নামাজ কাজা না করেই তখন পড়ে নেওয়া উচিত।

মাগরিবের সময় :সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং পশ্চিমাকাশের লাল বর্ণ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। মাগরিবের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়া মুস্তাহাব।

এশার সময় :পশ্চিমাকাশের লাল বর্ণের পর সাদা বর্ণ চলে যাওয়ার পর শুরু হয় এবং সুবহে সাদেক পর্যন্ত বাকি থাকে। পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ সূর্যাস্তের আনুমানিক সোয়া ঘণ্টা পর অন্ধকারে ঢেকে যায়। কিন্তু এশার নামাজ সাবধানতার জন্য দেড় ঘণ্টা পর পড়া উচিত।

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	এশা শুরু
১৩ অক্টোবর	শুক্রবার	৫:৩৭	০৭:১৮	১২:৫২	৪:১৯	৬:১৪	০৭:৩৭
১৪ অক্টোবর	শনিবার	৫:৪৮	০৭:২০	১২:৫১	৪:১৮	৬:১২	০৭:৩৫
১৫ অক্টোবর	রবিবার	৫:৫০	০৭:২২	১২:৫১	৪:১৬	৬:১০	০৭:৩৩
১৬ অক্টোবর	সোমবার	৫:৫১	০৭:২৩	১২:৫১	৪:১৪	৬:০৮	০৭:৩১
১৭ অক্টোবর	মঙ্গলবার	৫:৫২	০৭:২৫	১২:৫১	৪:১২	৬:০৬	০৭:২৯
১৮ অক্টোবর	বুধবার	৫:৫৪	০৭:২৭	১২:৫১	৪:১০	৬:০৪	০৭:২৭
১৯ অক্টোবর	বৃহস্পতিবার	৫:৫৬	০৭:২৯	১২:৫০	৪:০৮	৬:০২	০৭:২৫

বুকে বিঁধে থাকবে যে তারিখগুলো

ঢাকা, ১০ অক্টোবর : ১০ অক্টোবর তারিখটা বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য লজ্জা আর দুঃখের দিন। 'অভিশপ্ত' দিন বললেও খুব বাড়িয়ে বল হয় না। ভুটানের মতো দলের কাছে গত বছর এই দিনেই হারের তেতো স্বাদ নিতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। একটি হার যে একটি দেশের ফুটবলকে কতটা পিছিয়ে দিতে পারে, ২০১৬ সালের ভুটান-বিপর্যয় বোধ হয় তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব থেকে ছিটকে দেওয়া সেই হার খুব বাজেভাবেই পড়েছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে। ইতিহাসের সবচেয়ে লজ্জাজনক র‍্যাঙ্কিংয়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ফুটবল এখন ধুঁকছে।

বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে কেবল ১০ অক্টোবর নয়, আরও কয়েকটা তারিখ আছে, যেগুলো ভুলে যেতে পারলেই খুশি হন ফুটবলপ্রেমীরা।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

এই তারিখটা বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য রীতিমতো দুঃস্বপ্নেরই। আজ থেকে ৩৮ বছর আগে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে প্রেসিডেন্টস কাপ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বাগতিকদের সঙ্গে গোল-বন্যায় ভাসতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। কোরিয়ার কাছে ৯-০ গোলের হার এখনো আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পরাজয়।

২৫ জুলাই ১৯৮৪

প্রথম সাফ গেমসের ফুটবলে বাংলাদেশের সোনা জয়কে অনেকেই সময়ের ব্যাপার বলেছিলেন। কারণ সেবার ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা ফুটবলে অংশ নেয়নি। রাউন্ড রবিন লিগে স্বাগতিক নেপাল ও মালদ্বীপকে বাংলাদেশ উড়িয়ে দিয়েছিল ৫-০ গোলে। ফাইনালে নেপালের বিপক্ষে ২-০ গোলে এগিয়েও গিয়েছিল সে সময় দক্ষিণ এশীয় ফুটবলের পাওয়ার হাউসখ্যাত বাংলাদেশ। কিন্তু হঠাৎ গোটা দলের কী যেন হয়ে গিয়েছিল। গুনে গুনে ৪ গোল খেয়ে নেপালের কাছে বাংলাদেশ হেরে গিয়েছিল। অভিশপ্ত দিনই তো ছিল সেটি!

২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫

ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় সাফ গেমস। চারদিকে উৎসবের আবহ। অনেকেই বলেন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেই সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবলে নিজেদের সেরা পারফরম্যান্সটা উপহার দিয়েছিল। দলও ছিল দুর্দান্ত। গ্রুপপর্বে পাকিস্তানকে ২-১ আর মালদ্বীপকে ৮-০ গোল হারানো বাংলাদেশ ফাইনালে খেলেছিল ভারতের সঙ্গে। ভারতও ছিল যথেষ্ট ভালো দল। দক্ষিণ এশীয় ফুটবলের দুই জায়ান্টের লড়াই রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ছড়িয়েছিল সেদিন। প্রথমে ভারত ১-০ গোলে এগিয়ে গেলেও শেখ মোহাম্মদ আসলামের দুর্দান্ত এক গোলে বাংলাদেশ ম্যাচে ফেরে। অতিরিক্ত সময়ে বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ নষ্ট করা বাংলাদেশ টাইব্রেকারে সে ম্যাচটি হেরে যায় ৪-১ ব্যবধানে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন তারকা সেদিন পেনাল্টি মিস করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, দ্বিতীয় সাফ গেমসের ফুটবলে সোনার পদক জিতে গেলে বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাস অন্যভাবেই হয়তো লেখা হতো।

১১ এপ্রিল, ১৯৯৩

১৯৯৪ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে বাংলাদেশ পড়েছিল কঠিন গ্রুপে। জাপান, আরব আমিরাত, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই লেগে ৮টি ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ জয় পায় কেবল দুটিতে, তা-ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। দুটি লেগ অনুষ্ঠিত হয়ে জাপান ও আমিরাতে। জাপানের টোকিওতে বাছাইপর্বের প্রথম ম্যাচেই বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল বাংলাদেশ। তারিখটি ছিল ১১ এপ্রিল। সে ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছিল ৮-০ গোলের বিরাট ব্যবধানে।

১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

বেশি দিন আগের কথা নয়। গত বছর সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ প্রীতি ম্যাচ খেলতে মালদ্বীপে গিয়ে নিরন্তর লজ্জার মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। ম্যাচটিতে বাংলাদেশ হেরেছিল ৫-০ গোলে। ভুটানের বিপক্ষে হার নিয়ে অনেক কথা হয়, কিন্তু মালদ্বীপের কাছে ৫ গোলের হার কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল ফুটবলের আসল অবস্থাটা।

আর্জেন্টিনার সামনে এক আর্জেন্টাইনই বাধা

ঢাকা, ১০ অক্টোবর : জিততে না পারলে বিশ্বকাপ-স্বপ্ন শেষ হয়ে যেতে পারে আর্জেন্টিনার। যাদের বিপক্ষে লিওনেল মেসিদের এই বাঁচা-মরার লড়াই সেই ইকুয়েডরের কোচ কিন্তু একজন আর্জেন্টাইন–হোর্হে সেলিকো! এক আর্জেন্টাইনের হাতেই কি হবে আর্জেন্টিনার স্বপ্নের সমাধি!

খুব বেশি দিন হয়নি ইকুয়েডরের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন সেলিকো। গত মাসে আগের কোচ গুস্তাভো কুইন্তারোস বরখাস্ত হওয়ার পর বাছাইপর্বে ইকুয়েডরের শেষ দুটি ম্যাচের জন্য কোচ করা আনা হয় সেলিকোকে। এর আগে তিনি ছিলেন ইকুয়েডরের যুবদলের দায়িত্বে। সেলিকোর অধীনে প্রথম ম্যাচে চিলির কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ইকুয়েডর। বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নও শেষ হয়ে গেছে ওই ম্যাচেই। বাকি শুধু এখন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটা। ইকুয়েডরের কিছু পাওয়ার নেই, কিন্তু আর্জেন্টিনার হারানোর আছে অনেক কিছু। এমন ম্যাচে কী করবেন সেলিকো? দার্শনিকের মতো জবাব দিয়েছেন ৫৩ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন কোচ, 'মাঝেমধ্যে নিয়তি আপনার পথে এমন একটা কিছু দাঁড় করিয়ে দেবে, যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।' রয়টার্স।

বর্ষসেরা গোলে আছেন নারী ফুটবলার, গোলরক্ষকও

ঢাকা, ১০ অক্টোবর : ফিফার বর্ষসেরা ১০ গোলের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল আগেই। গত কয়েক দিন নিজেদের পছন্দের গোলকে সেরা বানাতে ভোট করেছেন বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ। 'দ্য বেস্ট' ট্রফির সেরা ১০ ফুটবলারের নাম ঘোষণার দিনে শীর্ষ ৩ গোলের তালিকাও প্রকাশ করল ফিফা।

অনূর্ধ্ব-১৭ নারী বিশ্বকাপে ভেনেজুয়েলার অধিনায়ক ডেয়না কাস্তেয়ানোসের গোল উঠে এসেছে সেরা তিনে। ক্যামেরুনের বিপক্ষে সেই ম্যাচে। কিক অফের পর সরাসরি সটে বল জালে জড়িয়েছেন ডেয়না। সেরা দশে নারীদের ফুটবলের একমাত্র গোল ছিল এটাই।

তালিকার একমাত্র পরিচিত মুখ অলিভিয়ের জিরু। আর্সেনালের ফরাসি ফরোয়ার্ড নিখুঁত এক স্করপিয়ন কিকে গোল করেছিলেন ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে। প্রতি আক্রমণে বল পায় আর্সেনাল। অ্যালেক্স আইয়োবির কাছ থেকে বল নিয়ে বাঁ প্রান্তে এগিয়েছিলেন সানচেজ। তাঁর বাড়িয়ে দেওয়া ক্রস ধরতে আগেই বক্সে পৌঁছান জিরু। বলের সামনে শরীর থাকায় বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে কাঁকড়া বিছের ছোবল দেওয়ার মতো শট নিয়েছেন, তাতেই গোল।

সেরা তিনে মনোনীত হয়েছেন একজন গোলরক্ষকও। বারোকা এফসির গোলরক্ষক অস্কারিন মাসুলুকে যোগ করা সময়ে বাইসাইকেল কিকে গোল করেছিলেন অরল্যান্ডো পাইরেটসের বিপক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই গোলরক্ষকের দর্শনীয় গোলটি স্থান পেয়েছে সেরা তিনে।

ভোট করার সুযোগ থাকবে মূল অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত। ভোট দিতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই, তবে একটির বেশি ভোট করা যাবে না। ২৩ অক্টোবর ফিফা 'দ্য বেস্ট' পুরস্কার ঘোষণার দিনেই সেরা গোলের পুসকাস পুরস্কার দেওয়া হবে।

'স্কুলে'ই তো যাওয়া হয় না সৌম্য-সাব্বিরদের!

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : তামিম ইকবালের চোট বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্টকে একটি যন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওপেনিংয়ে সৌম্য সরকার নাকি ইমরুল কায়েস–ব্লুমফন্টেইনে অন্তত এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি দলকে। নেমেছেন দুজনই। দুই ইনিংসে সৌম্য ১২ রান করেছেন। দুই ইনিংসেই সৌম্যের আউটের ধরন আবারও প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে, টেস্টে সৌম্যকে দিয়ে ইনিংস উদ্বোধন করানো কেন? টেস্ট ওপেনারের সামর্থ্য সৌম্যের আছে কি? এমন প্রশ্ন দলের আরেকজনকে নিয়েও নিয়মিত তোলা হয়–সাব্বির রহমান। ব্লুমফন্টেইন টেস্টে দুই ইনিংস মিলে ৪ রান করে প্রশ্নটার তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছেন সাব্বির।

দুজনই আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান, বলকে ব্যাটের পাশ দিয়ে যেতে দেখলে ছেড়ে দেওয়ার বদলে হাঁকাতেই পছন্দ করেন বেশি। এমন ব্যাটসম্যানদের টেস্ট দলে ডাকলে সমালোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু এমন ব্যাটসম্যানদের দলে রাখার পেছনে কারণ হচ্ছে, মুহূর্তেই ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন তাঁরা। শ্রীলঙ্কায় সৌম্য সেটা দেখিয়েছেনও। সাব্বিরও মাঝেমধ্যে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে রান তুলে নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দেন। কিন্তু এই 'মাঝেমধ্যে'টা যে টেস্টে দলে

ঢোকার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে যথেষ্ট নয়। ক্রিকেট দুনিয়ার নিয়ম হলো, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজেদের প্রমাণ করে টেস্টে জায়গা পান খেলোয়াড়েরা। কিন্তু সৌম্য-সাব্বিরের ক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো। দুজনই সীমিত ওভারের ক্রিকেট দিয়ে দলে জায়গা করেছেন। সে ফর্ম দেখেই তাঁদের টেস্ট দলে ডাকা এবং চিরন্তন এক বিতর্কের জন্ম দেওয়া।

টেস্টে সৌম্য-সাব্বির দুজনেরই চারটি করে ফিফটি আছে। কিন্তু ইনিংস বড় করার অভ্যাস যে এখনো হয়নি, সেটার প্রমাণ এখনো সেঞ্চুরি পাননি দুজনের কেউ। এ অভ্যাসই যে গড়ে ওঠেনি তাঁদের। প্রথম শ্রেণিতেই যে সৌম্যের সেঞ্চুরি মাত্র একটি! টেস্টে এই ওপেনারের গড় ২৯.৩৬। সেটাও অনেক বেশি মনে হয়, যখন জানবেন শুধু প্রথম শ্রেণিতে তাঁর ব্যাটিং গড় ২৭.৬৫! প্রথম শ্রেণির চেয়ে টেস্টে যে কারও গড় বেশি হতে পারে, সেটা সৌম্য দেখিয়ে দিলেন!

সাব্বির অন্তত এমন বিস্ময় জাগাননি। ২৬.৬৬ টেস্ট গড়ের সাব্বিরের প্রথম শ্রেণির গড় ৩৪.৭২। তবে টেস্ট ক্রিকেটটা যে ঠিক তাঁর ধাতে নেই, সেটা মাত্র তিন সেঞ্চুরিতেই বোঝা যায়। সে তিন সেঞ্চুরির সবচেয়ে বড় ইনিংসটাও ১৩৬ রানের। দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটে যে সাব্বির-সৌম্য ব্যর্থ হবেন, এ আর এমন কী!

শঙ্কার বিষয় হলো, এই যে প্রথম শ্রেণির পরিসংখ্যান, এসবই বছরখানেক আগের কথা। এরপর যে আর প্রথম শ্রেণির ম্যাচে নামেননি তাঁরা। এটা অবশ্য সবার জন্যই সত্য। জাতীয় দলে এলেই বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা আর স্থানীয় লিগে খেলতে নামেন না। টেস্ট অভিষেকের পর থেকেই সাব্বির আর জাতীয় লিগে খেলেননি।

'দেশের বাইরেও টেস্ট ভালো খেলুক বাংলাদেশ'

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : খেলা ছেড়ে এখন তিনি ধারাভাষ্যকার। সেই সূত্রে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দর্শকও। কিন্তু দুই টেস্টের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়কের মন ভরাতে পারেনি বাংলাদেশ দল। কাল মানগাউং ওভালে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুশফিকুর রহিমের দলের পারফরম্যান্স সম্পর্কে পোলকের মন্তব্য, 'এটা খুবই হতাশাজনক...।'

নিজেদের মাটিতে বাংলাদেশ ভালো খেলছে। গত কয়েক বছরে টেস্টে হারিয়েছে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কার মতো দলকে। কিন্তু পোলক মনে করেন, বাংলাদেশ দলের এখন দেশের বাইরেও ভালো খেলার সময় এসেছে, 'অনেক দিন ধরেই খেলছে বাংলাদেশ। দেশের মাটিতে তারা টেস্ট ভালো খেলছে। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিতেও তারা খুবই ভালো দল। কিন্তু যখন দেশের বাইরে যায়, আমি চাই তারা তখনো টেস্ট ভালো খেলুক। তাদের উচিত নিজেদের খেলাটাকে এখন পরের ধাপে নিয়ে যাওয়া।'

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সেটা খুবই সম্ভব ছিল বলে মনে করেন পোলক, 'এখানে তাদের পারফরম্যান্সে আমি

হতাশ, কারণ পচেফস্ট্রুম ও ব্লুমফন্টেইনের উইকেট দুটি সম্ভবত ব্যাট করার জন্য সহজতম উইকেট। আমরা বাংলাদেশ বা ভারতে গেলে যদি এ রকম উইকেট দেওয়া হয়, যেখানে বল টার্ন করে না, তখন আমাদের খেলাও সহজ হয়ে যায়। সে জন্যই আমি হতাশ।' বাংলাদেশ ওয়ানডে সিরিজে অন্তত ভালো খেলবে, এখন এই আশায় আছেন পোলক।

বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ দলের উদ্দেশ্য কী থাকে, সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন তিনি। বাংলাদেশ দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুললেন সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটার, 'আপনারা দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে চার-পাঁচ বছর পর একবার খেলতে আসেন। সে তুলনায় উপমহাদেশে বেশি খেলছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজেও একই ধরনের উইকেটে খেলছেন। তাহলে আমাদের কন্ডিশনে খেলার জন্য সময় দেওয়া ও চেষ্টা করাটা আপনাদের জন্য কতটা যুক্তিসংগত? এর চেয়ে হোম কন্ডিশনে ভালো খেলার দিকেই কি বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়? জানি না, তবে এভাবেও ভাবা যেতে পারে।'

বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে মাহমুদউল্লাহর খেলা ভালো লেগেছে পোলকের, ভালো লেগেছে স্পিনারদের বোলিং। মোস্তাফিজুর রহমানের বোলিং নিয়ে মন্তব্য, 'তাকে আরও অনেক দক্ষ হতে হবে। ওর কাটার আছে, ভালো বাউন্সার দিতে পারে। কিন্তু সেগুলো মূলত ওয়ানডে আর নিজেদের কন্ডিশনে খেললে। কিন্তু এ ধরনের কন্ডিশনে ভালো করার জন্য তাকে আরও কিছু টেকনিক শিখতে হবে। বিশেষ করে ডানহাতি ব্যাটসম্যানদের সময় ও যদি বল ভেতরে ঢোকানোটা শিখতে পারে, তাহলে আরও ভালো বোলার হয়ে উঠবে।'

প্রশংসা করেছেন রুবেলের বোলিংয়েরও। তবে পুরো দলেরই প্রশংসা করতে চেয়েছিলেন পোলক। সেই সুযোগ এখনো দিল না বাংলাদেশ।

ব্লু হোয়েল গেম : সচেতনতায়ই মুক্তি

মোস্তফা হোসেইন

মোবাইল চাপছে তো চাপছেই শিশুটি। খাওয়ার খবর নেই, পড়ায় অমনোযোগী; ঘুমেও অনিয়ম। এতদিন ফেসবুককে গালি দিতেই অভ্যস্ত ছিল সবাই। ৪-৫ বছর বয়সের শিশুর তো গেম পেলে কথাই নেই। বাসায় খেলছে; স্কুলে যেতে গাড়িতে বসেও মোবাইল চাপছে; দুনিয়ার খবর বাদ দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবক উদ্বিঘ্ন। এই উদ্বেগকে আরেক ধাপ উস্কে দিয়েছে সম্প্রতি আরেকটি উপসর্গ। শিশু-কিশোররা ঝুঁকে পড়েছে মরণখেলা 'ব্লু হোয়েল' নামে এক অনলাইন গেমে। প্রচারমাধ্যমে সংবাদ হয়ে বিষয়টি আরও উদ্বেগ উস্কে দিচ্ছে। যারা বিষয়টি জানত না, তারাও নড়েচড়ে বসেছে। এর মধ্যে হলি ক্রস স্কুল ও কলেজের এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার ঝড় বইছে। টেলিভিশনও গুরুত্বসহ প্রচার করছে ব্লু হোয়েলের নীল দংশন বিষয়ে। সর্বশেষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বিটিআরসি-প্রধানকে তদন্ত করে দেখার জন্য। বেশ আগেই প্রতিবেশী দেশ ভারতে আতঙ্ক ব্যাপকতর হয়ে গেছে। বিষয়টি তাদের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। তাদের ওখানে আত্মহত্যার সংখ্যাও অর্ধশত পেরিয়ে গেছে। সঙ্গত কারণেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে কিছু জায়গায় প্রতিবাদও হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে এখনও তেমনটা চোখে পড়ছে না। কার্যকারণ বিশ্লেষণ করলে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ারই কথা।

কারণ আমাদের শিশু-কিশোররা ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে ঝুঁকে পড়েছে বুঝে কিংবা না বুঝে। পারিবারিকভাবেও বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। অথচ যে কারণে ইন্টারনেটের নেতিবাচক প্রভাব শিশু-কিশোরদের মধ্যে পড়তে পারে, তার সবই আমাদের এখানে শক্তিশালী। এর মধ্যে শিশু-কিশোরদের বিজ্ঞানসম্মত সেবাপ্রাপ্তিও অনিশ্চিত। শিশুর মনস্তত্ত্ব বিষয়টা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই পড়ে আছে। ফলে এই গেম আমাদের শিশুদের জন্য ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। আমাদের শিশুদের মানসিক বিকাশের পথ সংকুচিত। তারা প্রকৃতিগতভাবেই কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। যেমন প্রতিটি শিশু চায় তাকে সবাই স্বীকৃতি দিক। সে যে পারে- তা প্রশংসিত হোক। তার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত হোক। আমাদের অভিভাবকদের অজ্ঞতার কারণে শিশুরা দুটি দিক থেকেই বঞ্চিত। আমরা জানি, শিশুরা নেতিবাচক আবেগ মোটেও পছন্দ করে না। অথচ শিক্ষা মূল্যায়নের জিপিএ পদ্ধতির চাপে শিশুদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নেতিবাচক মন্তব্যই শুনতে হয়। আধুনিক বিশ্বের নাগরিক হওয়ার পরও আমাদের পরিবারগুলো এখনও অতিপ্রাকৃত চিন্তাকে শিশুদের মধ্যে সংক্রমিত করতে অভ্যস্ত। ফলে শিশুর ভেতর এমন ভাবনা তৈরি হয়, সে ইচ্ছা করলেই এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে উড়ে যেতে পারবে। কিংবা স্পাইডারম্যানের মতো সেও এক বাড়ির ছাদ থেকে অন্য বাড়ির ছাদে ইচ্ছা করলেই লাফ দিয়ে চলে যেতে পারে। শিশুরা যেমন 'না' শুনতে চায় না, একইভাবে তারা অনেক ক্ষেত্রে 'না' বলতেও চায় না। এই পরিস্থিতিতে তার যে বেড়ে ওঠার সুষ্ঠু পরিবেশ, তা কি আমরা তাদের উপহার দিতে পারি?

প্রকৃতিগতভাবে অধিকাংশ শিশু অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হয়। এই মানসিকতাকে উস্কে দিচ্ছে ইন্টারনেট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। সুযোগটি গ্রহণ করছে ভিডিও গেম জাতীয় কিছু বিনোদনমাধ্যম। যে কারণে শিশুদের ভিডিও গেমে আসক্তি দেখা যায়। আবার পরিবেশগত কারণে যেসব শিশু নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায়; সোজা বাংলায় যাদের ব্যাকবেঞ্চার হিসেবে গণ্য করা হয়, সেসব শিশুও ভিডিও গেমকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাবে। আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলো মূলত শিশুদের ভিডিও

> মন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কে ব্যবহার করছে কিংবা হলি ক্রসের সেই কিশোরীটি আদৌ ব্লু হোয়েলের প্ররোচনায় আত্মহত্যা করল কি-না, এমনটা নিশ্চিত হওয়া ছাড়াই বাংলাদেশে ব্লু হোয়েল গেমটি নিষিদ্ধ করা হোক। বিটিআরসি নিজ উদ্যোগেই বাংলাদেশে এর ব্যবহার বন্ধ করে দিতে পারে। আর অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে সন্তানদের বিষয়ে।

গেমে আসক্ত করে। আর এই মুহূর্তে বাংলাদেশে উন্মুক্ত ব্লু হোয়েল নামের মরণখেলাটি তাদের পেয়ে বসতে শুরু করেছে। গেমটির কারণে শিশু-কিশোরদের অধঃপতন ঠেকাতে হলে আমাদের অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। খেলার ৫০টি ধাপের প্রতিটিতেই শিশু-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়। তাই প্রত্যেক অভিভাবককে সন্তানের মধ্যে সেসব পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় কি-না, নিবিড়ভাবে খেয়াল করতে হবে।

এ খেলার প্রতিটি ধাপে কিছু হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়, যা খেলোয়াড়দের করতে হয়। যেমন একটা পর্যায়ে তার হাতে কিংবা পায়ে তিমির ছবি দেখা যেতে পারে। সেটা আবার ব্লেড দিয়ে আঁকা। শিশু-কিশোররা ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় হবে অস্বাভাবিক। ব্যবহারকারীর মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে। মানে সে একাকী থাকতে পছন্দ করবে। এক পর্যায়ে কথাবার্তা খুবই সীমিত হয়ে পড়তে পারে। এমনও হতে পারে, পুরো দিন হয়তো সে কারও সঙ্গে কথাই বলল না। খেলার একটি ধাপই আছে- আজ সারাদিন তুমি কারও সঙ্গে একটি শব্দও উচ্চারণ করবে না। ঘুমের সময় পরিবর্তন হয়ে যাবে তার। একটি ধাপে আছে, এখন থেকে তুমি ভোর ৪টায় জেগে যাবে। তোমাকে পাঠানো গানগুলো শুনবে। বাসা থেকে দূরে কোথাও রেললাইন থাকলে সেখানে একা একা হাঁটবে, কিংবা নিরিবিলি কোথাও গিয়ে হাঁটতে থাকবে। এভাবে আচরণে ব্যাপকতর পরিবর্তন হলে বুঝতে হবে, তার মানসিক বৈকল্য তৈরি করে দিয়েছে ইন্টারনেটভিত্তিক এই মরণখেলা। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কে ব্যবহার করছে কিংবা হলি ক্রসের সেই কিশোরীটি আদৌ ব্লু হোয়েলের প্ররোচনায় আত্মহত্যা করল কি-না, এমনটা নিশ্চিত হওয়া ছাড়াই বাংলাদেশে ব্লু হোয়েল গেমটি নিষিদ্ধ করা হোক। বিটিআরসি নিজ উদ্যোগেই বাংলাদেশে এর ব্যবহার বন্ধ করে দিতে পারে। আর অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে সন্তানদের বিষয়ে। অন্তত তিরস্কার নয়, প্রশংসাই সন্তানকে কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

আরোপিত এই ব্যাধি থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করতে গণমাধ্যমেরও ভূমিকা আছে। আতঙ্ক ছড়ানোর মতো প্রচারণা থেকে বিরত থাকা জরুরি বলে মনে করি। ৯ অক্টোবর ঐতিহ্যবাহী একটি দৈনিক পত্রিকা গুরুত্বসহ সংবাদ প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যায়, বাংলাদেশে ব্লু হোয়েল গেমের প্ররোচনায় ৬১ জন কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যা করেছে। একটি পত্রিকা হলি ক্রস স্কুলের মেয়েটির আত্মহত্যার পেছনেও ব্লু হোয়েল গেমের প্ররোচনা দায়ী বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে। অথচ বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি কেউ। সুতরাং পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে সংবাদ প্রকাশও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে ক্ষেত্রে আমাদের গণমাধ্যমের ভূমিকাকেও গৌণ মনে করার কারণ নেই।

মতামত

যে স্মৃতি অমলিন

নূর লোদী

খেয়ে পরে বেঁচে থাকার নাম যদি জীবন হয় তাহলে বলা যায় বিলেতে ভালোই আছি। কিন্তু এই ভালো থাকাটা মেনে নিয়েছি, মনে নিতে পারিনি। এদেশের সরকার যুগ যুগ ধরে তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে আসছে। প্রায় দেড় যুগ আগে শূন্য হাতে বাড়ি ছেড়েছি। দু'বেলা দুমুঠো খাবার নিয়ে কিংবা সন্তানের শিক্ষা নিয়ে ভাবতে হয়নি কখনো। ভাবতে হয়নি ডাক্তারের ফি অথবা ওষুধের পয়সা নিয়ে।

স্মৃতিকাতর মানুষ আমি। জীবনের সোনালী সময়গুলো কাটিয়েছি জন্মস্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা বড়বাড়ি গ্রামে। অমলিন কিছু স্মৃতি বারবার ফিরে আসে চোখের সামনে। বিশাল জনসম্পদ আর আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক সম্পদ আর মানুষের মনে এত ধর্মভীরুতার দেশটা কেন যেন আজ কাঙ্খিত লক্ষ্যে যেতে পারছে না- এ প্রশ্ন বারবার উঁকি দেয় মনের গহীনে। কী নেই আমাদের? তারপরও কেন মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয় না? কেন সম্পদের সুষম বণ্টনে মানুষের মাঝে ব্যবধান কমেনা। কেন মানুষ দেশ ছাড়ে কাঙ্গাল মুসাফিরের মতো? স্মৃতির পাতা থেকে কিছু ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ও আমাদের পশ্চাদপদতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। কেন আমার দেশের মানুষ অন্যকে বিপদে ফেলে নিজেকে নিয়ে থাকতে চায়? চরম অবক্ষয়ের কালে কেন মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় না? শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সবার মাঝে তার নিজের চিন্তার এবং ক্ষমতার পরিধি অনুযায়ী প্রতারণার অপচেষ্টা। মনে পড়ে গ্রামের বাজারে যখন শসা কিংবা কমলা কিনতে যেতাম, তখন দেখতাম এগুলো বিক্রি হতো হালি হিসেবে। 'ভাগা' দিয়ে রাখা চারটি কমলার মধ্যে নিচের তিনটি যে কোন সাইজের হোক না কেন উপরেরটা থাকতো সুন্দর ও পুষ্ট।

কবি শাহীন রশিদের ভাষায় "স্মৃতির সুতার টানে জীবনের নোঙর আজ নরকের হিমাগারে"। এ প্রজন্মের মানুষ

> জানিনা কেন শত চেষ্টা করেও ভুলে থাকতে পারিনি। পৃথিবীতে মনে হয় বাংলাদেশীরাই একমাত্র জাতি স্বদেশ প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারে। এই পরবাসে নানান রঙের, বহু জাতের মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত জীবন চলার পথে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মতো এতো দেশপ্রেম আছে বলে মনে হয় না।

আমার বিবেচনায় আগের মতো আর শিকড় সন্ধানী নয়। প্রতিকূলতার আর প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষ আর আগের মতো দেশমুখি নয় বললেই চলে। বাংলাদেশে বিমান থেকে অবতরণের পরপরই মানুষের দুর্ভোগ শুরু হয়ে যায়। আর তা শেষ হয় বাংলাদেশ থেকে ফিরে হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণের পর। বিমানবন্দরে অবতরনের পর ইমিগ্রেশন অফিসারের হাতে পাসপোর্ট তুলে দেয়ার পর তার চেহারায় যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাতে মনে হয় পূর্বজন্মে তার সাথে প্রবাসীদের শত্রুতা ছিলো। আর তাই তো, বর্তমানে নতুন প্রজন্মের বৃটিশ-বাঙালিরা এখন হলিডে করতে চলে যায় ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা কিংবা মধ্যেপ্রাচ্যের কোনো দেশে।

কয়েক যুগ আগে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য লন্ডনে আসি। অচেনা দেশ, অচেনা মানুষ, বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন বর্ণের। কী সুন্দর রাস্তাঘাট, যেখানে নেই কোনো ধুলাবালি, রাস্তায় চলছে হাজার হাজার গাড়ি, নেই কোনো বিকট শব্দ। চোখ বন্ধ করে দিয়ে একবার কল্পনা করি আমার বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা আর এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা কোথায়? যেন আকাশ পাতাল ব্যবধান। ট্রেন স্টেশন, বাস স্টপ, অফিস আদালত যত জায়গায় জনসাধারণের ভিড় সব জায়গাতেই কেমন সুশৃংখলভাবে মানুষ তার জীবন জীবিকার তাগিদে ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন। সবকিছু যেন নিজের কাছে এক অদ্ভুত মনে হতো। এসব দেখে নিজের মনে প্রশ্ন জাগতো এদেশের মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে কোথাও কি জীবনযাত্রার জন্য কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। না-কি আল্লাহ এদেশের মানুষকে আলাদা করে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর হয়ে যায়। এখানে কিছুদিন থাকার পর আস্তে আস্তে নিজেকে এই সভ্যতার মানুষের সাথে মিশিয়ে নিতে পেরেছি।

বছর কয়েক পরে যখন নিজের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে শুরু করলো তখন বুঝতে পারলাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে কোথাও কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া সুযোগ নাই, এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এ দেশের রাষ্ট্র করে দিয়েছে। ছেলেমেয়ের যখন দুই বছর হয় তখন থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়। যেখানে নেই রাজনৈতিক কোন অস্থিরতা, বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কি সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করছে এদেশের সকল মানুষ।

এই যে গাড়ি, বাড়ি, পরিবার পরিজন সবকিছু থাকার পরেও কেন যেনো মনে হয় কিছুই নেই, নিঃসঙ্গ। জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় এই মাটিতেই কাটিয়ে দিলাম তবুও যেনো এ মাটিকে আপন করে নিতে পারলাম না। কেনো যেন মনে হয় এদেশ আমার নয়, এ মাটি আমার নয়, এদেশের কোনো কিছুই আমার নয়, সবকিছুই পর পর মনে হয়। আমার সবকিছুই মনে হয় সেখানে। 'যেখানে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

জানিনা কেন শত চেষ্টা করেও ভুলে থাকতে পারিনি। পৃথিবীতে মনে হয় বাংলাদেশীরাই একমাত্র জাতি স্বদেশ প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারে। এই পরবাসে নানান রঙের, বহু জাতের মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত জীবন চলার পথে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মতো এতো দেশপ্রেম আছে বলে মনে হয় না। কখনো কখনো মনে হয়, লক্ষ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত আর ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে একটি স্বাধীন ভূখন্ড। তাই বুঝি আমাদের এতো দেশপ্রেম আর ভালোবাসা। দেশের ভালোবাসা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারি না, পারবো না জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। জীবন জীবিকার সবকিছু থাকার পরেও কেন যেনো এক দৈন্যতা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু মোটামুটিভাবে নিশ্চিত, যে মাটিকে মুহূর্তের জন্যও মন থেকে ভালোবাসতে পারলাম না, সেই মাটিতেই অপরিচিত মানুষের সাথে অনন্তকালের জন্য পরকালের যাত্রা শুরু হবে। এ যাত্রা তো স্বেচ্ছায় নয়, এটাই তো নিয়তির অমোঘ নিয়ম।

লেখক: লন্ডন প্রবাসী ব্যবসায়ী

প্রধান বিচারপতির ছুটি

কামাল আহমেদ

ছুটি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক একেবারে নতুন কিছু নয়। মরহুম মওলানা ভাসানী দলের ভেতরে তাঁর অনুসারীদের নেতৃত্বের ঠেলাঠেলিতে বিরক্ত হয়ে কখনো কখনো অসুস্থতাজনিত ছুটিতে যেতেন। নেতাদের মধ্যে মিলমিশ যখনই হয়ে গেল, তাঁরও অসুস্থতাজনিত ছুটি শেষ হতো। চলতি দশকে বহুল আলোচিত রাজনৈতিক অসুস্থতার কেন্দ্রে ছিলেন সাবেক সেনাশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তাঁকে অসুস্থ বলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। হাসপাতালে থেকে তিনি যেমন গলফ খেলেছেন, তেমনি ভোট না করেও সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন।

তবে রাজনীতিক নন অথচ সাংবিধানিক পদের অধিকারী কারও ছুটি নিয়ে এতটা রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনা আগে কখনো শোনা যায়নি। এই ছুটি আমাদের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার। তাঁর অসুস্থতাজনিত ছুটির প্রথম ঘোষণাটি এসেছে সরকারের দুটি দপ্তর থেকে–অ্যাটর্নি জেনারেল ও আইনমন্ত্রীর কাছ থেকে। খবরটিতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। দীর্ঘ অবকাশের পর আদালত খোলার দিনটি থেকেই তাঁর ছুটিতে যাওয়ার সরকারি ঘোষণা নিয়ে তাই আলোচনা যেন থামছেই না। তাঁর ছুটিতে যাওয়ার প্রথম দিনেই বিস্ময় প্রকাশকারীদের উদ্দেশে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক প্রশ্ন রেখেছেন, 'তিনি কি অসুস্থ হতে পারেন না?' সত্যিই তো, প্রধান বিচারপতির মতো সাংবিধানিক দায়িত্ব তো আর ব্যক্তি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার অসুস্থ হওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারে না! প্রধান বিচারপতির অসুস্থতা কিংবা ছুটি নেওয়ার বিষয় এর আগে কখনো লোকমুখে আলোচিত হয়েছে বলেও আমাদের স্মরণে আসে না। আসলে যেকোনো সাংবিধানিক পদধারী–রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রধান বিচারপতি কখনো ছুটি নেন কি না সেটাই আমরা জানি না, শুনি না। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে গেলেও তাঁরা সেখান থেকেই নিয়মিত দাপ্তরিক কাজ চালিয়ে যান। তবে প্রধান বিচারপতি বিদেশে গেলে তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি ভারপ্রাপ্ত বিচারপতির দায়িত্ব পালনের সাংবিধানিক বিধান আছে। সময়ে সময়ে আমরা সে রকম ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারের দপ্তর অথবা রাষ্ট্রপতির গেজেট জারির সূত্রে জেনে এসেছি। আইনমন্ত্রীও সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিয়াকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার দেওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির গেজেট জারির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন। বিচারপতি ওয়াহ্হাব মিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে গত মঙ্গলবার কাজও শুরু করেছেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং আরও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এই ছুটির বিষয়ে তাঁদের সন্দেহের কথা বলে চলেছেন।

প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার ছুটিতে যাওয়ার বিষয়টি আলোচনায় আসার মূল কারণটি রাজনৈতিক বলেই অনেকের সন্দেহ। এই ছুটি যে 'স্বাভাবিক' বিষয়, তা বোঝানোর চেষ্টায় সরকারের পক্ষ থেকে দফায় দফায় সংবাদ সম্মেলনেই বরং বিষয়টি রাজনৈতিক কি না অনেকের মনে সেই সন্দেহ তৈরি করেছে। আইনমন্ত্রী যখন রাষ্ট্রপতির কাছে লেখা প্রধান বিচারপতির চিঠি সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশ করে দেন, তখন বিষয়টিতে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়বে ছাড়া কমবে না, সেটাই তো স্বাভাবিক। কেননা, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রধান এবং রাষ্ট্রের আরেক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বিচার বিভাগের প্রধানের মধ্যকার ব্যক্তিগত চিঠির গোপনীয়তাও তো আর রইল না। তা ছাড়া, প্রধান বিচারপতির ছুটিতে যাওয়ার পটভূমিটাও তো উপেক্ষণীয় নয়। উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ তথা নির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়ার বিধানসংবলিত ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় এবং দেশের রাজনীতির অতীত ও বর্তমান নিয়ে তাঁর কিছু পর্যবেক্ষণে সরকার ও ক্ষমতাসীন জোট যে ক্ষুব্ধ হয়েছিল তা সবারই জানা। মন্ত্রী ও সাংসদেরা যে ভাষায় সংসদের বাইরে ও ভেতরে তাঁর সমালোচনা করেছেন, তা মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে তাঁর অবস্থান নিয়ে সরকারের অস্বস্তির বহিঃপ্রকাশ শুধু যে সাংসদেরাই দেখিয়েছেন তা নয়; মন্ত্রীদের কেউ কেউ তাঁকে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হবে বলেও বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন। ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা তাঁর নিন্দায় সরব হয়েছিলেন। ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের প্রশ্নে আপিল বিভাগের সাতজন বিচারপতির সবাই একমত হলেও ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক চাপের পুরোটাই পড়ে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার ওপর। কারণ হিসেবে রায়ে তাঁর পর্যবেক্ষণের কিছু বিষয়কে অপ্রাসঙ্গিক ও আপত্তিকর বলে অভিযোগ করা হয়। সরকারসমর্থক আইনজীবীরা প্রধান বিচারপতির সব অনুষ্ঠানও বয়কটের কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন। পর্যবেক্ষণের বিষয়ে আইনি পন্থায় প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ তো রয়েছেই। সে রকম সিদ্ধান্তের কথাও আমরা শুনেছি। অথচ ছুটির প্রসঙ্গই এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের বক্তব্য-বিবৃতিতে একধরনের রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছে, সেটা যেমন অস্বীকার করা চলে না, তেমনি সেই পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলেও গণ্য করা যায় না। প্রধান বিচারপতি সিনহা নিজেই এ বছরের জাতীয় শোক দিবসের এক অনুষ্ঠানে জানিয়েছিলেন যে তিনি ক্যানসারের চিকিৎসা নেওয়ার সময় আপিল বিভাগে দায়িত্ব নিতে সিঙ্গাপুর থেকে চলে এসেছিলেন, যাতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিলের শুনানি করা যায়। তাহলে কি তাঁর ক্যানসার নিরাময় হয়নি? নাকি তা আবার ফিরে এসেছে? যেদিন তাঁর ছুটির কথা প্রচারিত হয়, সেদিন দুপুর পর্যন্ত তাঁকে কিন্তু যথানিয়মে অফিস করতে দেখা গেছে। তাঁর অসুস্থতা এমন ছিল না যে তাঁকে আদালত থেকে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। নিজের বাসায় যাওয়ার পরও গত এক সপ্তাহে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি। দেশের একাধিক চিকিৎসক তাঁকে দেখতে গেছেন। তিনি সস্ত্রীক পূজা দিতে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গেছেন এবং একটি ভিসা এজেন্সিতে গেছেন। আইসিডিডিআরবিতে তিনি যে স্বাস্থ্যগত পরীক্ষার জন্য গেছেন, সে ধরনের পরীক্ষা তিনি সেখানে আগেও করিয়েছেন বলে জানা যায়। অসুস্থতার ধরন নিয়ে তাই আলোচনা থামছেই না।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে প্রধান বিচারপতির ছুটিতে যাওয়ার বিষয়টি আদালতের রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে জানানোর কথা। আমরা জানি, বিচার বিভাগের কোনো আলাদা সচিবালয় নেই। কিন্তু খবরটি রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তর থেকে না এসে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছ থেকে। আবার আইনমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি নিজেই অ্যাটর্নি জেনারেলকে ছুটির চিঠির কথাটি জানিয়েছিলেন। সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠছে, এগুলো কি প্রধান বিচারপতির ছুটির বিষয় নিয়ে কারও কারও উৎসাহের সাক্ষ্য বহন করে না?

উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি সংসদের কাছে নিয়ে আসার লক্ষ্যে ষোড়শ সংশোধনীর মতো আইন তৈরির উদ্যোগটি যে ঠিক ছিল না, সে কথা আমরা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক অনেক আইনবিদের মুখ থেকেই শুনেছি। তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আগের মেয়াদের আইনমন্ত্রীও আছেন। এখন সেই রায় বাতিলে মুখ্য ভূমিকা রাখার দায়ে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে যে এককভাবে দায়ী করার চেষ্টা হয়েছে, তা সরকারের ভাবমূর্তির জন্য কতটা সহায়ক হয়ছে সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। প্রধান বিচারপতিকে ঘিরে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ক্ষমতাসীন দলের কোনো কোনো নেতা কিসের ভিত্তিতে করছেন তা পরিষ্কার নয়। যদি সরকারের কাছে সত্যিই সে রকম প্রমাণ থেকে থাকে, তাহলে তা প্রকাশ করা উচিত। যে ব্যক্তির নিয়োগ নিয়ে সরকার কয়েক বছর ধরে গর্ব করে এসেছে, তাঁর বিরুদ্ধেই এখন নানা ধরনের অপবাদ দেওয়া হলে তাতে সরকারের ভালো-মন্দ যাচাইয়ের যথার্থতার প্রশ্নও চলে আসবে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে বলেছেন যে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার অবসরে যাওয়ার কথা আগামী বছরের ১ ফেব্রুয়ারি। সুতরাং, এর আগ পর্যন্ত তিনি ছুটি থেকে ফিরে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। সরকার তাঁর অবসরের আগে অন্য কাউকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নেবে না। আশা করি, তাঁর এই কথাগুলো সত্য হবে। ছুটি যেন ছুটি হয়, ছুটির মানে যেন বিদায় না হয়। প্রধান বিচারপতির অমর্যাদাকর বিদায় কাম্য নয়। এ কথা তো অনস্বীকার্য যে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল নিষপত্তি এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করায় প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনীতির অঙ্গনে যখন এসব বিতর্ক চলছে, তখন কিন্তু বিশ্ববাসীর নজরের কিছুটা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শান্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির সবচেয়ে মূল্যবান স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কারের দিকে। রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে আমাদেরও সেদিকে নজর ছিল। গত সপ্তাহেই ঘোষিত হয়েছে সাহিত্যে এ বছরের নোবেল বিজয়ীর নাম, একজন জাপানি বংশোদ্ভূত ইংরেজি ঔপন্যাসিক কাজুও ইশিগুরো। বাংলা সাহিত্যে কে আবার কবে নোবেল পাবেন তা কেউই বলতে পারেন না। তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেলপ্রাপ্তির গৌরব এখনো আমাদের অনুপ্রেরণা। ছুটি নিয়ে সেই বিশ্বকবির কিন্তু অনেক রচনা আছে। ছড়াগান 'আজ আমাদের ছুটি ও ভাই আজ আমাদের ছুটি'তে তো আমরা শিশুকাল থেকেই আনন্দ খুঁজি। ১০১ বছর আগে বলাকা কাব্যগ্রন্থে তাঁরই অন্য আরেকটি কবিতায়ও ছুটির প্রসঙ্গ আছে। লেখার শেষে সেই কবিতার কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করা বোধহয় খুব বেমানান হবে না:

যখন আমায় হাতে ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি আপন পাশে,
রাত্রিদিবস ছিলেম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,...
...মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠল বাজি
অনাদরের কঠিন ঘায়ে
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হল ছুটি,
ভাঙল আমার মনের খুঁটি,...

কামাল আহমেদ: সাংবাদিক।

লাস ভেগাসের পরও কিছুই বদলাবে না

স্টিভ ইসরায়েল

আমাদের জাতির ইতিহাসের ভয়ংকরতম ঘটনাগুলোর একটি ঘটে গেছে এর মধ্যেই। এর পরও কোনো কিছু বদলাবে কি? উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ সম্ভবত এ প্রশ্নটিই সবচেয়ে বেশি করছে।

এর উত্তর হলো, না। এরপর যে প্রশ্নটি সবচেয়ে জরুরি সেটি হলো, কেন বদলাবে না?

কংগ্রেস যা করা দরকার বলে মনে করছে তা-ই করছে। পতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা টুইট করা হয়েছে। এ সপ্তাহেই সি-স্প্যানে তাদের শোকে নীরবতা পালনের দৃশ্য সম্প্রচার করা হবে। এ নাটক দীর্ঘদিন ধরে চলছে। মাস শ্যুটিংয়ের সব ঘটনার ক্ষেত্রেই তারা এভাবে দায়িত্ব পালন করেছে।

১৬ বছর কংগ্রেসে কাটিয়েছি। এ সময়ে 'মাদার জোনস' ম্যাগাজিন ৫২টি মাস কিলিংয়ের ঘটনা রেকর্ড করেছিল। কেন প্রতিবারই এমন ঘটনার পর কিছুই হয় না? এ বিষয়ে আমি কংগ্রেসে কিছু 'শিক্ষা' পেয়েছি।

বেশ তেতো শিক্ষা। প্রথম শিক্ষা পেয়েছি ২০০১ সালের জানুয়ারিতে, আমার শপথ গ্রহণের কিছুদিন পর। কিছু আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রে সেফটি-লক আরোপের জন্য বিল উত্থাপন করতে চেয়েছিলাম আমি। আরকানসাসের নবীন একজন ডেমোক্র্যাট সদস্যের সমর্থন চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'এটা করতে পারব না। আমার এলাকায় শিকার মৌসুমের প্রথম দিন আমরা স্কুলগুলোতে ছুটি ঘোষণা করি।' আমি মজা করে তাঁকে বলেছিলাম, 'আমার আধাশহুরে এলাকার স্কুলগুলোতে আমরা ছুটি ঘোষণা করি যখন শপিং মলে বড় ধরনের বিক্রিবাট্টার আয়োজন করা হয়।' আসলে রাজনীতি যখন স্থানিক বিবেচনা থেকে হয়, তখন অস্ত্রের বিষয়ে নিউ ইয়র্কের হান্টিংটন থেকে আরকানসাসের হান্টিংটন পর্যন্ত সেতুবন্ধ গড়া কঠিন কাজ।

একটা সময়ে আমার মনে হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আমরা কিছু একটা করতে পারব। লং আইল্যান্ডে আমার ডিস্ট্রিক্ট অফিসে বসে কানেক্টিকাটের নিউটনে স্যান্ডি হুক এলিমেন্টারি স্কুলে ২০১২ সালে ২৬ জনকে গুলি করে হত্যার ভয়াবহ দৃশ্যের কথা আমার মনে পড়ে। প্রেসিডেন্ট ওবামার গাল বেয়ে জল গড়ানোর দৃশ্যের কথাও মনে পড়ে। এরপর আমার আত্মবিশ্বাস জেগেছিল যে অন্তত অস্ত্র কিনতে আগ্রহী ব্যক্তির ঠিকুজি নিরীক্ষণ বাড়াতে পারব অথবা মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির অস্ত্র পাওয়া কঠিন করে তুলতে পারব।

যখন দেখলাম আমার সহকর্মীরা শিশুর জীবনের অধিকারের প্রসঙ্গের বদলে নাগরিকের অস্ত্র পাওয়ার অধিকার নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন তখন আমার আত্মবিশ্বাস উবে গিয়েছিল। হাউস সদস্যরা তাঁদের জন্য নির্ধারিত এলিভেটরে (সেখানেই তাঁরা মন খুলে কথা বলেন) বলছিলেন, গান-সেফটির পক্ষে ভোট দিলে তাঁদের এনআরএ (ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন) স্কোর কমে যাবে; পরের নির্বাচনে ভুগতে হবে।

শেষ পর্যন্ত আমরা কিছু একটা করতে পারব–২০১৬ সালের জুনে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোর একটি নাইট ক্লাবে মাস শ্যুটিংয়ের ঘটনার পরও আমি এমন ভেবেছিলাম। ন্যান্সি পেলোসির সঙ্গে মিটিং করছিলাম। খবর পেলাম, হাউসকে গান-ভায়োলেন্সের ব্যাপারে কিছু করার জন্য বাধ্য করতে কিছু সহকর্মী অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন। আমার কয়েক ডজন সহকর্মী বসে বসে চেঁচাচ্ছিলেন, 'নো বিল নো ব্রেক' (বিল উত্থাপন না হওয়া পর্যন্ত আমরা উঠব না)।

আমরা ২৪ ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচিতে ছিলাম। হাজার হাজার লোক সমর্থন জানাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্যাপিটল হিলে জড়ো হলো। আমার মনে হলো, আমাদের আর অবহেলা করা সম্ভব হবে না। ঠিকই ভেবেছিলাম! কংগ্রেস সাড়া দিল! কংগ্রেস ঘোষণা করল, যে সদস্যরা হাউস ফ্লোর থেকে অডিও বা ভিডিও প্রচার করবেন তাঁদের জরিমানা করা হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, হাউসের বিধিবিধান কার্যকর আছে তাহলে!

এরপর হাউস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস কমিটিতে ডেমোক্র্যাটরা সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন–সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীর তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র কেনার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এ ধারণা ৮০ শতাংশ মার্কিনই পোষণ করে। কিন্তু কমিটির চেয়ারম্যান (রিপাবলিকান) বিপক্ষে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সবাই নিরাপরাধ। সংশোধনী প্রস্তাব মাঠে মারা গেল।

কেন এমন হচ্ছে? তার কারণ তিনটি। প্রথমত, ওয়াশিংটনে অন্য সব লবির মতোই 'গান-লবি'ও অনেক বেশি পক্ষপাতদুষ্ট। প্রতিযোগী সংগঠনগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে 'গান-সেফটি'র এককালের সমর্থক ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন এখন নিজের অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের এলাকা পুনর্বিন্যাসের ফলে রিপাবলিকানরা আরো বেশি ডানপন্থী হয়ে পড়েছে। গান-লবি যদি মনে করে কোনো ব্যবস্থা বা কারো পদক্ষেপ তাদের মনঃপূত নয়, তাহলে সে ব্যবস্থাকে বা ওই ব্যক্তিকে তারা বন্দুক কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগের সমর্থক আখ্যা দিতে শুরু করে। তাদের বিবেচনাকে লিটমাস টেস্ট মনে করা হয়। তাদের বিচারে ভ্রান্তির কোনো মাত্রাই নেই!

তৃতীয়ত, আপনি মানে পাঠকই বড় সমস্যা। পাঠক বোধহীন হয়ে পড়েছে। আপনি এ নিবন্ধটি পড়বেন, আরো অনেকে পড়বে। এরপর পৃষ্ঠা উলটো অন্য লেখায় বা বিষয়ে চোখ সরিয়ে নেবেন। কোনো ভাবনায় আপনি জড়াবেন না। খবর দেখে-শুনে মাথা ঝাঁকাবেন শুধু। পরক্ষণেই অন্য চ্যানেলে বা অ্যাপে চলে যাবেন। আমাদের সম্মিলিত স্মৃতি থেকে এই হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা একদিন মুছে যাবে। গান-লবিস্টরা এটাই চায়। তারা চায় আপনি সব ভুলে যান। ৫৮ জনের মৃত্যু যেন নতুন এক 'স্বাভাবিকতা'।

লেখক : যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক সদস্য

সূত্র : নিউ ইয়র্ক টাইমস ভাষান্তর : সাইফুর রহমান তারিক

রোহিঙ্গা সংকট : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিপদ কোথায়?

সেলিম রায়হান

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবেই অনাকাঙ্ক্ষিত। এটা অনস্বীকার্য যে এ ঘটনা দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সার্বিক নিরাপত্তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ চাপ আরও বাড়তে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, বাংলাদেশ এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা এবং বিশালসংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের ঘটনায় বাংলাদেশ যে ধরনের মানবিক সাহায্যের পদক্ষেপ নিয়েছে, তা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ সীমিত সম্পদ নিয়ে এই সংকটের মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। তবে রোহিঙ্গা সংকটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অর্থনীতি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এই সংকটের এই মুহূর্তের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে বিশাল শরণার্থীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা। বিশ্বব্যাংকের 'মাঝারি' দারিদ্র্য আয়সীমা অনুযায়ী এক ব্যক্তির পেছনে প্রতিদিন যদি ৩ দশমিক ১ মার্কিন ডলার খরচের হিসাব করা হয় এবং বর্তমানে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংখ্যা যদি ১০ লাখ হয়, তবে বছরে তাদের পেছনে খরচ হবে ন্যূনতম প্রায় নয় হাজার কোটি টাকা। এটা কোনোমতেই সহজ কোনো বিষয় নয়।

এখন হয়তো বিশ্বের অনেক দেশই ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসছে। তবে যে পরিমাণ সাহায্য বা ত্রাণের কথা বলা হচ্ছে, তা নিতান্তই সীমিত। এক হিসাবে এই ত্রাণের অর্থের পরিমাণ বছরে প্রয়োজনীয় অর্থের ৫ শতাংশও নয়। স্বল্প মেয়াদে অর্থনীতির বিশ্লেষণে বড় ধরনের বোঝা মনে হবে না এই অর্থে যে মোট জনগোষ্ঠীর তুলনায় ১০ লাখ লোক হয়তো শতকরা হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু যখন আমরা দীর্ঘ মেয়াদে চিন্তা করব, তখন একটা বড়সড় প্রভাব আমাদের চোখে পড়বে।

সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, এই মুহূর্তে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্ববাসীর যে দৃষ্টি রয়েছে অথবা সংবাদমাধ্যমগুলোর শিরোনামে যা লক্ষ করা যাচ্ছে, তা কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাবে বা হারিয়ে যাবে। তাতে ক্রমবর্ধমানভাবে বহির্বিশ্ব থেকে যে পরিমাণ ত্রাণ বা সাহায্য আসছে, তা কমে যাবে বা একটা সময়ের পর থেমে যাবে। এর অর্থ হচ্ছে, এ সংকটের নিরসন না হলে দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশকেই এর ব্যয়ভার বহন করতে হবে। একটি বড় চিন্তার বিষয় হলো, এই শরণার্থীদের মধ্যে একটা বিশাল অংশ শিশু এবং আগামী এক বছরে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার শিশু জন্ম নেবে। এই শিশুদের স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা বাংলাদেশকেই করতে হবে।

অদূর ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা সংকটে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পর্যটনশিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আসন্ন পর্যটন মৌসুমেই এর প্রভাব স্পষ্ট হবে। নিরাপত্তার সংকট তৈরি হলে কক্সবাজারের পর্যটনকেন্দ্রেও তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণসহ প্রস্তাবিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ওপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করছে। এসব প্রকল্পে বড় ধরনের দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এ অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়, তবে তা প্রকল্পগুলোতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করতে পারে, যা বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এটা সমগ্র দেশের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও বৃহত্তর পরিসরে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। চীনের সঙ্গে প্রস্তাবিত বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডর বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে রাস্তা ও রেলপথের যোগাযোগ, যার সবই মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। অতএব, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে পারে।

স্বাধীনতার পর থেকে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ধারা, তা অনেক ঈর্ষণীয় এবং অনেক দেশের তুলনায় তা অনেক এগিয়ে। এই প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বিষয় কাজ করেছে আর তা হলো বাংলাদেশ এই সময়ে প্রতিবেশী কোনো দেশের সঙ্গে কোনো ধরনের বাহ্যিক সংঘর্ষে জড়ায়নি অথবা জড়ানোর মতো কোনো আশঙ্কা তৈরি হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ার দুটি বড় রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিভিন্ন সময়ে চরমে পৌঁছেছে এবং এই দুটি দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এ ধরনের সমস্যা থেকে মুক্ত। এখন মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে একধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় একধরনের কালো ছায়া ফেলতে পারে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতি বাংলাদেশে সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে, যা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলতে পারে। বাংলাদেশের সামরিক ব্যয় অন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে বাংলাদেশের সামরিক ব্যয় জিডিপির অনুপাত ১ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ভারত ও পাকিস্তানে যথাক্রমে ২ দশমিক ৫ শতাংশ ও ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। অথচ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় এই দেশগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। দেশের সীমিত সম্পদ যদি সামরিক খাতের ব্যয়বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়, তবে অবধারিতভাবে তা দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে খরচ কমাবে। এটা বাংলাদেশের ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধার সৃষ্টি করবে।

উল্লেখ্য, বেশ কিছু দেশ, যারা আমাদের বন্ধুপ্রতিম ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুতে পক্ষাবলম্বনে ইতস্তত করছে, তাদের সঙ্গে কুশলতার সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে সম্পর্ক বিনির্মাণ প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত মিয়ানমারের পক্ষ নিয়েছে চীন, রাশিয়া ও ভারত। কারণ, মিয়ানমারে তারা বিনিয়োগ করেছে এবং আরও বিনিয়োগ করতে চায়। রাখাইন রাজ্যে খনিজ সম্পদ এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তারে চীন, ভারত, রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে।

আর এ রকমই একটা প্রতিযোগিতার ফাঁদে পড়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের এখন বুঝতে হবে বাংলাদেশের জন্য শক্তিশালী দর-কষাকষির জায়গাটি কোথায়। বাংলাদেশ প্রায় ১৬ কোটি মানুষ নিয়ে ভূরাজনীতির এমন একটা অঞ্চলে অবস্থান করছে, যেখানে ভারত, চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অবহেলা করার সুযোগ নেই। এই দেশগুলোর একই সঙ্গে মিয়ানমার ও বাংলাদেশকে প্রয়োজন। বিষয়টিকে পুঁজি করে বাংলাদেশের উচিত কূটনৈতিক কুশলতা দেখানো এবং চীন, ভারত ও রাশিয়াকে রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করা।

সেলিম রায়হান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং সানেমের নির্বাহী পরিচালক।

শরণার্থী সংকট নিরসনে শুধু ত্রাণই যথেষ্ট নয়

টনি ব্লেয়ার

বহুকাল থেকেই আফ্রিকার জনজীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আসছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ক্ষুধা কী নেই এখানে? শুধু এ মহাদেশটিতেই নয়, বিশ্বের অন্যত্রও ক্ষুধার তাড়না, ঘাতক বুলেটের গতি বহু মানুষকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জীবন রক্ষার তাগিদে অনেকেই নিরাপদ কোনো আশ্রয়ের খোঁজে নিজের বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছেন। ফলে বিশ্বব্যাপী বর্তমানে উদ্বাস্তু সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তবে উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের এই ঢেউ ইউরোপীয় উপকূলে বেসামালভাবে আছড়ে পড়ছে।

উদ্ভূত এই শরণার্থী সংকট নিরসনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে সুচিন্তিত কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। বিশেষত সংঘাতপূর্ণ দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যপীড়িত আফ্রিকার দেশগুলোর বিপর্যয় মোকাবেলার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা উদ্বাস্তু সংকট সমগ্র ইউরোপের রাজনীতিতেও বর্তমানে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। উদ্বাস্তু সংকট একদিকে ইউরোপীয় দেশগুলোর আন্ত রাজনীতিতে যেমন বিভাজন সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে শরণার্থী প্রশ্নে জোটবদ্ধ থাকা নিয়েও অনেকের মধ্যে নানান জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। এমন ক্রান্তিকালীন সময়েও যদি আমরা এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হই, তবে অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপে অপ্রতিরোধ্য উদ্বাস্তুর ঢল নিঃসন্দেহে সুনামির আকারে আঘাত হানবে।

বর্তমানে উদ্ভূত শরণার্থী সমস্যার সমাধান করা এককভাবে নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা জোটের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সমন্বিত সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়নকেই আদা-জল খেয়ে নামলে চলবে না। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা উপসাগরীয় আরব দেশগুলিকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

সুদানের দক্ষিণ সাভানা অঞ্চল থেকে উত্তর দিকে সাব-সাহারান আফ্রিকার ৩,৩৬০ মাইলব্যাপী বিস্তৃত এলাকাটি (স্থানীয়ভাবে সাহিল নামে পরিচিত) সাধারণত বার্কিনা ফাসো, চাদ, মালি, মৌরিতানিয়া এবং নাইজারের জি-৫ সাহিল গ্রুপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সংগঠিত এই গ্রুপটি ইসলামি জঙ্গিদের মোকাবেলা করার লক্ষ্যে গত জুলাই মাসে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে একটি নতুন সামরিক বাহিনী গঠন করে। এমনিতেই এই দেশগুলি নিজেদের নানান সমস্যার ভারে নূব্জ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক দেশগুলোকে 'ভঙ্গুর দেশের' তকমাও দিয়ে থাকেন বটে। এখানে জি-৫ ভুক্ত দেশগুলোতে ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে এ দেশগুলোতে প্রায় সাত কোটি ৮০ লাখ লোক বাস করে। এভাবে জন্মহার যদি সমহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে ২০৫০ সাল নাগাদ তা ২০ কোটিতে পরিণত হবে ! এই পরিস্থিতিতে এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে নিজেদের সক্ষমতা ব্যতীত দাতা দেশগুলো কতদিন টিকিয়ে রাখার রসদ জোগাতে পারবে? জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই অঞ্চলে নতুন যে চাহিদাগুলো তৈরি হবে, তা পরিপূর্ণ করতে না পারলে নিঃসন্দেহে এখানকার সমস্যা আরো প্রকট হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরও মারাত্মক চাপ ফেলে। আর এই চাপ জলবায়ু পরিবর্তনের মতো মারাত্মক বিপর্যয়কেও বহুলাংশে প্রকট করে থাকে। ফলে এসব অঞ্চলে (বিশেষত আফ্রিকায়) খরার প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে মারাত্মকভাবে ফসল উৎপাদন যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে স্থানীয় প্রাণিকূলও ক্রমশ বিপন্ন হতে থাকে। এমন দুর্যোগের মুখে মানুষেরও সেখানে বসবাস করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তখন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে শরণার্থী জীবন বেছে নেন। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ইতোমধ্যেই এই অঞ্চল থেকে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ পৃথিবীর অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।

অন্যদিকে এসব এলাকায় স্থানীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং চরমপন্থি আন্দোলন প্রযুক্তির সহায়তায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও প্রায়শ ছড়িয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, এটাই এসব অঞ্চলের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দিক। মালিতে পরিচালিত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে ইতোমধ্যে এ যাবৎকালের সবচেয়ে ভয়াবহ মিশন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে সহিংসতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বোকো হারামের সঙ্গে আল-মুরাবিতুন, ম্যাসিনা লিবারেশন ফ্রন্ট, আনসারে দ্বীন এবং আল-কায়দাসমর্থিত সংগঠন ইসলামি মাগরেব নামক চারটি দল একত্রিত হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে সাহিল অঞ্চলের স্থিতিস্থাপকতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিকল্পিত একটি কর্মসূচি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এজন্য এ অঞ্চলভুক্ত দেশগুলো ও আন্তর্জাতিক সমপ্রদায়ের মধ্যে সর্বাগ্রে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ভঙ্গুর দেশের তকমাখ্যাত ১২টি আফ্রিকান দেশের সরকারের অধীনে পরিচালিত প্রকল্পগুলোতে দাতাদের প্রদত্ত সহায়তা খুব কমই সেখানকার উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। তাছাড়া সেখানে এসব আর্থিক সহায়তা যথাযথভাবে কাজে লাগানোর মতো সক্ষমতা কিংবা যোগ্য নেতৃত্বেরও ঘাটতি আছে। ব্রুকিং ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদনেও এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি 'সাহায্য বনাম ভঙ্গুর ও স্থিতিশীল রাজ্যের তুলনা' বিষয়ে বিশ্লেষণ করার সময় এই অঞ্চলের এমন বাস্তবতা খুঁজে পান। তাই এসব সমস্যার সমাধানে বিশেষত নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে একটি সমন্বিত গুচ্ছ পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া এসব অঞ্চলে যৌথ অংশীদারিত্বের মতো বিষয়গুলোও সুফল বয়ে আনতে পারে। একইসঙ্গে এ দেশগুলোর সরকার প্রধানকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহয়তা দেওয়ার ব্যাপারেও উদ্যোগী হতে হবে। (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

> এমন পরিস্থিতিতে সাহিল অঞ্চলের স্থিতিস্থাপকতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিকল্পিত একটি কর্মসূচি গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এজন্য এ অঞ্চলভুক্ত দেশগুলো ও আন্তর্জাতিক সমপ্রদায়ের মধ্যে সর্বাগ্রে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দ্য গার্ডিয়ান থেকে অনুবাদ : মো. সহিদুল ইসলাম
লেখক : ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী

বৃটেনে বাংলাদেশীরা চরম বৈষম্যের শিকার

সামনে এসেছে। এখন আমাদের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।' চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত এই সমীক্ষার পরিসংখ্যানে এটাই প্রতিফলিত হয় যে, শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কালো ও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্ব প্রায় দ্বিগুণ। সারাদেশে জনগণের জীবনযাত্রার মানে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, যদিও পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের হারে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তবে এই জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় তারা কম বেতনের পেশায় নিয়োজিত। ঘণ্টা হিসেবে পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি কর্মীদের বেতনের হার সর্বনিম্ন। ২০১৩ সালের শেষ তিন মাসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কর্মীদের তুলনায় প্রতি ঘণ্টায় তাদের আয় ছিল ৪ দশমিক ৩৯ পাউন্ড কম।

বাংলাদেশি কর্মীরা মূলত নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের প্রতি মনোনিবেশ করেন। প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের বেশি হোটেল ও রেস্টুরেন্টের কর্মী। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে কাজ করেন প্রতি পাঁচজনে একজন বাংলাদেশি।

পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর চাকরির হার খুবই কম। তাদের কর্মসংস্থানের হার মাত্র ৩৫ শতাংশ। ৫৯ শতাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয়। পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি নারীদের কর্মসংস্থান ন্যূনতম পর্যায়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নয়।

সমীক্ষায় উঠে আসা একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরা চাকরির চেয়ে নিজেরা কিছু করাকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কাজ করার মতো বয়স হয়েছে এমন বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনে একজনের বেশি মানুষ স্বনির্ভর। অন্য যে কোনও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এটা সর্বাধিক। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেখা গেছে, স্কুলগুলোতে শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও ভালো করছে। তারা ভালো ইংলিশ বলে। এই প্রবণতা পুরনো প্রজন্মের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী, তাদের অবস্থান খুব ইতিবাচক নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এ জনগোষ্ঠীর লোকজন কম জায়গায় ঠাসাঠাসি করে বসবাস করেন। ২০১৫-১৬ সালে এ সমস্যা ৩০ শতাংশ ব্রিটিশ বাংলাদেশি পরিবারের সদস্যদের ভুগিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ পরিবারগুলোর তুলনায় এ হার অনেক বেশি। তাদের ক্ষেত্রে এই হার ২ শতাংশ।

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অবস্থা, তাদের নিয়ে করা পরিসংখ্যানসহ বিভিন্ন আপডেট নিয়ে নতুন একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছে ব্রিটিশ সরকার। ওয়েবসাইটটি হলো: www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk

এই ওয়েবসাইটে স্থান পেয়েছে কয়েক হাজার পরিসংখ্যান। ১৩০টিরও বেশি বিষয়বস্তু নিয়ে এসব পরিসংখ্যান করা হয়েছে। এই বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলো। ফলে এ সম্পর্কিত তথ্যাবলির জন্য এই ওয়েবসাইট হবে একটি স্থায়ী ঠিকানা। বিভিন্ন সময়ে এতে নতুন নতুন ডাটা যুক্ত হবে। সরকারের এই কাজের নেতৃত্ব দেবেন যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ দফতরের প্রথম প্রশাসনিক সচিব ডমিয়ান গ্রিন। তার অধীনে একটি বিশেষজ্ঞ ইউনিট সামগ্রিক কর্মকান্ড সমন্বয় করবে।

এই সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের পর ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। তিনি বলেন, সবার মধ্যে সমতা ও সুযোগ নিশ্চিত করতে ব্রিটেন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবেদনে উঠে আসা তথ্যগুলো নিশ্চিতভাবেই এর লক্ষণগুলো দেখাবে যে, কীভাবে আমাদের এমন একটি দেশ নির্মাণ করতে হবে যা প্রত্যেকের জন্য কাজ করে! ডাউনিং স্ট্রিটে নিজের প্রথম বক্তব্যে ব্রিটিশ সমাজে বৈষম্য বা অবিচার মোকাবিলা করার কথা বলেছিলেন থেরেসা মে। এর অংশ হিসেবে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে তিনি এই সমীক্ষার আদেশ দেন। এই সমীক্ষা সম্পন্ন করতে পুরো এক বছরজুড়ে ব্রিটিশ সরকার সারা দেশে শত শত অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্রের জেলদণ্ড

স্টেশন এবং মুদি দোকান থেকে ১০হাজার পাউন্ড মূল্যের মালামাল লুট করে। স্নেয়ার্সব্রুক ক্রাউন কোর্ট বলেছে, ৪ সদস্যের এই চক্র মারামারি, স্টাফদের হুমকি দিয়ে ৩৮টি ডাকাতির মাধ্যমে দোকান থেকে মদ, সিগারেট, দোকানের মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়। কোনো কোনো দোকান তারা একাধিকবার লুট করে।

গত ডিসেম্বর মাসে সিকিউরিটি গার্ডকে হুমকি দিয়ে একটি দোকানের কাউন্টার থেকে মদ ও সিগারেট নিয়ে যায় তারা। যার মূল্য প্রায় ১৬'শ পাউন্ড। কোর্ট গত ৬ অক্টোবর শুক্রবার হোয়াইটচ্যাপেল সংলগ্ন ক্যানন স্ট্রিটের বাসিন্দা গিড জামা (২৮), রোমান রোডের সাইদ মিয়া (২৩), টুটেনহামের আলীনূর রহমান (৩৬) এবং ৩৪ বছর বয়সী আব্দুল হান্নানকে অভিযুক্ত করে।

এদের মধ্যে গিড জামাকে ৭ বছর, আলীনূরকে ৩ বছর ৪ মাস, সাঈদ মিয়াকে ২ বছর ও আব্দুল হান্নানকে ৬ বছরের জেলদন্ড দিয়েছেন আদালত।

পূর্ব লন্ডনে শিক্ষিকার ১২ বছর জেলদণ্ড

স্নেয়ার্সব্রক ক্রাউন কোর্ট জানায়, শিক্ষিকা এলিস তার ছাত্রের সাথে ক্লাসে চুম্বনসহ তিনি তার ইস্ট লন্ডনের প্যারেন্স হোমে নিয়ে যৌনকর্ম করেন। কোর্ট তাকে শিশুদের রক্ষায় তার শপথ ভঙ্গ এবং যৌন অপরাধের দায়ে ৭টি অভিযুগে অভিযুক্ত করে ১৬ মাসের জেলদন্ড প্রদান করে।

আইনজীবী জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকা ফেসবুকে ছাত্রের সাথে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট প্রদান করেন। তিনি একাধিক স্থানে ঐ ছাত্রের সাথে মিলিত হন, এমনকি হোটেলে নিয়ে যান। এই সম্পর্ক বন্ধ হয় যখন ছেলের বাবা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন। বিচারক উক্ত শিক্ষিকাকে বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাধর যুবতী উল্লেখ করে বলেন, তিনি ভুল ও সঠিক কোনটি তা বুঝেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন।

প্রধান বিচারপতি অন্তরীণ

সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, সমিতির বর্তমান সম্পাদক মাহবুবউদ্দিন খোকন, সাবেক সম্পাদক বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, তৈমুর আলম খন্দকার, খালেদা পান্না, গোলাম মো: চৌধুরী আলাল, সুপ্রিম কোর্ট বারের সহ-সভাপতি উম্মে কুলসুম রেখা, বারের সদস্য আয়শা আক্তার, শামীমা সুলতানা দীপ্তি, আবেদ রাজা, মোহাম্মদ আলী, গাজী কামরুল ইসলাম সজল, মির্জা আল মাহমুদ, খালেদা পান্না, রফিকুল ইসলাম তালুকদার রাজা, আরিফা জেছমিন, মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, শরীফ ইউ আহমেদ প্রমুখ।

জয়নুল আবেদীন বলেন, আইনজীবীরা জানতে চায় প্রধান বিচারপতিকে কারা ছুটিতে পাঠিয়েছে। তিনি নজরবন্দী আছেন কি-না তা আইনজীবীরা জানতে চায়। তিনি বলেন, অনেকে চাকরি রক্ষার জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থিত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভায় অংশ নিয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলরা সরকার সমর্থক আইনজীবীদের সভায় অংশ নিয়েছে। এদের অনেকে চাকরি বাঁচানোর জন্য তাদের আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে।

বাসভবন অভিমুখে আইনজীবীদের পদযাত্রা

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বাসভবনের দিকে বুধবার পদযাত্রা করেন সুপ্রিম কোর্টের ২৫-৩০ জন তরুণ আইনজীবী। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধার কারণে সুপ্রিম কোর্টের মাজার গেট থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। সারাদেশে আইন আদালত ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা ন্যাশনাল ল'ইয়ার্স কাউন্সিলের (এনএলসি) ব্যানারে দুপুরে আইনজীবীরা প্রধান বিচারপতির বাসার দিকে পদযাত্রা করে। তারা সুপ্রিম কোর্ট বার ভবন থেকে পদযাত্রা শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের মাজার গেট দিয়ে বের হতে চাইলে পুলিশ তাদেরকে বাধা দেয়। মাজার গেটে উপস্থিত শাহবাগ থানার পুলিশ কর্মকর্তা বাশার আইনজীবীদের সুপ্রিম কোর্টে ফিরে যেতে বলেন। এসময় এনএলসির প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট এসএম জুলফিকার আলী জুনু এবং সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সহ-সম্পাদক অ্যাডভোকেট এবিএম রফিকুল হক তালুকদার রাজা বলেন, আইনমন্ত্রী বলেছেন যে কেউ প্রধান বিচারপতির সাথে দেখা করতে যেতে পারেন। আমরা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, তিনি কি অবস্থায় আছেন সে সম্পর্কে জানার জন্য আমরা দেখা করতে চাই। আমাদের বাধা দেবেন না, যেতে দেন। কিন্তু পুলিশ তাদের যেতে বাধা দেয়। এতে আইনজীবীরা সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে প্রধান বিচারপতি কোথায় আছে এনএলসি জানতে চায়সহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ফিরে যান।

বাধা দেয়ার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন আইনজবী এসএম জুলফিকার আলী জুনু বলেন, প্রধান বিচারপতি এখন কোথায় আছেন? কেমন আছেন? তা জানতে আমরা তার বাসার দিকে রওয়া নিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের পদযাত্রায় বাধা দিয়ে অন্যায় করেছে।

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

বর্তমানে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বেগম খালেদা জিয়ার দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের লাগাতার অবরোধ চলাকালে ২০১৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ভোরে চৌদ্দগ্রামের জগমোহনপুর এলাকায় একটি বাসে পেট্রোল বোমা ছুড়ে মারে দুর্বৃত্তরা। এতে বাসের ৮ ঘুমন্ত যাত্রী দগ্ধ হয়ে মারা যান, আহত হন ২০ জন। এ ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা ও চৌদ্দগ্রামের সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরকে প্রধান আসামি করে ৫৬ জনের নাম উল্লেখ করে ২০ জনকে অজ্ঞাত আসামি দেখিয়ে চৌদ্দগ্রাম থানায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে পৃথক মামলা করা হয়। এ দুটি মামলায় ৬২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে চলতি বছরের গত ৬ই মার্চ আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়। মামলার প্রতিটিতে ৭৮ জনকে চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে উভয় মামলায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা চৌদ্দগ্রামের সাবেক এমপি ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরকে প্রধান আসামি করা হয়। এছাড়া চার্জশিটে ২০ দলীয় জোটের নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য এমকে আনোয়ার, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিঞা, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদ, যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী ও সালাহউদ্দিন আহমেদকে হুকুমের আসামি করা হয়। বেগম খালেদা জিয়া এ দুটি মামলার চার্জশিটের ৫১নং আসামি। তদন্ত শেষে এ ২টি চার্জশিটে মামলার এজাহারভুক্ত ৮ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এদের মধ্যে চৌদ্দগ্রামের চান্দিশকরা গ্রামের সাহাব উদ্দিন পাটোয়ারী 'বন্দুকযুদ্ধে' ও জগমোহনপুর গ্রামের সোহেল সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

বিক্ষোভ মিছিল: এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ ৪৬ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর এর প্রতিবাদে আদালত প্রাঙ্গণে ও নগরে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলসহ অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

যুক্তরাজ্য বিএনপির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির প্রতিবাদে যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০ অক্টোবর মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের বাডেট রোডের এক হলে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক মাহিদুর রহমান। তিনি বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তায় সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আজ্ঞাবহ আদালতের মাধ্যমে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। তিনি বলেন, দেশের মানুষ আজ সরকারের দুঃশাসন ও অত্যাচারের কবলে জর্জরিত। দেশে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে অবৈধ সরকার নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির শেষ আশ্রয়স্থল উচ্চ আদালত পর্যন্ত সরকারের রোষানল থেকে মুক্ত নয়। তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতিকে গৃহবন্দী করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে, যার পরিনতি শুভ হবে না।

প্রতিবাদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পাদক ব্যারিস্টার এমএ সালাম, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুছ, কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপদেষ্টা আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, সহ সভাপতি মোঃ গোলাম রাব্বানি, গোলাম রাব্বানি সোহেল, উপদেষ্টা মুজিবুর রহমান, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক নসরুল্লাহ খান জুনায়েদ, যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, কামাল উদ্দিন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান মাহতাব, আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, খসরুজ্জামান খসরু, সিনিয়র সদস্য আলহাজ্ব সাদিক মিয়া, মিছবাহুজ্জামান সোহেল, যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক দেওয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান হেভেন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আবু নাসের শেখ, সহ দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ, সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট লিয়াকত আলী, সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক খিজির আহমেদ, সহ ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সরফরাজ আহমেদ সরফু, সদস্য হাবিবুর রহমান, এজে লিমন, লুবায়েক আহমেদ চৌধুরী, রাসেল চৌধুরী, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, নিউহাম বিএনপির সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সভাপতি সম্পাদক আলহাজ্ব এম এ সেলিম, কলচেস্টার বিএনপির সভাপতি মিসবা উদ্দিন, সেন্ট্রাল লন্ডন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, নিউহাম বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, লন্ডন মহানগর বিএনপির সহ সভাপতি আব্দুর রব, তপু শেখ, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, তুহিন মোল্লা, মইনুল ইসলাম, বিএনপি নেতা শেখ ইসতাব উদ্দিন আহমেদ, মাওলানা শামিম আহমেদ, এমএ খলকু, আরিফ উদ্দিন, মাহমুদুল হাসান, আইনজীবি ফোরামের সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাজাহান, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আবুল হোসেন, সিনিয়র সহ সভাপতি মিসবাহ বিএস চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, জাসাস সভাপতি এমাদুর রহমান এমাদ, সিনিয়র সহ সভাপতি তরিকুর রশিদ চৌধুরী শওকত, সাধারণ সম্পাদক তাজবির চৌধুরী শিমুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মহিলা দলের আহ্বায়ক ফেরেদৌস রহমান, সদস্য সচিব অঞ্জনা আলম, যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ লায়েক মোস্তাফা, যুবদল নেতা আব্দুল হক রাজ, আফজাল হোসেন, দেওয়ান আব্দুল বাসিত, সুরমান খান, শাহজাহান আলম, ডাক্তার মন্সুর আহমেদ, সুয়েদুল হাসান, মোজাহিদুল ইসলাম সুমন, মোশারফ হোসেন, শাকিল আহমেদ, মোঃ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া, আলকু মিয়া, কবির মিয়া, স্বেচ্ছাসেবক দলনেতা শরিফুল ইসলাম, মাহবুবুল আলম লাহিন, মুস্তাফিজুর রহমান ফেরদৌস, আতাউর রহমান, শাহ জামাল, শহিদুল ইসলাম স্বপন, জিয়াউর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম শিমু, জাহেদ তালুকদার, জামিল আহমেদ, জাহেদ আহমেদ, মইনুল ইসলাম সোহাগ, হারুন উর রশিদ, ফিরোজ আলম, লিটন মিয়া, খোকন মিয়া, রানা মিয়া, হিমেল আহমেদ, দিলাল আহমেদ, সেলিম উদ্দিন, খলিল রহমান, জাহেদ মানিক চৌধুরী, লাকি আহমেদ, ফজলুর রহমান পিনাক, ওয়াসিম উদ্দিন মানিক, সাদেক আহমেদ, খলিল রহমান, রাসেল শাহরিয়ার, দুলাল রহমান, জাসাস নেতা হাবিবুর রহমান বাবলু, মোঃ মামুন, শেখ সাদেক, শাজাহান আহমেদ, শহীদ আহমেদ, মোঃ জুয়েল, মুন্না খান, রেজওয়ান আহমেদ, শামিম আহমেদ, সাবেক ছাত্রদল নেতা শফিউল আলম মুরাদ, ইমতিয়াজ এনাম তানিম, মাহবুবুর রহমান, আমির আব্দুল্লাহ খান রনো, মাসুদ রানা, মাহমুদুল রহমান ইকবাল প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, একটা হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, মিথ্যা, বানোয়াট মামলায় ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বিচলিত করা যাবে না। জাতীয়তাবাদী শক্তি জনগণের শক্তি, এ শক্তিকে ধ্বংস করা যাবে না। সরকার তার নিজেদের পোষা বিশেষ বাহিনী দিয়ে ২০১৫ সালে সারা দেশে বাসে পেট্রোল বোমা মেরে যে তান্ডবলীলা চালিয়েছিল তা জাতি এখনো ভুলেনি। সেই সময় দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আওয়ামী বাকশালী পরিবারের লোকজনের সম্পৃক্ততা ছবিসহ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকার হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা, বানোয়াট মামলা দায়ের করে। বক্তারা বলেন, বিএনপি জনগণকে সাথে নিয়ে আওয়ামী বাকশালীদের সকল চক্রান্ত মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। বক্তারা অবিলম্বে মিথ্যা মামলা ও ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

কাতালোনিয়ার গণভোট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ

তারেক শামসুর রেহমান

গত ১ অক্টোবর স্পেনের প্রদেশ কাতালোনিয়ায় অনুষ্ঠিত গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে রায় পড়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনীতি এখন নতুন একটি মোড় নিল। গেল সপ্তাহে জার্মানিতে সাধারণ নির্বাচনে নব্য নাজি পার্টি হিসেবে খ্যাত 'অলটারনেটিভ ফর জার্মানি' পার্টির বিজয়ে এবং পার্লামেন্টে তৃতীয় বৃহত্তম পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর সারা ইউরোপ যখন উৎকণ্ঠিত, ঠিক তখনই এলো কাতালোনিয়ার গণভোটের খবর। গণভোটে ৯০ শতাংশ মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়েছে। আর তাই কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা কার্লস পুইগদেমন্ত বলেছেন, ১২ হাজার ৩৯৭ বর্গমাইল আয়তনের কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই স্বাধীনতা কি স্পেন মেনে নেবে? কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থানই বা কী হবে? গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে রায় পড়ায় চরম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে স্পেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। স্পেন সরকার এর সমালোচনা করেছে এবং স্পেনের একটি সাংবিধানিক আদালত বলেছেন, ১৯৭৮ সালের সংবিধানের ডিক্রি অনুসারে দেশকে বিভক্ত করা যাবে না। শুধু জাতীয় সরকারই গণভোটের আয়োজন করতে পারে। কিন্তু কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা স্বাধীনতার প্রশ্নে অনড়। এ ক্ষেত্রে কাতালোনিয়া যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তাহলে স্পেন সরকার সংবিধানের ১৫৫ ধারা প্রয়োগ করতে পারে। স্পেনের পার্লামেন্ট কাতালোনিয়ার জন্য যে স্বায়ত্তশাসন রয়েছে, তা বাতিল করতে পারে। পার্লামেন্ট হয়তো একটা রাজনৈতিক সমাধানের দিকে যেতে পারে।

কিন্তু স্বাধীনতাকামীরা তা মানবে কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন এখন। বলা ভালো, কাতালোনিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ৭৫ লাখ ২২ হাজার। স্পেনের মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ মানুষ কাতালোনিয়ায় বসবাস করে। এই প্রদেশটির রাজধানী বার্সেলোনা। বার্সেলোনার ফুটবল টিম জগদ্বিখ্যাত। স্পেনের জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ আসে (২৫৫.২০৪ মিলিয়ন) এই প্রদেশ থেকে। ইউরো জোনের চতুর্থ বড় অর্থনৈতিক শক্তি হচ্ছে স্পেন। এখন কাতালোনিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন যদি শক্তিশালী হয়, যদি সত্যি সত্যিই কাতালোনিয়া ইউরোপে নতুন একটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তা ইউরোপের অন্যত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আরো উৎসাহ জোগাবে।

বদলে যাচ্ছে ইউরোপের রাজনীতি। ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গেছে। উগ্র ডানপন্থী উত্থান ঘটেছে ইউরোপে, যারা নতুন করে ইউরোপের ইতিহাস লিখতে চায়। ফ্রান্সে উগ্র ডানপন্থী উত্থানের পাশাপাশি এখন জার্মানিতে উগ্র ডানপন্থী তথা নব্য নাজি উত্থান ইউরোপের রাজনীতি বদলে দিতে পারে। ভয়টা হচ্ছে জার্মানিতে এএফডির উত্থান নিয়ে। এরা পার্লামেন্টে থাকায় উগ্রবাদ বিস্তার ঘটবে। এটা বড় ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে। নির্বাচনে নব্য নাজি পার্টি হিসেবে পরিচিত অলটারনেটিভ ফর জার্মানি (অঋউ) পার্টি প্রথমবারের মতো পার্লামেন্টে যাওয়ায় তা শুধু একটি বড় ধরনের ঘটনারই জন্ম দেয়নি, বরং ইউরোপের সনাতনপন্থী রাজনীতিবিদদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। চিন্তাটা হচ্ছে উগ্র ডানপন্থীদের উত্থান। এই ডানপন্থী উত্থান এরই মধ্যে ইউরোপে অনেক দেশে বিস্তৃত হয়েছে। জার্মানি বড় দেশ। বড় অর্থনীতি। বলা যেতে পারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার পর জার্মানিই হচ্ছে ইউরোপের নেতা। এখন সেই জার্মানিতেই যদি নব্য নাজিবাদের উত্থান ঘটে, তা যে একটা খারাপ সংবাদ বয়ে আনল, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এএফডির জন্ম মাত্র চার বছর আগে, ২০১৩ সালে। মূলত মুসলমান বিদ্বেষ আর ব্যাপকহারে জার্মানিতে শরণার্থী আগমনকে কেন্দ্র করে (২০১৫ সালে ১৩ লাখ সিরীয়-ইরাকি শরণার্থীর জার্মানি প্রবেশ) এই দলটির জন্ম হয়। এরই মধ্যে তারা জার্মানির ১৬টি প্রদেশের মধ্যে ১৩টি প্রদেশ পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করছে। আরো মজার বিষয় হচ্ছে, সাবেক পূর্ব জার্মানি, যেখানে একসময় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চালু ছিল, সেখানে এই দলটির (এএফডির) প্রতিপত্তি এখন বেশি। চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল নিজেও পূর্ব জার্মানি থেকে এসেছেন।

নির্বাচনে এএফডি ১২ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে ৯৪টি আসন (মোট আসন ৭০৯) নিশ্চিত করেছে। সংখ্যার দিক থেকে ৯৪টি আসন খুব বেশি নয়। কিন্তু ভয়টা হলো, ইউরোপের প্রতিটি দেশে উগ্র ডানপন্থীরা একটি শক্ত অবস্থান নিয়েছে। যেমন–অস্ট্রিয়ায় ফ্রিডম পার্টি ভোট পেয়েছে ৩৫.১ (২০১৬), বেলজিয়ামে নিউ ফ্লেমিস অ্যালায়েন্স ২০.৩ শতাংশ (২০১৪), ব্রিটেনে ইউকেআইপি ১২.৭ শতাংশ (২০১৫), ডেনমার্কে পিপলস পার্টি ২১.১ শতাংশ (২০১৫), ফিনল্যান্ডে ফিনস পার্টি ১৭.৭ শতাংশ (২০১৫), ফ্রান্সে ন্যাশনাল ফ্রন্ট ২৭.৭ শতাংশ (২০১৫), হাঙ্গেরিতে ফিডেস-কেডিএনপি ৪৪.৮ শতাংশ (২০১৪), হল্যান্ডে পার্টি অব ফ্রিডম ১৩.১ শতাংশ (২০১৭), পোল্যান্ড ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি ৩৭.৬ শতাংশ (২০১৫), স্লোভাকিয়ায় ন্যাশনাল পার্টি ৮.৬ শতাংশ (২০১৬), সুইডেনে ডেমোক্রেটস ১২.৯ শতাংশ (২০১৪) কিংবা সুইজারল্যান্ডে পিপলস পার্টি ২৯.৪ শতাংশ (২০১৫)। এখন এসব উগ্র দক্ষিণপন্থী দলগুলোর তালিকায় যুক্ত হলো এএফডির (জার্মানি) নাম। অথচ এই দলটি ২০১৩ সালে পেয়েছিল মাত্র ৪.৭ শতাংশ ভোট। ফলে পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ৫ শতাংশ ভোটের দরকার হয় পার্লামেন্টে যেতে। এই উগ্র ডানপন্থী উত্থান এখন ইউরোপের জন্য একটা হুমকি। এর প্রভাব ইউরোপের অন্য দেশগুলোয় পড়বে এটা স্বাভাবিক। ফ্রান্স ও ইতালিতে উগ্র দক্ষিণপন্থীরা সক্রিয়। এরা সবাই মিলে ইউরোপে উগ্র দক্ষিণপন্থী উত্থানের জন্ম দিতে পারে। তাই এএফডির উত্থান জার্মানির জন্য কোনো ভালো সংবাদ বয়ে আনবে না।

এএফডি চাচ্ছে ইউরো জোন থেকে জার্মানি বেরিয়ে আসুক। এটা নিশ্চয়ই মার্কেল করবেন না। কিন্তু তিনি 'চাপে' থাকবেন। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কিছু সংস্কার আসতে পারে। ইইউতে জার্মানি বড় দেশ। দেশটির যেকোনো সিদ্ধান্ত ইইউর রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। দক্ষিণপন্থীদের ব্যাপক উত্থান পুরো ইউরোপের চেহারা ভবিষ্যতে বদলে দিতে পারে। শরণার্থী ইস্যুকে কেন্দ্র করে ব্রিটেন ইইউ থেকে বেরিয়ে গেছে। নির্বাচনে টেরেসা মে সেখানে সুবিধা করতে পারেননি। তিনি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন আরেকটি দলের ওপর। এখন অ্যাঙ্গেলা মার্কেলের অবস্থা হতে যাচ্ছে তেমনটি। কট্টরপন্থী এএফডিকে ব্যালান্স করার জন্য তাঁকে এখন দুটি বড় দল ও কোয়ালিশন পার্টনার এফডিপি ও গ্রিন পার্টিকে ছাড় দিতে হবে। এই দল দুটির মধ্যেও তাঁকে সমন্বয় করতে হবে। তিনি যদি ব্যর্থ হন, তাহলে নয়া নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ঝুঁকিটি এই মুহূর্তে কোনো দলই নিতে চাইবে না। কেননা, দ্রুত আরেকটি নির্বাচন মানে এএফডিকে আরো সুযোগ করে দেওয়া। নয়া নির্বাচন এএফডিকে একটি দর-কষাকষি অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি ক্ষমতাসীন সিডিইউ-সিএসইউকে বাধ্য করতে পারে গ্রিন পার্টিকে বাদ দিয়ে তাদের কোয়ালিশন সরকারে নিতে! শুধু তা-ই নয়, সিডিইউয়ের নেতৃত্ব থেকে মার্কেল সটকে পড়তে পারেন।

আগামী ২৪ অক্টোবর পার্লামেন্টের অধিবেশন বসছে। মার্কেল চ্যান্সেলরের দায়িত্ব নেবেন। মোট চারবার তিনি জার্মানিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেতে যাচ্ছেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা। তিনি কনরাড অ্যাডেনাওয়ার, হেলমুট কোল কিংবা উইলি ব্রান্ডের নামের তালিকায় নিজের নামটি অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হলেন বটে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে ইউরোপের রাজনীতি। কট্টর দক্ষিণপন্থী উত্থান ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের উত্থান এই শক্তিকে আরো শক্তিশালী করেছে। এখন দেখার পালা জার্মানিতে উগ্র ডানপন্থীর উত্থান অন্য দেশগুলোতে কতটুকু প্রভাব ফেলে। ফ্রান্সে যে প্রত্যাশা নিয়ে ম্যাক্রো ক্ষমতায় এসেছিলেন, সেই প্রত্যাশায় ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর জনপ্রিয়তা কমছে। মে মাসে তাঁর জনপ্রিয়তা যেখানে ছিল ৬২ শতাংশ, আগস্টে তা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে (টাইম, অক্টোবর ৯, ২০১৭)। তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছে গত ২৩ সেপ্টেম্বর। বড় বিক্ষোভ হয়েছে সেখানে। ফ্রান্সে এসে লক্ষ করলাম, ম্যাক্রোর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা কমছে। ফ্রান্সের রাজনীতি দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণ করেছে একদিকে মধ্যপন্থী ডানরা, আর মধ্যপন্থী বামরা। এই দুটি বড় রাজনৈতিক দলের আদর্শ মানুষকে টানতে পারেনি। তাই নির্বাচনে (প্রেসিডেন্ট) তারা ম্যাক্রোকে বেছে নিয়েছিল। ম্যাক্রো মাত্র দুই বছর আগে একটি দল গঠন করে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর তারুণ্য, স্পষ্ট বক্তব্য মানুষ গ্রহণ করেছিল। এখন ম্যাক্রো যদি ব্যর্থ হন, তাহলে লি পেনের উত্থানকে ঠেকানো যাবে না। সমস্যা আছে ইতালিতেও। একটি ভঙ্গুর সরকার সেখানে রয়েছে, যেকোনো সময় এই সরকারের পতন ঘটতে পারে। কমেডিয়ান বেপ্পে গ্রিল্লও এবং তাঁর নবগঠিত দল 'ফাইভ স্টার মুভমেন্ট'-এর উত্থান ইতালির সনাতন রাজনীতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এই দলটি শরণার্থীবিরোধী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নবিরোধী। এরই মধ্যে ইতালি ৮০ হাজারের ওপরে শরণার্থী গ্রহণ করেছে। এই শরণার্থী আগমন ইতালির রাজনৈতিক দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছে। জন্ম হচ্ছে নব্য নাজি পার্টির।

শরণার্থীদের ব্যাপকহারে ইউরোপে প্রবেশ শুধু জার্মানি, ফ্রান্স আর ইতালির রাজনীতিকেই বদলে দেয়নি, বরং পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক রিপাবলিক আর স্লোভাকিয়ার রাজনীতিকেও বদলে দিয়েছে। শরণার্থীরা যখন ইউরোপে ব্যাপকহারে প্রবেশ করতে শুরু করে, তখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক ধরনের 'কোটা সিস্টেম' আরোপ করেছিল। ওই কোটা সিস্টেমে প্রতিটি দেশকে শরণার্থী গ্রহণে নির্দিষ্ট কোটা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক ও স্লোভাকিয়া তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। প্রতিটি দেশকে ১১ হাজার করে শরণার্থী নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এই দেশগুলো তা মানেনি। এমনকি হাঙ্গেরি ও স্লোভাকিয়া ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিসে আবেদন করলে তা বাতিল হয়। এসব দেশে শরণার্থীদের ব্যাপক অভিবাসনকে কেন্দ্র করে যেমনি একদিকে দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটেছে, অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নবিরোধী মনোভাবও শক্তিশালী হচ্ছে।

বদলে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনীতি। নতুন নতুন রাজনীতিবিদের উত্থান ঘটছে ইউরোপে, যাঁরা তথাকথিত 'পপুলিজম'-এর কারণে জনপ্রিয় হচ্ছেন। সস্তা স্লোগান, জাতীয়তাবোধের ধারণা তাঁদের জনপ্রিয় করছে। একসময়ের ট্র্যাডিশনাল রাজনৈতিক দলগুলো চলে গেছে পেছনের সারিতে। লিপেন, উইলডাস, গ্রিল্লাও, ভিক্টর উরবান–এই নামগুলো এখন ইউরোপের রাজনীতিতে বারবার আলোচিত হচ্ছে। হল্যান্ডে গ্রিয়াট উইলডার্সের দল নির্বাচনে সনাতন রাজনৈতিক দলগুলোকে পেছনে ঠেলে দ্বিতীয় হয়েছিল, অনেকটা ফ্রান্সের মিরিয়ান লি পেনের মতো। লি পেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (ফ্রান্সে) দ্বিতীয় হয়েছিলেন। তাঁদের সবার মধ্যে একটা মিল আছে। তাঁরা সবাই মুসলমান তথা শরণার্থীবিরোধী। তাঁরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ধারণারও বিরোধী। উগ্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ দ্বারা সবাই চালিত। তাই সংগত কারণেই যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হচ্ছে এই উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা ইউরোপকে কোথায় নিয়ে যাবে? ২৮টি দেশ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৫১০ মিলিয়ন। ১৯৯৯ সালে একক মুদ্রার (ইউরো) সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকর হয় ২০০২ সালে। যদিও মাত্র ১৯টি দেশ ইউরো চালু করেছে নিজ দেশের মুদ্রাকে অবলুপ্ত করে। ১৯৫১ সালে প্যারিস চুক্তির মধ্য দিয়ে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি তার যাত্রা শুরু করলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৯৩ সালে। ১৬ দশমিক ৪৭৭ ট্রিলিয়ন ডলারের ইইউর যে অর্থনীতি, তা বিশ্বের জিডিপির প্রায় ২৩ শতাংশ। বড় অর্থনীতির এই সংস্থাটি বিশ্ব আসরে এত দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। এখন এতে বিভক্তি আসছে। তৈরি হচ্ছে নানা জটিলতা। এই জটিলতা, বিভক্তি, দ্বন্দ্ব ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কোথায় নিয়ে যাবে, সেটাই বড় প্রশ্ন এখন।

লেখক : অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক (প্যারিস, ফ্রান্স থেকে)।

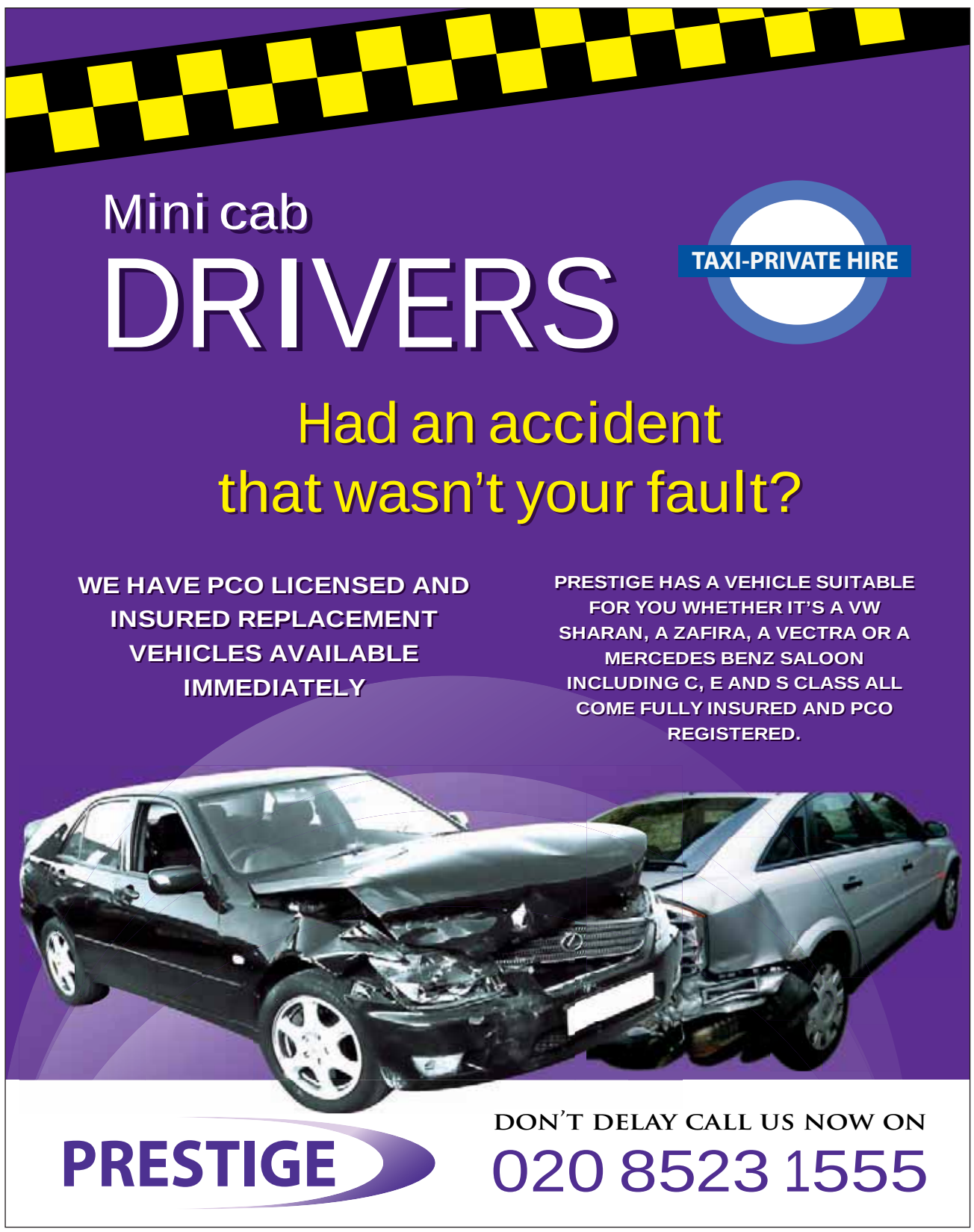

Weekly Desh

• Britain's largest circulation Bengali newspaper
• Out every Friday • Free • 50p where sold

UK's misguided terror laws: Criminalising the innocent

Taj Mahal dropped from tourism booklet of Uttar Pradesh

Grenfell fire: No government money for council improvements

The government will not "automatically" fund fire safety measures for councils, Chancellor Philip Hammond has said.

Mr Hammond said that money for works ordered in the wake of the Grenfell Tower tragedy in west London will be available only as the "last resort".

Instead, the chancellor will remove rules which ring-fence some parts of council budgets to allow local authorities to use their own money.

However, he insisted that all "safety-critical" changes would be made.

Speaking to MPs, Mr Hammond said he had asked councils that said they did not have the money to set out details of the shortfall, but that none has yet done so.

The chancellor said the government would act when it was certain that a council "genuinely does not have any available resource".

The measures could include the removal of flammable cladding and retrofitting sprinkler systems in council- owned tower blocks.

Councils said many of the changes had been recommended by local fire services.

On 16 June, two days after the Grenfell fire which claimed at least 60 lives, Communities and Local Government Secretary Sajid Javid pledged that the government would "do whatever it takes" to improve safety in tower blocks.

Yet several councils have already complained that money has not been forthcoming.

The leader of the Labour opposition group on Westminster City Council, Adam Hug, said the local authority had struggled to secure funding from Mr Javid's department to pay for the removal of cladding and the installation of sprinklers.

"Ultimately these are things that the London Fire Brigade says have to be done and ultimately the cost is having to be borne by the housing revenue account, which is tenants' rents and service charge fees," Mr Hug said.

India Supreme Court rules sex with child bride is rape

India's Supreme Court has struck down a legal clause that permits men to have sex with their underage wives.

The clause, which was part of India's law on rape, said intercourse between a man and his wife was permissible as long as she was over 15 years of age.

The legal age of consent and marriage in India is 18 but marital rape is not considered an offence.

The verdict has been hailed by women's rights activists but correspondents say the order will be difficult to enforce.

The judgement said that girls under 18 would be able to charge their husbands with rape, as long as they complained within one year of being forced to have sexual relations.

"This is a landmark judgement that corrects a historical wrong against girls. How could marriage be used as a criterion to discriminate against girls?"

Vikram Srivastava, the founder of Independent Thought, one of the main petitioners in the case, told the BBC.

However, the BBC's Geeta Pandey in Delhi says that while welcome, the order will be difficult to implement in a country where child marriage is still rampant.

"Courts and police cannot monitor people's bedrooms and a minor girl who is already married, almost always with the consent of her parents, will not usually have the courage to go to the police or court and file a case against her husband," our correspondent says.

India's government says the practice of child marriage is "an obstacle to nearly every developmental goal: eradicating poverty and hunger; achieving universal primary education; promoting gender equality; protecting children's lives; and improving women's health".

Care after miscarriage 'not consistent enough'

Women are not being told all the options when deciding how to dispose of pregnancy remains after miscarriage in England, a report suggests.

Corinne Fowler did not realise she could take her baby's remains home - instead they were disposed of with other clinical waste.

Looking back, she says she would have found a special place to bury the child she would never see again.

The Miscarriage Association said better and more consistent care was needed.

The Death Before Birth report, carried out by researchers from the Universities of Birmingham and Bristol, looked at the experiences of women who had gone through early pregnancy loss, such as miscarriage, terminations for foetal anomaly or stillbirth before 24 weeks.

In the UK, one in five pregnancies end in miscarriage and there are around 2,000 terminations following pre-natal screening each year.

The report found that although care was good and improving in many hospitals, it was inconsistent across England, leaving some women feeling misinformed and distressed at a vulnerable time.

'No time to say goodbye'

When Corinne, 47, from Birmingham, miscarried some years ago at 13 weeks, she brought the remains to be checked at hospital in an ice cream tub.

But they were taken out of her hands with no warning.

"I was completely taken by surprise. I felt this visceral feeling of trauma at being separated from my baby and I immediately burst into tears.

"For a long time I didn't feel I had any closure - I had no baby pictures or scans and no records."

She says it would have made a huge difference if all the available options had been explained to her clearly at the time.

"It's like a bereavement - and you need time to process what has happened and say goodbye.

"Some women may not want to take the remains home, but they should still be taken sensitively from them.

"If I had been able to bury the remains, then I would have a dignified place for them," Corinne says.

In England, Wales and Northern Ireland, pregnancy remains can be cremated or buried - either separately or with other remains - taken home or incinerated by the hospital.

If a woman does not express a preference, hospitals can dispose of the pregnancy remains as they do with clinical waste, but separately, known as "sensitive" incineration.

In Scotland, the default option is communal cremation, rather than incineration.

While charities like the Miscarriage Association support the Scottish model, others feel it is important to keep the option of incineration for women who don't want any record of their loss.

The report recommends that:

women are provided with a full range of choices for disposing of pregnancy remains

patient information leaflets on disposal methods should be produced and handed out

the options for disposing of pregnancy remains are discussed automatically as part of pregnancy loss care

so-called "sensitive" incineration of remains in hospitals is fully explained to parents and hospitals

Dr Danielle Fuller, report author from the University of Birmingham, said there was a need to raise awareness and encourage more discussion around pregnancy loss.

"When families don't know all the options, they can't make informed decisions - the chance to acknowledge the loss is important."

Sarah Bedwell, from the Human Tissue Authority, said disposal "must reflect the woman's own circumstances, values, understandings, and beliefs".

She said the current guidance set out what is expected and how women should be involved in any decisions made.

News

All the ways white people are privileged in the UK

A report released by the UK government has laid bare the extent of racial discrimination in the country.

The study came as hate crimes and racism against minorities are rising in the wake of Britain's vote to leave the European Union.

The so-called Brexit vote in June 2016 was boosted by far-right sentiment, which spread hate about immigrants including those who had migrated many years ago. The narrative that immigrants were stealing jobs from Britons and draining resources emboldened the efforts of those campaigning to quit the bloc.

Al Jazeera looks into the disparities affecting non-white Britons' lives, as detailed in Tuesday's report.

Likelihood of getting a job: Fewer minorities in work

Of Britain's 65 million people, almost 30 million are employed.

Aside from those studying or unable to work, black, Pakistani and Bangladeshi Britons are more than twice as likely to be unemployed than white people.

Some 76 percent of white people have a job.

Citizens of Pakistani or Bangladeshi heritage are the least likely to have a job, with 54 percent in work.

Race also determines income levels.

Half as many white British employees have a low income, compared to black and Asian workers.

Racial profiling: Stop and search targets minorities

Police are far more likely to stop and search non-white Britons. Black people are six times more likely to be stopped and searched than white people.

Minorities are also more frequently the victims of crime, and report a greater fear of it.

But while minorities are over-represented in stop and searches, staffing in the criminal justice system fails to reflect British diversity.

White Britons who comprise 86 percent of the population account for 94 percent of police officers.

Black and Asians make up 10 percent of the population, but less than four percent of the police force.

Representation among prison officers is also very low.

The judiciary is also overwhelmingly white. There are 26 black court judges compared with 2,506 white judges.

Farah Elahi, a policy analyst for the UK's Runnymede Trust race equality think-tank, said the data showed Black and Minority ethnic (BME) issues have been continually ignored by successive governments.

Writing on Twitter, she said: "Since no one was listening, everything must be said again."

Education: Roma pupils suffer

Pupils of Roma background are more than three times as likely to be excluded from school, compared with white British children. Black Carribean pupils are almost twice as likely to be excluded.

Fewer than 60 percent of black students achieve A* to C grades in English and Maths by the time they finish their GCSEs aged 16. White Gypsy and Roma students have the lowest level of attainment in this category, with just 10 percent attaining A* to C grades.

The number of ethnic minority pupils that go on to further education following school has dropped significantly in the last five years, from 804,920 in 2012 to just over 640,000 last year.

University tuition fees were raised to a threshold of £9,000 (about $12,000) in 2012, up from the previous rate of $4,338 per academic year.

Inequality plagues every level of the schooling system.

About 92 percent of teachers are white. Asian and black teachers account for just six percent.

Social housing: Far-right myths debunked

Black and Asian ethnic groups are up to three times as likely to rely on state-supported social housing as White Britons.

However, the accusation levelled by far-right groups and some the UK's right-leaning media that the country's BME population burdens its benefits system does not play out in the statistics.

In fact, white Britons are more likely to live in social housing than the country's Chinese, Indian and Pakistani households.

White people are more likely to own their own home, compared to BME people. Just 21 percent of Black Africans and 24 percent of Arabs are home-owners, compared to 68 percent of white people.

Non-whites are also disproportionately affected by poor housing conditions and overcrowding. A Bangladeshi Briton, for example, is 28 percent more likely to live in an overcrowded household than a white person.

And while just four percent of white British households have problems with damp, that figure is up to three times as high in Black African, mixed-race and Pakistani homes.

Peter Kellner, UK political expert and former head of YouGov polling, said the government's review had successfully highlighted the problematic areas policy must now address.

"Credit where due," he wrote on Twitter.

Health: Black Britons more likely to become drug abuse victims

Among children, statistics relating to healthy eating are troubling. Nearly half of Black African and Caribbean children are overweight by the age of 11, compared to just 32 percent of white Britons of the same age.

UK's misguided terror laws: Criminalising the innocent

by Rizwaan Sabir

Last week, at the Conservative Party Conference, Home Secretary Amber Rudd announced that the UK government intends to increase jail time for viewing content or possessing information useful to somebody preparing terrorism from 10 to 15 years. This may seem like an appropriate policy given the recent spate of terrorist attacks in the UK, but reading between the lines, it is anything but appropriate.

The proposals, if followed through, will be introduced under the Section 58 of the Terrorism Act. This offence was initially introduced 17 years ago under the Terrorism Act 2000. It criminalises the possession or collection of "information … likely to be useful to a person committing or preparing an act of terrorism". This is a very broad power that can criminalise a whole host of information and this is why the Court of Appeal ruled that the offence would only be applicable to "information that would typically be of use to terrorists, as opposed to ordinary members of the population". The offence, in other words, was created as a way of criminalising information such as target lists concerning the armed forces or police officers, as well as things such as tactical bomb-making and military manuals, for example.

While this appears entirely reasonable and fair, there is one serious problem with Section 58. The offence ignores the reason why a person holds or views such information or what they intend to use it for. Simply put, the reason why you possessed a military training manual or a list of soldiers is irrelevant for the purposes of this law. It is the nature of the information that is a crime; not the intention of the person who views or possesses the information. In practice, this means that a student studying terrorist groups, an academic writing a book on armed movements, or a journalist reporting on military personnel could potentially find themselves facing arrest, charge, and prosecution for terrorism, if they are found viewing or holding such information.

Of course, the section 58 offence formally includes the "defence" of "reasonable excuse". In simple terms, this means that if you are found viewing or possessing information useful to terrorists, you can defend your actions on the ground that it's related to your studies, your research, your journalism, and so forth, and not, therefore, be charged with terrorism. This sounds fair but a key aspect is omitted from this point. A defence will only realistically be required once a person is either being questioned under police caution (ie, they are being assessed whether they are actually involved in terrorism) or once they are formally under arrest for suspected terrorism.

The defence, in other words, can only be made once a coercive form of action has been initiated against a person; any person. Once a defence has been offered, the police and prosecutors will work to determine whether they should prosecute them or terminate the investigation. Such a decision is, of course, subject to official guidelines which are based on determining whether there is a realistic prospect of a conviction and whether a prosecution is in the "public interest".

However, like any guidance, there is an element of elasticity involved in interpreting it; not to forget the political pressure and political context involved in such decision-making. One need look no further than the refusal of prosecutors to bring even one case against police officers for more than 1,500 deaths that have occurred in police custody since 1990, to understand the politicised environment within which prosecutors act. While the law may, therefore, be represented as being a neutral arbiter that sits above politics, in its application, it operates within a political context and reflects power structures and the biases of those who create and wield it. The law, in other words, is more about power than it is about justice.

It is precisely this understanding that can prompt individuals and institutions to self-discipline and censor their ideas, behaviours, and activities. A poignant example of this concerns the British Library who refused to stock an archive of primary documents related to the Taliban due to legitimate anxieties that they might face prosecution under terrorism laws which criminalise the holding or sharing of information that encourages or "glorifies" terrorism.

Why? Because irrespective of the reason for sharing or holding such information, one is theoretically breaking the law. This is, of course, no isolated example. My own false arrest and detention for seven days under the Terrorism Act for possessing the al-Qaeda training manual that was downloaded from a US government website for postgraduate research on armed Islamic groups is one relatively well-known case. Another concerns the journalist Shiv Malik being forced under counterterrorism powers to disclose notes from his conversations with a source who was speaking to him in connection with his book. Then, there was the case of the Birmingham bookseller who was prosecuted (and later acquitted) for disseminating political Islamic books that the appeal court said could not be proven to be encouraging terrorism. Most recently, the BBC Newsnight journalist Secunder Kermani was forced to hand over his laptop to counterterrorism police after being in communication with a fighter in Syria.

While terrorism laws are only ever meant to be used against "terrorists", when the state acquires exceptional and draconian powers that disregard criminal intent, the temptation to use them, as these cases demonstrate, becomes ever so stronger.

The home secretary's latest announcement may be perceived as just another counterterrorism proposal, but in professions such as journalism and academia, where terrorist materials often need to be scrutinized, consulted, and studied, this will be seen as yet another move by a government committed to further strengthening and reinvigorating the long arm of the security state at the expense of understanding and confronting the drivers of terrorism. The way ahead in generating security is not by strengthening the state of exception that violates and undermines due process, but rather, dismantling a legal infrastructure that can be used to lock you away - for what could soon be 15 years - without ever having to prove you intended to commit terrorism.

Rizwaan Sabir is a lecturer in criminology specialising in the study of counterterrorism, counterinsurgency and armed Islamic groups. His ongoing research, which focuses on examining the influence of military and counterinsurgency theory on Britain's domestic 'war on terror', was motivated by his wrongful arrest and detention under the Terrorism Act 2000 for possessing the al-Qaeda training manual he was using for his postgraduate research. In 2011, he became one of the first people in the UK to secure damages in an out of court settlement for false imprisonment under the Terrorism Act and an apology from the police for being unlawfully stopped and searched under terrorism powers. He tweets at @RizwaanSabir.

News

There's a terrifying link between mass murder and domestic violence that nobody is talking about

Another day, another case of gender-based violence leading to mass murder.

Stephen Paddock, the man who shot down hundreds of people enjoying a music concert from his hotel window in Las Vegas, reportedly liked violent rape fantasies. He paid a woman thousands of dollars to be tied up, scream for help and be subject to an aggressive assault.

Local Starbucks staff also told reporters that Paddock used to talk down to his girlfriend, Marilou Danley, in front of them. He told her: "I'm paying for your drink, just like I'm paying for you."

The pattern is worryingly predictable: domestic violence and violence against women is ignored, allowing the perpetrator to escape punishment and commit horrendous atrocities.

There are so many examples, yet we are so quick to forget them. Here are just a few.

In January 2017 Esteban Santiago flew from Alaska to Fort Lauderdale airport, pulled out a checked gun at baggage claim and shot 13 people. In January 2016, he was arrested for strangling his girlfriend. He then violated the terms of his release and got off with a deferred prosecution agreement. The focus of the news was not his past violent behaviour. It was whether he sympathised with Isis and whether the US should have gun controls at airports.

Also in Florida, gunman Omar Mateen burst into a gay nightclub in Orlando last June, killing 49 people in what was described as the worst attack since 9/11.

(Paddock killed 58 people on the Las Vegas strip.) Mateen had beaten and tortured his ex-wife, Sitora Yusufiy. He used to attack her, often while she was asleep, for simple things like not finishing the laundry. Again, the attention was dominated by his apparent "radicalisation".

In September 2016, Ahmad Khan Rahami detonated bombs in New Jersey and New York City, injuring dozens of people. Nobody died – but they were lucky. The 28-year-old had a history of violence. In 2012 he was arrested on a charge of contempt for allegedly violating a domestic violence restraining order. The charge was downgraded and it is not clear what the final result was. In another case, a jury declined to indict him in January 2015 after he was arrested the previous year with charges of alleged aggravated assault and unlawful possession of a weapon.

Why should this pattern be so surprising? If a man is capable of beating, hitting, strangling or even killing his partner, the woman he is supposed to love and who might be the mother of his children, then of course he would be capable of hurting perfect strangers.

The list continues. Robert Dear, the man who opened fire at a Planned Parenthood clinic in Colorado Springs in 2015, killing three people, had a lengthy violent history with women, according to interviews with the women and court documents. He was also charged with rape in 1992, dragging a woman he met at a mall into his house at knifepoint. There is no record of a conviction, so it is possible the case was dismissed.

One of the Boston Marathon bombers, Tamerlan Tsarnaev, admitted to "slapping" his girlfriend in the face in 2009. He was a golden gloves boxer. He was arrested for domestic assault and battery, but the charge was dismissed by a jury trial in 2010. He and his brother went on to kill three people and injure several hundred with two homemade bombs.

In the aftermath of a terrorist explosion or mass shooting, it's easy for the panel of "experts" on prime time television to speculate the motive. A lone wolf, a radical extremist, the immigrant with "un-American values", or as some newspapers described Stephen Paddock, a man who "kept to himself" and who enjoyed country music. But it's not so easy to recognise or deal with the fact that for most men who turn out to be labelled as "terrorists", their path of violence and extremism started out much closer to home.

And that's part of the problem. Violence in the home, behind closed doors, is often dismissed and seen as the problem for that particular couple, or that man and that sex worker, and not of society at large. One misguided journalist, reporting on the case of a man who murdered his pregnant girlfriend in Washington DC, wrote in 2012 that the neighbour "didn't know the troubled young couple and had no idea of their alleged problems […]"

The woman is complicit in her own death, and the wife or girlfriend of a terrorist murderer, if she is still alive afterwards, is too often a focus for blame. That attitude still exists now. Just take a look at the swarm of media headlines when Marilou Danley flew from the Philippines back to the US last week. The news that her "plane had landed" became the top trending item on Twitter.

It is beyond time to take domestic violence more seriously. Every single day, three or more women are murdered by their current or former partners, according to the American Psychology Association. There might be hundreds, if not thousands, of people out there who would be capable enough to carry out the next attack.

Army offensive aimed at 'preventing' Rohingya return

Myanmar security forces have carried out "well organised, coordinated and systematic" attacks aimed at preventing members of the Rohingya ethnic group from returning, the UN Human Rights office said in a report on Wednesday.

The report, based on interviews with Rohingya who arrived in Bangladesh in the past month, said that "clearance operations" started before armed attacks on police posts on August 25 and included killings, torture, and the rape of children.

More than half a million Rohingya Muslims have been driven out of northern Rakhine State, have had their homes torched, and crops and villages destroyed, the UN said.

UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad al-Hussein - who has described the government operations as "a textbook example of ethnic cleansing" - said in a statement that the actions appeared to be "a cynical ploy to forcibly transfer large numbers of people without possibility of return".

"Credible information indicates that the Myanmar security forces purposely destroyed the property of the Rohingyas [and] scorched their dwellings and entire villages in northern Rakhine State, not only to drive the population out in droves but also to prevent the fleeing Rohingya victims from returning to their homes," the report by his office said.

One 12-year old girl quoted in the report said soldiers and Buddhist civilians surrounded her home before

opening fire on it. "It was a situation of panic, they shot my sister in front of me, she was only seven years old," the girl said, adding: "She cried and told me to run."

"I tried to protect her and care for her, but we had no medical assistance on the hillside and she was bleeding so much that after one day she died. I buried her myself."

Others cited by the UN described how the attackers warned Rohingya locals to leave immediately or face death.

"You do not belong here, go to Bangladesh. If you do not leave, we will torch your houses and kill you," they said, according to the UN.

The mainly Muslim minority, who live primarily in Rakhine State, is not recognised as an ethnic group in Myanmar, despite having lived there for generations. They have been denied citizenship and are stateless.

According to the UN, more than 500,000 Rohingya have fled Myanmar since its military began an operation ostensibly against Rohingya fighters.

Grenfell Tower survivors to be allowed to become permanent UK residents

Survivors of the Grenfell Tower disaster whose immigration statuses are uncertain are to be allowed the chance to become permanent British residents, the Home Office has said.

Ministers have agreed to extend a scheme that originally gave a one-year period of grace to foreign nationals directly affected by the fire, after being criticised for not going far enough with their original offer.

The immigration minister, Brandon Lewis, said: "Our initial response to this terrible tragedy was rightly focused on survivors' immediate needs in the aftermath of the fire and ensuring they could access the services they need to start to rebuild their lives.

"However, since the Grenfell Tower immigration policy was announced, we have been planning for the future of those residents affected by these unprecedented events and listening to their feedback, as well as the views of Sir Martin Moore-Bick."

He added that the government wanted to give the survivors "greater certainty over their long-term future in the UK", while stressing that leave to remain would depend on the "necessary security and criminality checks being met".

Feature

Why prostitution should never be legalised

Julie Bindel

Ask the question "What should we do about prostitution?" anywhere in the world, and you are increasingly likely to get the answer: "Legalise it." This view is based on a belief that there will always be men who pay for sex and women who sell it. Decriminalising all aspects of prostitution – including brothel-owning and sex-buying – will, according to this argument, make life safer for these women, and also make it easier to root out abuse.

Those in favour of decriminalisation, including many liberals and some feminists, consider prostitution to be work, and argue that "sex workers" can be protected by unions and health and safety measures. Decriminalising the selling of sex – so that only buyers are breaking the law – means prostitutes themselves are not penalised. But even where only the buying of sex is a criminal offence, it is argued, prostituted women are forced to take risks.

In recent years this argument has made big advances. In 2000 the Netherlands made formal what had already been acceptable for some years, and lifted the ban on brothels, in effect legalising the sex trade. Three years later the New Zealand government passed, by one vote, the New Zealand Prostitution

Reform Act which decriminalised street-based prostitution and brothel-keeping.

The opposite, abolitionist position – favoured by feminists including myself, and every sex trade survivor I have interviewed – is: prostitution is inherently abusive, and a cause and a consequence of women's inequality. There is no way to make it safe, and it should be possible to eradicate it. Abolitionists reject the sanitising description of "sex worker", and regard prostitution as a form of violence in a neoliberal world in which human flesh has come to be viewed as a commodity, like a burger.

Abolitionists do not consider prostitution to be about sex or sexual identity, but rather a one-sided exploitative exchange rooted in male power. They believe the progressive solution to the sex trade is to assist women to exit, and criminalise those who drive the demand. In Sweden, where the law criminalising demand and decriminalising those selling sex has been in place since 1999, there has been a sea change in attitudes among citizens, with around 80% supporting their government's approach.

What I have discovered, while researching campaigns for the legalisation or decriminalisation of prostitution in the Netherlands, Ireland and the UK, is that sex industry bosses have an influential voice in such campaigns, often providing funding; and that groups claiming to represent "sex workers" are just as likely to be a voice for pimps as they are to represent the women who earn their living selling sex.

If prostitution is framed as work, it stands to reason that the workers require rights. The problem is that the term "sex worker", coined in the 1980s and increasingly used by police, health workers and the media, includes pornographers, strippers and pimps, as well as those directly selling sex.

In Nevada, where brothels are legal, I interviewed a brothel owner who was pimping out a severely learning-disabled young women who had been sold to the brothel by her boyfriend's father. The fact that the brothel this young woman was being sold from was legally sanctioned and seen as a business – no different from a restaurant – meant that the pimp was able to present herself as doing her employee a favour by giving her a job.

In the UK the argument in favour of decriminalisation has won support from trade unions. The GMB set up an adult entertainment branch in 2002, which held speaking gigs at political party conferences, the Royal College of Nursing and the Women's Institute.

In 2010, having observed the growing influence of the International Union of Sex Workers, I decided to look into its background and membership. Launched in London in 2000, the union calls itself a "grassroots organisation" standing up for the rights of all those working in the sex trade. I discovered that its modest membership appeared mainly to consist of academics studying the sex trade, men who buy sex, and the odd person running specialist services – hardly representative of Britain's sex trade.

One of its members, and a spokesman, was Douglas Fox, who has been active in the Conservative party and Amnesty UK, and co-owner of a large escort agency. He proposed a motion for blanket decriminalisation of the sex trade at the Amnesty International annual general meeting in 2008. Seven years later, this became Amnesty policy.

Elsewhere a similar pattern can be seen. Almost immediately after an umbrella movement aimed at criminalising the buying of sex – Turn Off the Red Light – was formed in Ireland, a counter-campaign named Turn Off the Blue Light was up and running. It turned out a convicted pimp, Peter McCormick, was bankrolling it.

Another activist is John Davies, currently serving 12 years in prison for charity fraud. Prior to his conviction for scamming at least £5.5m from British taxpayers, Davies travelled the world speaking at conferences, arguing that trafficking is a myth created by feminists, and that decriminalisation is the only answer.

What happens when the legalisation argument wins is shown in the Netherlands over the past decade. Just three years after the law there was changed, the government began closing down street prostitution zones and restricting the number of "window brothel" licences. In 2004 I interviewed the leader of the government-funded Red Thread union. She told me it had only 100 members and most of those were "erotic dancers" and not in prostitution at all. Karina Schaapman, Amsterdam councillor and sex trade survivor, said in 2005 that legalisation came out of the notion that women were actively choosing to be prostitutes. "But that image is incorrect," she said. "Two-thirds of prostitutes are foreign, most often illegal, and nobody is registering them." The former Amsterdam mayor Job Cohen said legalisation had failed to remove organised crime from the sex trade, and that he hoped to "partially reverse" the legislation.

Meanwhile, the links between organised crime, violence and prostitution in New Zealand have not been severed. Views differ as to whether decriminalisation has made the situation better or worse. One report, published five years after decriminalisation, claimed it had little impact on the number of people working in the sex trade but had offered some safeguards to children and others. But the personal testimony of women who have been prostituted provides evidence that brothel owners and punters have benefited more than the women have.

The good news is that the pimps don't always win. New laws criminalising the buying of sex, and decriminalising the selling of it, came into force in Northern Ireland in 2015 and in the Republic of Ireland this year. A legal challenge to the law in Northern Ireland is being led by Laura Lee, a "sex workers' rights" campaigner – whose backers include the pimp Peter McCormick.

I hope Lee loses. I completely understand why some people, on hearing that decriminalisation offers some protection to prostitutes, support it. But hardly anyone, including abolitionists, is arguing that the women and men who sell sex should be treated as criminals. Our argument is that pimps and sex-buyers definitely should be.

What those who oppose us fail to realise is that decriminalisation, as it is most commonly used and understood, also means allowing pimping, sex-buying and brothel-owning. And this is not the way forward – unless we want to make it easier for the men who run the global sex trade to make more money out of women's bodies.

• Julie Bindel is a political activist and author of The Pimping of Prostitution: Abolishing the Sex Work Myth

Ebay paid UK corporation tax of £1.6m in 2016

The UK arm of eBay paid only £1.6m in corporation tax last year, even though its US parent had total revenues from its UK operations of $1.32bn (£1bn).

Ebay's UK accounts record only £200m in revenues, which came entirely from a Swiss parent firm, seemingly for acting as its advertising agency.

The company declined to explain how its UK revenues were not booked though its UK business.

However, an eBay spokesman said its tax affairs were entirely legal.

"In all countries and at all times, eBay is fully compliant with national, EU and international tax rules including those of the OECD, including the remittance of VAT to the appropriate authorities," he said.

The pre-tax profit eBay UK made on its revenues in 2016 was £7.7m, according to the accounts, and it was on this figure that the UK corporation tax was levied.

Ebay is a huge international business that makes money mainly from advertisers and the commission on sales made through its auction site.

The total revenues of $1.32bn that the parent US business generated from the UK included those from subsidiaries such as the Stubhub ticket exchange and Gumtree classifieds site.

Within the group, the UK arm of eBay is wholly owned by eBay International, which is based in Switzerland and is itself owned by eBay in the US.

The firm's UK accounts describe the role of eBay UK as providing "services to eBay International by recommending market penetration and advertising strategies for the UK internal marketplace and related third party advertising sales in the UK, Germany, Italy, Belgium and Australia".

The seeming ability of the company to shelter most its UK profits from the UK tax authorities raises again the ability of big international companies to route their revenues to the countries with the most favourable tax regimes.

This has led in the past few years to intense scrutiny of the tax practices of big firms such as Apple, Amazon, Google and Starbucks.

Ebay in the US, whose international revenues hit $9bn last year, acknowledged that its tax affairs were under scrutiny in several countries, which may leave it with more tax to pay.

"The material jurisdictions where we are subject to potential examination by tax authorities for tax years after 2002 include, among others, the US (Federal and California), Germany, Korea, Israel, Switzerland, United Kingdom and Canada," its US accounts said.

News

Taj Mahal dropped from tourism booklet of Uttar Pradesh

The Taj Mahal is one of the Seven Wonders of the Modern World, attracting more than six million tourists a year.

Although the monument attracts more tourists than any other site in India, it seems it is out of favour with the government of Uttar Pradesh (UP), where it is located.

The iconic monument, a UNESCO world heritage site considered a "symbol of love", was not featured in the tourism booklet issued by the UP government last week.

The 32-page booklet titled "Uttar Pradesh Tourism: Its High Potential", released by Rita Bahuguna Joshi, state tourism minister, mentions a number of Hindu and Buddhist religious places, but misses one of the world's most famous monuments.

Sohail Hashmi, writer and a heritage expert, accused the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) of playing politics over the Taj.

"The BJP has come to power on the basis of the discourse that only things that are identified as Hindu are Indians. Taj does not fit into their idea of culture," Hashmi told Al Jazeera. "They have divided our heritage into Hindu heritage and Islamic heritage."

Built in the 17th century

The stunning white marble mausoleum was built in the 17th century by Mughal King Shah Jahan in memory of his wife, Mumtaz Mahal in Agra, about 200km from the Indian capital, New Delhi.

Joshi has denied there was an attempt to ignore Taj Mahal as a tourist destination.

"How can anyone in the tourism sector ignore the Taj Mahal, one of the big tourist attractions in the country?" said the minister, adding that the government was committed towards the development of Taj and tourist sites associated with it.

But her boss, Yogi Adityanath - a monk known for his anti-Muslim bigotry - is not fond of the Taj.

He has in the past said that the Mughal mausoleum is not part of India's culture and claimed that the mausoleum was a Hindu temple.

Replying to a petition by Hindu groups, government archaeologists told the Supreme Court in August that

the monument was indeed a Muslim tomb and not a temple.

Since he took over as the chief minister of India's most populous state in March, Yogi has pushed for Hindu festivals and religion despite India being a secular nation.

The central government of Prime Minister Narendra Modi, who belongs to the BJP, has also been accused of rewriting history textbooks, including those concerning the medieval period when Muslims ruled over India.

As part of this, roads named after Mughals have been renamed and Muslim rulers, who have been accused of reaping "holocaust" on Hindus, have been demonised.

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), the ideological parent of the BJP, considers Muslims and Christians as outsiders, and has been at the forefront of the campaign to rewrite history textbooks.

"For the BJP, the understanding that anything that has happened in this country over the last thousands of years has no connection with a clear definition of Indian culture," Hashmi said.

"What makes India such a vibrant place is its phenomenal diversity."

Poor infrastructure in Agra

Despite repeated attempts, BJP spokespeople could not be reached for comment.

Last year, the Taj attracted 6.2 million tourists - a drop from the previous year. People in the tourism industry say successive governments have done little to upgrade Agra's infrastructure.

An expressway built by the previous state government to connect Agra to New Delhi did little to boost tourist numbers.

"We care very little for our heritage. Over several years, heritage conservation and culture have been getting less than 0.1 percent of the national budget," Hashmi said.

Businessmen in the city are baffled by the decisions over the Taj.

Rajeev Tiwari, President of the Federal of Travel Association in Agra, says that the monument is not the state government's priority.

"More than 400,000 people are directly or indirectly get employment because of Taj. Tourism is important for the economy of Agra," he said.

"If we play politics and ignore it, then tourist number will further drop. It will not only be a loss to Agra but also affect the revenue of the state."

More than 20 percent UP's tourism revenue comes from tourism related to the Taj, according to the CNN-IBN news channel.

Tiwari says that the Taj should not be made into a "sectarian issue".

"It is a monument of love, and it should be seen that way," he said. "Anywhere in the world, when the name of India comes, the first thing that people ask is Taj Mahal. It is a symbol of India."

But Tiwari's fears are not unfounded.

India's numerous 24/7 news channels have conducted hours of debates that exposed the divide over the monument.

In a discussion on CNN-IBN news, BJP spokesperson Anila Singh justified dropping the Taj Mahal from the booklet.

"Days of all those people who have crushed the feelings of Hindus has come to an end. What Hindus want we are going to do that," Singh said.

'Religious bias'

Abhishek Manu Singhvi, spokesman of the main opposition Congress party, is among those who have criticised Yogi's government for the omission.

"If it is a booklet on tourism and it excludes Taj Mahal, at one level it is a joke and at another level it is tragic. It is like saying we will have (William Shakespeare's) 'Hamlet' without the Prince of Denmark," Singhvi said.

"If it is indeed a booklet on tourism and excludes the Taj, it shows a clear religious bias which is completely misplaced," he added.

Tiwari, from the Agra travel association, backs the Yogi government's plans to develop religious sites to attract tourism.

"Development of religious sites is welcome, but in a multicultural societies, such as India, you can't focus on one area, you have to focus on all," he said.

"Our shared culture cannot be ignored especially in UP. Development has to be for all. Development should not be linked to any particular religion."

Many say Yogi has resorted to divisive issues to cater to his hardline Hindu base, while others accuse him of being inept.

"The trouble with this man is that he has still not decided whether he is the head of the temple or the head of the UP government," said Sharat Pradhan, a senior journalist in Lucknow, the capital of UP state.

"It is certainly damaging the image of the state. This is India's largest state and conceived as representative of the country. It will affect the image of the country."

Equifax data hack affected 694,000 UK customers

The beleaguered credit reference agency Equifax has now admitted that 694,000 customers in the UK had their data stolen between May and July this year.

The firm's original estimate of its UK cyber-theft victims, made last month, was fewer, at nearly 400,000.

Equifax now says that it will contact its affected UK customers by letter to offer them help.

It admits they may be at risk of "possible criminal activity".

Patricio Remon, Equifax's chief European executive, said: "Once again, I would like to extend my most sincere apologies to anyone who has been concerned about or

impacted by this criminal act."

More than 14 million further UK r3ecords were stolen, but they contained only names and dates of birth.

The huge data breach was part of an attack on the firm's world-wide customer records in which the personal details of 146 million people in the US were stolen, along with 8,000 Canadians.

The firm says that as an independent investigation into the saga has been completed, it can now help its UK customers by offering them free advice and ways to protect themselves from identity theft.

Four groups of affected UK customers have been identified:

637,000 whose phone numbers were stolen

29,000 whose driving licence numbers were stolen

15,000 who had some of their Equifax membership details, such as usernames and passwords, stolen

and 12,000 whose email address was stolen.

The scandal led to the resignation last month of the company's chairman and chief executive, Richard Smith.

The company denied in September that the stolen UK data included any addresses, passwords or financial information.

However, the firm has now revealed that data belonging to the 15,000 customers, who had their Equifax membership details accessed, did indeed include Equifax passwords, secret questions and answers, and partial credit card details.

UK customers can phone Equifax for advice on 0800 587 1584.

কঠিন সময় পার করছেন তেরেসা

মে'র উচিত পদত্যাগ করা। ৬ অক্টোবর বিবিসি রেডিওকে তিনি বলেন, মে'র উচিত এই মুহূর্তে দলের নেতা ঠিক করার জন্য নির্বাচন ডাকা। থেরেসা মে নির্বাচনে ব্যর্থ হয়েছেন, মন্ত্রীপরিষদকে এক করতে ব্যর্থ হয়েছেন, দলীয় সম্মেলনে ব্যর্থ হয়েছেন- এতকিছুর পর আমি বলবো তার পতনের ইঙ্গিত ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে (দ্য রাইটিং ইজ অন দ্য ওয়াল)। তেরেসা মে আগাম নির্বাচন ডেকেই ভুল করেছিলেন।

তবে তার দলের জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীরা অবশ্য তার পাশে রয়েছেন। তাদের ভাষ্যমতে, বৃটেনের এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখা উচিত মে'র। বর্তমানে দলের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার জায়গায় বৃটেনকে ব্রেক্সিট ইস্যুতে এক করতে পারবে। এদিকে এখনও তার নিজ দলের কেউ তাকে উৎখাতের পক্ষে জনসম্মুখে কিছু বলেননি বা ইঙ্গিত দেননি। তবে তার পদত্যাগের এমন স্পষ্ট দাবি তার দুর্বলতার গভীরতা প্রকাশ করে। এতদিন পর্যন্ত তিনি টিকে আছেন কারণ ব্রেক্সিট ইস্যুতে তার চেয়ে ভালোভাবে বৃটেনবাসীকে এক করতে পারবে দলের মধ্যে এমন উত্তরসূরির অভাব রয়েছে। পাশাপাশি অনেক কনজার্ভেটিভের আশঙ্কা, তেরেসা মে না থাকলে নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিরোধীদলীয় লেবার নেতা জেরেমি করবিনই এখন ক্ষমতায় থাকতেন।

এদিকে দলের জ্যেষ্ঠ কিছু মন্ত্রীসহ অনেকেই মনে করেন ব্রেক্সিট ইস্যু সামলানোর জন্যে ক্ষমতায় বহাল থাকা উচিত মে'র। লন্ডনের পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফে এ নিয়ে একটি নিবন্ধও লিখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বার রাড। 'থেরেসা মে উইল স্টে এজ প্রাইম মিনিস্টার এন্ড গেট দ্য জব ডান' (থেরেসা মে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ও সফলভাবে কাজটি শেষ করবেন) শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে তার পক্ষে বলা হয়, মে'র ক্ষমতায় থাকা উচিত। মে'র কার্যত ডেপুটি ও যুক্তরাজ্যের ফার্স্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট ডামিয়ান গ্রীন বলেন, তার দায়িত্ব বহাল থাকা উচিত। পরিবেশমন্ত্রী মাইক্যাল গোভ জানান, তিনি প্রত্যাশা করেন যে মে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন। গ্রীন বিবিসিকে বলেন, আমি জানি তিনি ব্রেক্সিট সফল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এটা তার কাছে একটি দায়িত্ব। তিনি এটা সফলভাবে শেষ করবেন। আর এই সরকারকে একটি সফল সরকারে পরিণত করবেন। অনেক কনজারভেটিভ অ্যাক্টিভিস্টের ধারণা, এই মুহূর্তে কোন লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ ইউরোপের বিষয়ে দলকে দুইভাগে বিভক্ত করে দেবে।

উল্লেখ্য, এই একই ইস্যুর কারণে পূর্বের তিন মন্ত্রী- ডেভিড ক্যামেরুন, জন মেজর ও মার্গারেট থ্যাচারের পতন ঘটেছিল। একটি লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ নতুন একটি নির্বাচনের সূচনাও ঘটাতে পারে।

বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ডেপুটি হাই কমিশনার খন্দকার এম তালহা, সেন্টারের ভাইস চেয়ারম্যান আতাউর রহমান খান, মুহিবুর রহমান মুহিব ও শাহানুর খান। সভায় সেন্টারের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিবেদন পেশ করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান কোষাধ্যক্ষ এম মামুন রশীদ। তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন সেন্টারের প্রধান উপদেষ্টা ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি নবাব উদ্দিন। কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সেন্টারের হেলথ ও এলডারলি উপ-কমিটির যুগ্ম আহবায়ক আলহাজ্ব আব্দুল মতলিব।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সেন্টারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, জালাল হোসেন খান, ডা. আলাউদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আহমদ রাজু, ফয়ছল আহমদ, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ খন্দকার মহি উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক উপ-কমিটির আহবায়ক মিস গুলনাহার খান, হেলথ ও এলডারলি উপ-কমিটির আহ্বায়ক আশরাফ উদ্দিন, আইসিটি ও মিডিয়া উপ-কমিটির আহ্বায়ক আলী আহমেদ বেবুল, মোহাম্মদ সাহিদুর রহমান, জবরুল ইসলাম, মোঃ নিজাম উদ্দিন, মোহাম্মদ কামরুল হোসেন মুন্না, শিব্বির আহমদ, এনটিভির চিফ রিপোর্টার আকরাম হোসেন প্রমুখ।

সভায় তদন্ত প্রতিবেদনে বিগত কমিটির বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও অসঙ্গতির চিত্র তুলে ধরা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে সেন্টারের প্রধান উপদেষ্টা নবাব উদ্দিন সেন্টারের আগামী কার্যক্রম বিষয়ে কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে সেন্টারের পরবর্তী কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে বিগত সময়ের মতো নানা অনিয়ম ও অসঙ্গতির ঘটনা যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় এ জন্য বর্তমান কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হয়।

উল্লেখ্য, গত বছর বাংলাদেশ সেন্টারের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিবেদন অনুমোদিত না হওয়ায় বর্তমান কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্ট কমিটি সেন্টারের প্রধান উপদেষ্টা নবাব উদ্দিনকে নিয়ে এ তদন্ত কমিশন গঠন করে। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৪১ লক্ষ টাকার অনুদান ঘোষণা

ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন সেক্রেটারি এসআই আজাদ আলী, বাংলাদেশ থেকে আগত ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের ডিরেক্টর ও সিইও কর্নেল (অবঃ) শাহ আবিদুর রহমান, কমিউনিটি নেতা মাহমুদ হাসান এমবিই, বিসিএ প্রেসিডেন্ট কামাল ইয়াকুব ও প্রাক্তণ সেক্রেটারি জেনারেল এম এ মুনিম, বাংলাদেশ থেকে আগত পিকে এসএস চেয়ারম্যান এসকিউ কে আহমেদ, চ্যানেল এস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাজ চৌধুরী, ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের এডভাইজারী কমিটির প্রেসিডেন্ট এমএ আহাদ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউকে কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান রফিক মিয়া, ভাইস চেয়ারম্যান এম এ মতিন, ট্রেজারার আব্দুল মিয়া, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক ইসলাম উদ্দিন, বিসিএ সেক্রেটারি অলি খান, বিবিসিসিআইর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী, জগন্নাথপুর বৃটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি আশিক চৌধুরী, ব্যারিস্টার আবুল কালাম, ডাঃ আলা উদ্দিন, শেখ ফারুক আহমদ, মারুখ চৌধুরী, এনামুল মুনিম শামীম লোদী, পলি রহমান, এখলাছুর রহমান আলী, আব্দুল বাসিত খান, জামাল উদ্দিন আহমদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক আহমদ ময়েজ, সুরমার বার্তা সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সাংবাদিক এনাম চৌধুরীসহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানের মিছবাহ জামাল বলেন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল সিলেটে অপারেশন থিয়েটার চালু করতে কমপক্ষে ১২ কোটি টাকার প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এই বিশেষ অনুষ্ঠান ও ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ইউকেবিসিসিআইর চেয়ারম্যান ড. ইকবাল আহমদ ওবিই ১০লক্ষ টাকা, ঢাকা রিজেন্সির চেয়ারম্যান মুসলেহ আহমদ ৫লক্ষ টাকা, মনজুরুসামাদ চৌধুরী মামুন ৫লক্ষ টাকা (বেড ডোনার), আব্দুল মনাফ (বেড ডোনার) ৫ লক্ষ টাকা ও আরো ১৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ১ লক্ষ টাকা করে প্রদানের ঘোষণা দেন। সর্বমোট ৪১লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

এদিকে গত ১০ অক্টোবর বাংলাদেশে অবস্থিত ব্যাংক এশিয়ার চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ চৌধুরী ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটকে ১ কোটি ২ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল সিলেটের প্রতিষ্ঠাকালীন অনুদান ও সহযোগিতাকারী মরহুম মুহাম্মদ ইয়াকুব, মরহুম তারা মিয়া খান, মরহুম গয়াস মিয়া ও সদ্যপ্রয়াত মরহুম হেলাল চৌধুরীসহ সকলের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মাওলানা আবদুল কুদ্দুসের পরিচালনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনে প্রতিদিন ২শ পুরুষ যৌন নির্যাতনের শিকার

কর্মসূচীও হাতে নিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। এজন্যে নতুন অর্থ বছরে প্রায় ৫ লাখ পাউন্ড বরাদ্দ করা হয়েছে।

লন্ডনে ফুটপাতে গাড়ি, আহত ১১

পর্যটন এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। এতে বলা হয়, দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি একটি মিনি ক্যাব। এটি উবারের সঙ্গে কন্ট্রাক্টে চলে। ঘটনার সময় এতে আরোহী ছিলেন একজন নারী। তিনিই বলেছেন গাড়িটি উবারের। এ ঘটনার পর এমনিতেই সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কায় সতর্ক থাকা লন্ডনে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাকিংহ্যাম প্যালেসের গেটে উঠায় মহিলা গ্রেফতার

পুলিশ বলছে, এটির সাথে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওতে দেখা যায় পুলিশ এক মহিলাকে গ্রেফতার করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

'ওয়ান এলেভেন'র অপশক্তির বিরুদ্ধে তালাত আজিজ ছিলেন বজ্রকণ্ঠ

নেতা আমিনুর রহমান আকরামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা খালেদ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালিক। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আবদুল হামিদ চৌধুরী, সিলেট জেলা বিএনপির সহ সভাপতি শেখ মোঃ মখন মিয়া চেয়ারম্যান, কাউন্সিলার ফারুক চৌধুরী, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, এমদাদ হোসেন টিপু, লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও মরহুমের ছোট ভাই আবেদ রাজা, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সদস্য সাদিক মিয়া, মিসবাহজ্জামান সুহেল, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, সাবেক ছাত্রনেতা তোফায়েল বাছিত তপু, আশরাফুল ইসলাম হীরা, লন্ডন মহানগর বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি মোঃ আবদুল কুদ্দুছ, আব্দুর রব, এডভোকেট নুর ইদ্দিন আহমদ, তারেক আহমদ চৌধুরী, আবু নোমান, তোফায়েল আহমদ মৃধা, বিপ্লব আহমদ, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, যুক্তরাজ্য জাসাসের সভাপতি এমাদুর রহমান এমাদ ও যুক্তরাজ্য যুবদল নেতা আফজাল হোসেন।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক হেভেন খান, সহ দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমদ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আবু নাছের শেখ, সরফরাজ সরফু, কামাল চৌধুরী, মস্তাক আহমদ, তৈবুর রহমান হুমায়ুন, আলী আকবর খোকন, লন্ডন মহানগর বিএনপির সহ সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, তপু শেখ, আব্দুল গাফফার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, জহিরুল ইসলাম জামান, আজিম উদ্দিন আজির, মোঃ জিয়াউর রহমান, দফতর সম্পাদক নজরুল ইসলাম মাসুক, প্রচার সম্পাদক ময়নুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, আরিফুল হক, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান মইনুল হক উজ্জ্বল, আশিক বখশ, শাকিল আহমদ, লায়েক আহমেদ, মোমিন মিয়া, আতাউর রহমান, মোঃ এনাম উদ্দিন, লুৎফুর রহমান, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সভাপতি রহিম উদ্দিন, হাসান জাহেদ, সুয়েদুল হাসান, বাবুল গনি, শাকিল আহমদ, মনোয়ার আহমদ, মোশারফ আহমদ, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাছির আহমদ শাহিন, সিনিয়র সহ সভাপতি মিসবাহ বিএস চৌধুরী, সহ সভাপতি শরিফুল ইসলাম, ডালিয়া লাকুরিয়া, জাহাঙ্গীর আলম শিমুম, নুরুল আমিন আকমল, জিয়াউল ইসলাম জিয়া, ফিরোজ আলম, শেখ সাদেক, আব্দুস সামাদ রাজ, সেলিম চৌধুরী, রেজাউল করিম, এস এম আতিকুর রহমান, কামরুল ইসরাম, মোঃ ফরিদ উল্লাহ মুন্সী, রুকন আহমদ, আবদুর রউফ কাব্য, মোতালিব হুসেন লিটন, একেএম নেছার ইদ্দিন, বদরুল ইসলাম, রেজাউর রহমান চৌধুরী রাজু, যুক্তরাজ্য জাসাস'র সিনিয়র সহ সভাপতি তরিকুর রশীদ চৌধুরী শওকত, এমাদুর রহমান চৌধুরী রাহান, ফজল আহমদ, ফখরুল ইসলাম, নোমান আহমদ, আলী আহমদসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

সভায় যুক্তরাজ্য সভাপতি এম এ মালিক বলেন, মরহুম তালাত আজিজ ছিলেন জাতিয়তাবাদী দল বিএনপির একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। ৯০'র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ বলেন, মরহুম তালাত আজিজ ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। ওয়ান এলেভেনের অপশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর বজ্র কণ্ঠস্বর প্রবাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া সভায় মরহুমের কর্মময় জীবনের নানা দিক তুলে ধরে বক্তারা আলোচনা করেন। শেষে মরহুমের রুহের শান্তি কামনা করে মাওলানা শামীম আহমদের পরিচালনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সৌদিতে ২২ বাংলাদেশির মানবেতর জীবন

ভাগাভাগি করে খেয়েছেন। কিন্তু এখন সে অবস্থাও নেই। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়ে গেছে একটি হোটেলে। কেড়ে নিয়েছে আকামা। এক কক্ষে গাদাগাদি করে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। তিনদিন পর তালা খুলে দেয়া হলেও হোটেলেই বন্দি রয়েছেন তারা। হোটেল থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই, নেই খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও। এ অবস্থা সৌদি আরবে কাজের সন্ধানে যাওয়া ২২ বাংলাদেশির। এদের একজন ওমর ফারুক। বাড়ি গাইবান্ধার সদর উপজেলার দক্ষিণ ধানগড়া ইউনিয়নের সুখনগর গ্রামে। বৃহস্পতিবার থেকে গতকাল পর্যন্ত মোবাইল ফোনে কয়েক দফা কথা হয় তার সঙ্গে। তিনি তুলে ধরেন তাদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা। অনুনয়-বিনয় করে বলেন, তাদের ভাগ্যবরণ করতে আর কোনো বাংলাদেশি যেন এ সময়ে সৌদি আরব না আসে।

গত ১৭ই এপ্রিল রহমানিয়া করপোরেট নামে রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকার এক রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে সৌদি আরব যান ওমর ফারুক। তার সঙ্গে একই ফ্লাইটে যায় দেশের বিভিন্ন এলাকার আরো ২১ জন। দেশটিতে যেতে তারা প্রত্যেকে ৬ থেকে সাড়ে ৬ লাখ টাকা এজেন্সিকে দিয়েছিল। ওমর ফারুক জানান, তাদের সৌদির বিভিন্ন অফিস, ফাইভ স্টার হোটেল, মসজিদ-মাদরাসার সহকারী বা ক্লিনিংয়ের কাজ দেয়ার কথা বলেছিল সংশ্লিষ্ট এজেন্সি। বেতন দেয়ার কথা ছিল ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। সেই অনুযায়ী তারা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে দেশটিতে গেছেন। রহমানিয়া এজেন্সি তাদের রিয়াদের মেসার্স মায়াহ আল দোয়া কনস্ট্রাকশন কোম্পাতি কাজ দিয়ে পাঠায়। এ কোম্পানি তাদের জেদ্দার সাফারি ক্যাম্পে হস্তান্তর করে। সেখানে যাওয়ার পরই তারা পড়েন বিপাকে। ওমর ফারুক জানান, তাদের যেখানে রাখা হয়, সেখানে আগে থেকে আরো ২০০ বাংলাদেশি অবস্থান করছিল। তাদের অনেকেরই কাজ ছিল না। আবার কারো কাজ থাকলেও বেতন দেয়া হতো না। নতুনভাবে যাওয়া এই ২২ জনকে তারা রাস্তা ক্লিনিংয়ের কাজ দেয়। কিন্তু মাসের পর মাস কাজ করালেও বেতন দেয়া হতো না। এমনকি ঠিকমতো খাওয়াও দিতো না। এই অবস্থায় তাদের অনেকেই দেশে থাকা পরিবারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ওমর ফারুক নিজেও ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময় রহমানিয়া করপোরেট এজেন্সির মাধ্যমে পরিবারের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা নিয়ে কোনরকম দিন পার করছেন। আবার এলাকার অনেকে দেখা করতে এসেও কিছু সাহায্য করে যান। তা দিয়েই কোনরকম আধাপেট খেয়ে দিন চালায়। প্রতারিত এই বাংলাদেশি জানান, এভাবে পাঁচ মাস কেটে গেছে। দীর্ঘ এই সময়ে প্রত্যেকে মাত্র ১২ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। বেতন চাইলেই কোম্পানির লোকজন তাদের মারধর করতো। গত ২রা অক্টোবর তারা আবারো বেতন দাবি করলে এক কক্ষে ১০-১২ জনকে নিয়ে বেদম মারপিট করে। তাদের ২২ জনকে ক্যাম্প থেকে বের করে দেয়। এরপর কোনো উপায় না পেয়ে তারা রাস্তাতেই দিনরাত কাটান। ওই পথচারীদের কাছে হাত পেতে যা পেয়েছেন তা দিয়েই কোনরকম খেয়েছেন। এ রাস্তায় দু'দিন থাকার পর গত বৃহস্পতিবার মেসার্স মায়ায়া আল-দোহা কোম্পানির লোকজন তাদের জেদ্দার উবরি তাহালিয়া ইশারা আরবাইন এলাকার জাওহার্ত আল তানমিয়াহ ফার্নিশড অ্যাপার্টমেন্ট নামে একটি হোটেলে নিয়ে যায়। এরপর আকামা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের ২২ জনকে একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখে। গতকাল পর্যন্ত তারা কক্ষেই তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। এরপর দুপুরে কোম্পানিটির একজন লোক এসে তালা খুলে দিয়ে তাদের মোবাইল ফোন নিয়ে নেয়। কিছুক্ষণ পর মোবাইল ফেরত দিলেও আকামা ফেরত না দিয়ে চলে যায়। পরে তাদের দু'একজনের কাছে বাড়ি থেকে পাঠানো যে টাকা পয়সা ছিল তা দিয়ে সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনে ভাগাভাগি করে খায়। এদিকে আকামা ফেরত না দেয়ায় তারা হোটেলেই বন্দি হয়ে পড়েছেন। পুলিশের হাতে আটক হওয়ার ভয়ে বাইরে বের হতে পারছেন না। এ অবস্থায় না খেয়ে এবং অন্যকোনো উপায় না পেয়ে তারা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। হোটেলটিতে বন্দি হয়ে পড়া এই ২২ জনের অন্যরা হলেন- রাজিব (চাঁদপুর), শাকিল (কুমিল্ল), ফারুক (গাজিপুর), খোকন (টাঙ্গাইল), সোহেল রানা (কুড়িগ্রাম), হানিফ (কুমিল্লা), সুমন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), রহমত আলী (গাজিপুর), জাহিদ ইসলাম (নওগাঁ), বিষ্ণু (টাঙ্গাইল), নাইম (ময়মনসিংহ), রবিউল ইসলাম (মানিকগঞ্জ), সুমন (নরসিংদী), মাসুদ রানা (মাগুরা), মনির (কুমিল্লা), সোবেল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), আলমগীর (ঢাকা), আল আমিন (ময়মনসিংহ), সালাউদ্দিন (মানিকগঞ্জ) এবং আবুল খায়ের (কুমিল্লা)। বন্দি এই ২২ বাংলাদেশির প্রত্যেকেই ধারদেনা করে ৬ থেকে সাড়ে ৬ লাখ টাকা খরচ করে দেশটিতে গেছেন। ওমর ফারুক আরো জানান, জেদ্দায় সাফারি ক্যাম্পের তারাসহ ২২০ জন বাংলাদেশি ছিল। তাদের কাউকেই বেতন দেয় হয় না। কিন্তু উপায় না পেয়ে অনেকেই দিনের পর দিন থাকছেন। নির্যাতন সহ্য করছেন। এদিকে এসব কারণে বিভিন্ন সময় পালিয়ে যাওয়ায় বর্তমানে সেখানে ১৪৫ জনের মতো অবস্থান করছেন। কিছুদিন আগেও চারজন পালিয়ে দেশে ফিরেছেন। এরা হলেন- টাঙ্গাইলের কামরুল, ঠাকুরগাঁওয়ের নাসিরুল, গাজিপুরের শরীফ এবং নোয়াখালীর আল আমিন। তারা পালিয়ে প্রথমে স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দেন। এরপর নিজ খরচে দেশে ফেরেন। খিলক্ষেতের রিক্রুটিং এজেন্সি রহমানিয়া করপোরেট-এর ম্যানেজার মতিউর রহমান ওই ২২ জনের আকামা ছিনিয়ে নেয়ার কথা স্বীকার করেন। তবে ৫ মাসের বেতন বকেয়ার কথা অস্বীকার করে তিনি বলেন, তাদের শুধুমাত্র ১ মাসের বেতন বাকি ছিল। এরপর তারা কাজ না করে স্ট্রাইক করলে তাদের বের করে দেয়। তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। সৌদি আরবের কোম্পানি তাদের ফিরিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমরা যতটুকু জেনেছি তাদের জেদ্দার হোটেলে নয়, রিয়াদের ক্যাম্পে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। বন্দিদের সঙ্গে হোটেলে থাকা অবস্থায় রোববার দুপুরে কথা হয়েছে জানালে তিনি বলেন, তাদেরকে এমনটাই বলা হয়েছে। তাদের আকামা ফেরত দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সঙ্গে কথা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মতিউর রহমান আরো বলেন, ওই ২২ জনের মধ্যে সবাই তাদের মাধ্যমে যায়নি। তাদের এজেন্সির মাধ্যমে গেছে ৭ থেকে ৮ জন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

জামে মসজিদের ডাইরেক্টর মোহাম্মদ কজবার ও ড. জামিল শরীফ।

নির্বাচিত ও কো-অপ্টেড অন্যান্য ট্রাস্টিবৃন্দ হচ্ছেন সর্বজনাব ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী, শাফিউর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুর রহিম কামালী, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল হাই মুর্শেদ, রাহেলা চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম হীরা, মাহেরা রুবি, বাকাউল্লাহ খান, সাঈদা আঞ্জুমারা বেগম ও আমান আলী।

সাধারণ সভায় ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী সদস্যদের ভোটে ১০ সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে নির্বাচিত ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ার, ভাইস চেয়ার, সেক্রেটারি ও ট্রেজারার নির্বাচিত হন। এছাড়াও, ট্রাস্টি বোর্ড সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে আরও ৫ জন ট্রাস্টি অ্যাপোয়েন্ট করে থাকে। সবমিলিয়ে নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৫ জন।

উল্লেখ্য, ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় ৩৬টি প্রজেক্ট চালু রয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক নামাজের সুব্যবস্থার পাশাপাশি রয়েছে, ইভনিং মাদ্রাসা, প্রাইমারী স্কুল, সেকেন্ডারি স্কুল, বিজনেস সেন্টার, ফিটনেস সেন্টার, ফ্রি লিগ্যাল সার্ভিস, ম্যারেজ ব্যুরোসহ বহুবিধ সার্ভিস।

এক প্রতিক্রিয়ায় নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ মসজিদকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, মসজিদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে কাজ করছি। আমাদের মূল লক্ষ্য ইস্ট লন্ডন মসজিদকে বিশ্ববাসীর কাছে একটি অনুকরনীয় মসজিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বলেন, বৃটেনের মূলধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মসজিদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সম্প্রতি আমরা নজমুল হোসাইনকে ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি, যিনি লোকাল গভর্ণমেন্টসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ও গুরুত্বপুর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা মসজিদকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

সেক্রেটারি আইয়ুব খান বলেন, গত দুই মেয়াদে আমরা ৯ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ে মারিয়াম সেন্টারের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার পাশাপাশি মসজিদ সংলগ্ন সিনাগগ ভবনটিও ক্রয় করতে সক্ষম হই। আল-মিজান ও লন্ডন ইস্ট একাডেমির শিক্ষার মান কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো। সর্বোপরি মসজিদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করতে আমরা ছিলাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আগামী বছরগুলোতেও মসজিদকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ভিক্টোরিয়া পার্কে আতশবাজী উৎসব ৫ নভেম্বর

চলতি বছরের গাই ফোকস উদযাপনের এই বর্ণাঢ্য আতশবাজিটি সুর ও ছন্দের মূর্চ্ছনায় পরিবেশন করবে ওয়াক দ্যা প্ল্যাঙ্ক। মূল ফায়ারওয়ার্কস ৭টায় শুরু হলেও পার্কটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হবে বিকাল ৫.৩০টায়।

নির্বাহী মেয়র জন বিগস সর্বস্তরের জনসাধারণকে এই মনোমুগ্ধকর ফায়ারওয়ার্কস বা আতশবাজী উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, তিন বছর আগে আমরা ভিক্টোরিয়া পার্কে বার্ষিক এই আতশবাজী উৎসবটি ফিরিয়ে আনার পর থেকে এটি আমাদের বার্ষিক ক্যালেন্ডারের অন্যতম একটি রত্নে পরিণত হয়েছে। লন্ডনের বেষ্ট বিগ পার্ক হিসেবে লন্ডন ইন্ ব্লুম প্রতিযোগিতায় ভিক্টোরিয়া পার্ক যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। আমি নিশ্চিত ৫ নভেম্বরের ফায়ারওয়ার্কটিও লন্ডনের সেরা ফায়ারওয়ার্কস হিসেবে চিহ্নিত হবে।

কেবিনেট মেম্বার ফর কালচার, কাউন্সিলর আব্দুল চুনু মুকিত এমবিই বলেন, কাউন্সিল তার অসাধারণ এই আতশবাজি উৎসবের জন্য বিখ্যাত। এ বছরের আতশবাজী স্মরণে রাখার মতো হবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি সকলকে সপরিবারে এই আতশবাজী উৎসব উপভোগ করার জন্য অনুরোধ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ট্রাম্পকে পরমাণু সমঝোতার প্রতি অটল থাকার আহ্বান তেরেসা মে'র

প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প যখন ইরানের সঙ্গে ছয় জাতিগোষ্ঠীর স্বাক্ষরিত পরমাণু সমঝোতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছেন তখন তার প্রতি এ আহ্বান জানালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। এর আগে মঙ্গলবারই ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মাদ জাওয়াদ জারিফের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন । তিনি জানান, ব্রিটিশ সরকার পরমাণু সমঝোতা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দফতর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'থেরেসা মে এই সমঝোতা বাস্তবায়নে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে বলেছেন, আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য এই সমঝোতা জরুরি।' সমঝোতাটির বাস্তবায়ন সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে বলেও জানান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মে।

ইরানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম পার্স টুডে জানিয়েছে, ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পাঁচ স্থায়ী সদস্যদেশ ও জার্মানিকে নিয়ে গঠিত ছয় জাতিগোষ্ঠী ইরানের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতা সই করে। ওই সমঝোতায় ইরানের শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচিতে কিছুটা সীমাবদ্ধতা আরোপ করে তেহরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার কথা বলা হয়। তৎকালীন মার্কিন সরকার এই সমঝোতার অন্যতম উদ্যোক্তা হলেও বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই সমঝোতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নেয়ার হুমকি দিচ্ছেন।

নতুন ১৯ পুলিশ অফিসার নিয়োগের ঘোষণা

নিয়োগকৃত ২০ জন পুলিশ অফিসারের সাথে যোগ দিবেন। মেয়র গত জুলাই মাসে সর্বশেষ ১৪ জন নিয়োগ দিয়েছিলেন। আরো ৬ জন আগে থেকেই ছিলেন।

কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে পুলিশ বাজেট কাটের কারনে বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বৃদ্ধির অভিযোগ আসার পর মেয়র জন বিগস এই অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগের জন ফান্ড বরাদ্দ করেন। মেয়র এ খাতে আগামী ৩ বছরের জন্য প্রায় ৩ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন।

নতুন ১৯ জনের পর বারায় সরাসরি কাউন্সিল ফান্ডেড মোট পুলিশের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৩৯ জন।

বারার বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দমনে মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে এই ৩৯ জন কাজ করবেন। বিশেষ করে এসিড এট্যাক, এন্টি সোশাল বিহেভিয়ার এবং ভায়োলেন্ট ক্রাইম দমনের দিকে তারা বিশেষ মনোযোগ দিবেন।

নতুন নিয়োগকৃত ১৯ জনের মধ্যে কয়েকজনকে মেয়র ৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে মিডিয়ার সামনে পরিচয় করিয়ে দেন। পূর্ব লন্ডনের কলিংউড এস্টেটে আয়োজিত এই পরিচিতি অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি সেইফটি বিষয়ক কেবিনেট মে"র কাউন্সিলার আসমা বেগম।

এসময় মেয়র বলেন, কমিউনিটি সেইফটি হচ্ছেছ আমার অন্যতম এজেন্ডা। বিভিন্ন ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রন তথা বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমি পুলিশ অফিসারদের স্ট্রীটে দেখতে চাই। মেয়র বলেন, সরকার পুলিশের বাজেট কাটকে গ্রহনযোগ্য মনে করলেও আমরা একে গ্রহণ করিনি এবং এজন্য বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে এখাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেছি। আশা করছি তারা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন।

কেবিনেট মে"র ফর কমিউনিটি সেইফটি কাউন্সিলার আসমা বেগম বলেন, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও এন্টি সোশাল বিহেভিয়ার বাসিন্দাদের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এই উদ্বেগ দমনে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের নতুন পুলিশ অফিসাররা রাস্তাঘাটে সংগঠিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধ তথা এন্টি সোশাল বিহেভিয়ার দমনে যাতে ভূমিকা রাখতে পারেন এজন্য এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এন্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার দমনে অতিরিক্ত পুলিশ অফিসাররা সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন আনবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে টাওয়ার হ্যামলেটস হোমসের চীফ এক্সিকিউটিভ সুস্মিতা সেন বলেন, আমরা এ ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি। যারা বাসিন্দাদের শান্তি বিঘ্নিত করছেন তাদেরকে সহ্য করা হবে না। এদিকে কমিউনিটি সেইফটি ইস্যুকে বিবেচনায় রাখার জন্য এখন থেকে কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োগকৃত পুলিশের ক্রুক্রাইম প্রিভেনশন ডিজাইন এডভাইজারস্ব সকল ডেভেলাপার এবং হাউজিং সংস্থাগুলোকে প্ল্যানিংয়ে সহযোগিতা করবেন। ঘরবাড়ি নির্মাণের আগেই নিরাপত্তার ইস্যুকে মাথায় রাখার জন্য এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী টাওয়ার হ্যামলেটসে এন্টি সোশাল বিহেভিয়ার একটি বড় ধরনের ইস্যু এবং ২০১৭ সালে পরিচালিত বার্ষিক মতামত জরিপে ৩১শতাংশ বাসিন্দা অপরাধকে তাদের প্রধান উদ্বেগের বিষয় হিসাবে উল্লেখ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হোয়াইটচ্যাপেলে
অফিস ভাড়া যাবে

পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ইস্ট লন্ডন মসজিদের নিকটে দুটি রুম ভাড়া যাবে। ভাড়া প্রতিমাসে ৩৫০ ও ৪৫০ পাউন্ড। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07852 189 867

CURRENCY WORLD
Partnership with
Prime Bank Ltd.
Fast and Reliable

ইউকেতে অন্যতম রেমিটেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রাইম ব্যাংকের ডিএমডির কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন কারেন্সী ওয়ার্ল্ড এর ডাইরেক্টর তারেক এ চৌধুরী

রেইট বেশী
ফি কম

- সস্তায় বিমান টিকেট
- কম খরচে ওমরাহ ও হজ্জ
- পিনে সেইম ডে
- একাউন্টে দুই দিনে
- DHL (£23) ও কার্গো
- হলিডে বুকিং

UMRAH £850 & £750

আমরা ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারী এবং এপ্রিল মাসের উমরাহ বুকিং নিচ্ছি

ঘরে বসেই টাকা পাঠান আপনজনের কাছে

HIGH RATE
LOW FEE

Passport Renew | No Visa | New Passport

LOW COST HAJJ, UMRAH & AIR TICKET
Send Money Worldwide / Send Money Bangladesh

117 Whitechapel Road (2nd Floor) London E1 1DT
T : 020 3561 0265
M : 079 8473 0960
www.currencyworldglobal.com | E:currencyworld2000@gmail.com

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide
FREE Bengali newsweekly
TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

ইস্ট লন্ডন মসজিদের ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

হাবিবুর রহমান চেয়ারম্যান, আইয়ূব খান সেক্রেটারী, আব্দুল মালিক ট্রেজারার নির্বাচিত

ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ৫৮তম সাধারণ সভা ও ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বিবার্ষিক (২০১৭-২০১৯) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে চেয়ারম্যান পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন মুহাম্মদ সিদ্দিক, সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন আইয়ূব খান এবং ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন মুহাম্মদ আব্দুল মালিক।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুরে মারিয়াম সেন্টারে উক্ত সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের ট্রাস্টিবৃন্দ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচন পরিচালনা করেন ফিন্সবারী পার্ক

পৃষ্ঠা ৩৯

নতুন ১৯ পুলিশ অফিসার নিয়োগের ঘোষণা

টাওয়ার হ্যামলেটসে কাউন্সিল ফান্ডেড পুলিশের সংখ্যা এখন ৩৯

টাওয়ার হ্যামলেটসে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দমনের জন্য কাউন্সিলের অর্থায়নে আরো ১৯ অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন বারার নির্বাহী মেয়র জন বিগস। এরা ইতিপূর্বে কাউন্সিলকর্তৃক

পৃষ্ঠা ৩৯

ভিক্টোরিয়া পার্কে আতশবাজী উৎসব ৫ নভেম্বর

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বার্ষিক আতশবাজি উৎসব ৫ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৭টায় এওয়ার্ড বিজয়ী ভিক্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হবে।

গত মাসে অনুষ্ঠিত লন্ডন ইন্ ব্লুম প্রতিযোগিতায় ভিক্টোরিয়া পার্ক লন্ডনের সেরা বড় পার্কের শিরোপা অর্জন করে। কাউন্সিলের আর্টস, পার্কস এবং ইভেন্ট টীমের উদ্যোগে

পৃষ্ঠা ৩৯

ট্রাম্পকে পরমাণু সমঝোতার প্রতি অটল থাকার আহ্বান তেরেসা মে'র

দেশ ডেস্ক: ইরানের পরমাণু সমঝোতা মেনে চলার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পকে আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। মঙ্গলবার ট্রাম্পের সঙ্গে এক ফোনালাপে তিনি সমঝোতার প্রতি ব্রিটেনের অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। বুধবার মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটরের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

পৃষ্ঠা ৩৯

Editor Taysir Mahmud | Published By Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN | Telephone 0203 540 0942 ● 0203 540 0940 ● Advert: 07940 782 876 | Email info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk